CMYK

ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

গৌরবের ৬৬ তম বছর

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

JAGARAN ■ 15 August, 2020 ■ আগরতলা, ১৫ আগষ্ট, ২০২০ ইং ■ ৩০ শ্রাবণ, ১৪২৭ বঙ্গাব্দ, শনিবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

স্বাধীনতা দিবসের ভাষণে

করোনা যুদ্ধে কেন্দ্র ও রাজ্যের প্রশংসায় রাষ্ট্রপতি

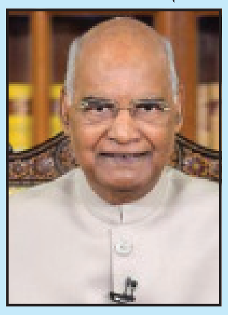

নয়াদিল্লি, ১৪ আগস্ট (হি.স.)।। দেশের ৭৪ তম স্বাধীনতা দিবসের প্রাক্কালে জাতির উদ্দেশ্যে ভাষণ দিলেন রাষ্ট্রপতি রামনাথ কোবিন্দ।শুক্রবার রাষ্ট্রপতিভবন থেকে দেওয়া এই ভাষণে দেশ---বিদেশের ভারতীয় নাগরিকদের শুভ কামনা জানিয়ে বক্তব্য রাখা শুরু করলেন তিনি। সাধারণতন্ত্র দিবসের ইতিহাস সম্পর্কে দু'তিন কথা বলে সাংবিধানিক দায়িত্ব নিয়ে দেশের তরুণদের অবগত করলেন রাষ্ট্রপতি। এদিন তিনি বলেন, ভারতের যুব সমাজকে একটি স্বাধীন দেশের নাগরিক হওয়ার বিশেষ গর্ব অনুভব করা উচিত। ১৫ আগস্ট জাতীয় পতাকা উত্তোলনের আনন্দ, স্বাধীনতা দিবস উদযাপনে অংশ নেওয়া এবং দেশাত্মবোধক গান শোনা আমাদের মনকে উত্তেজনায় ভরিয়ে তোলে। এই দিনটিতে ্দ্রত্ন্দ্ম;ভারতের যুবকদের উচিত একটি স্বাধীন জাতির নাগরিক হওয়ার জন্য বিশেষ গর্ব অনুভব করা। আমরা কৃতজ্ঞতার

☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

করোনায় মৃত্যু মিছিল অব্যাহত

সংক্রমণ কেড়ে নিল আরও চার জনের প্রাণ, নতুন ১৬৭ আক্রান্ত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৪ আগস্ট।। করোনার প্রকোপ রাজ্যে মারাত্মক ভাবে বাড়ছে। সবচেয়ে উদ্বেগের বিষয় মৃত্যুর সংখ্যা বেড়েই চলেছে। শুধু তাই নয়, সম্প্রতি পশ্চিম ত্রিপুরা জেলায় করোনার প্রকোপ লাগাতর বৃদ্ধি পাচ্ছে। ফলে, রাজধানী বাসিও গভীর চিন্তায় পড়েছে।

রাজ্যে নতুন করে ১৬৭ জনের দেহে করোনার সংক্রমণ মিলেছে। ৩৩৫৬টি নমুনা পরীক্ষায় ওই করোনা আক্রান্তদের সন্ধান মিলেছে। আজ করোনা আক্রান্ত হয়ে ৪ ব্যক্তির মৃত্যু হয়েছে। এখন পর্যন্ত রাজ্যে ৬৭৮৫ জন করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন। তাদের মধ্যে ৫০৮০ জন সুস্থ হয়েছেন। ৪৯ জনের মৃত্যু হয়েছে। বর্তমানে ১৬২৭ জন সক্রিয় করোনা আক্রান্ত রয়েছেন।

স্বাস্থ্য দপ্তরের রিপোর্ট অনুযায়ী ২২৮৪ এন্টিজেন টেস্টের মধ্যে ১০২ জনের কোভিড -১৯ রিপোর্ট পজেটিভ এসেছে। অন্যদিকে, ১০৭২ টি আরটিপিসিআর টেস্টে ৬৫ জনের কোভিড-১৯ রিপোর্ট পজেটিভ এসেছে।

এদিকে, জেলা ভিত্তিক আক্রান্তের হিসেবে উনকোটিতে ২২ জন, উত্তর ত্রিপুরায় ২০জন, ধলাইতে ১ জন, খোয়াইতে ১৮ জন, পশ্চিম ত্রিপুরায় ৮৮ জন, সিপাহীজলায় ২ জন, দক্ষিণ ত্রিপুরা ৬ জন এবং গোমতী জেলায় ১০ জন কোভিড-১৯ পজেটিভ রয়েছেন।

আজ করোনায় আক্রান্ত হয়ে মৃতদের মধ্যে পশ্চিম জেলায় ২ জন এবং গোমতী ও সিপাহীজলা জেলায় ১ জন করে বাসিন্দা রয়েছে। আজ পশ্চিম জেলায় ৬২ ও ৫১ বছর বয়সি দুই ব্যক্তি, গোমতী জেলায় ৬৫ বয়সী এক মহিলা এবং সিপাহীজলা জেলায় ৬৫ বছর ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

রাজ্যে বেড়েছে জিএসডিপি, সাথে মানুষের গড় আয়েও হয়েছে বৃদ্ধি

আগরতলা, ১৪ আগস্ট (হি.স.)।। রাজ্যে বেড়েছে জিএসডিপি। সাথে বেড়েছে মানুষের গড় আয়। তাতেই প্রমাণিত, রাজ্যে উন্নয়ন গতি ধরেছে। শুক্রবার সন্ধ্যায় সচিবালয়ে সাংবাদিক সম্মেলনে দৃঢ়তার সাথে এ-কথা বলেন আইন ও শিক্ষামন্ত্রী রতনলাল নাথ। তাঁর দাবি, স্বনির্ভর ত্রিপুরা গঠনের স্বপ্ন সত্যি হওয়ার পথে এগিয়ে চলেছে।

এদিন তিনি বলেন, একটি রাজ্যের উন্নয়ন জিএসডিপি দিয়ে মূল্যায়ন হয়। ত্রিপুরায় জিএসডিপি-র হার ক্রমাগত বাড়ছে। তাঁর কথায়, তিনটি পদ্ধতিতে জিএসডিপি বিভক্ত রয়েছে। সর্বক্ষেত্রেই ত্রিপুরা এগিয়ে চলেছে। তাঁর দাবি, বামফ্রন্ট সরকারের আমলে ২০১৭-১৮ অর্থবছরে জিএসডিপি ছিল ৪৩৬৮৭.৮০ কোটি টাকা। সরকার পরিবর্তন হওয়ার পর ২০১৮-১৯ অর্থবছরে জিএসডিপি বেড়ে হয়েছিল ৪৯৮৩৬.৮৯ কোটি টাকা এবং ২০১৯-২০ অর্থ বছরে আরও বেড়ে হয়েছে ৫৫৩৫৮.০৮ কোটি টাকা। চলতি অর্থ বছরে ৬০১৬৪.৭৭ কোটি টাকা লক্ষ্যমাত্রা নেওয়া হয়েছে, বলেন তিনি।

শিক্ষামন্ত্রী ক্ষেত্র ভিত্তিক অগ্রগতির হিসাবও দিয়েছেন। তিনি বলেন, ২০১৭-১৮ অর্থ বছরে কৃষিতে জিএসডিপি ছিল ১৭০০৬.৩২ কোটি টাকা। নতুন সরকার প্রতিষ্ঠা হওয়ার পর ২০১৮-১৯ অর্থ বছরে ১৯৪১১.৯৪ কোটি টাকা এবং ২০১৯-২০ অর্থ বছরে ২০৯৩০.৫৩ কোটি টাকা কৃষিতে জিএসডিপি হয়েছে। তেমনি শিল্পক্ষেত্রে ২০১৭-১৮ অর্থ বছরে ৫৭১১.৩৬ কোটি টাকা জিএসডিপি ছিল। সরকার পরিবর্তন হওয়ার পর ২০১৮-১৯ অর্থ বছরে ৬৬১৭.০৬ কোটি টাকা এবং ২০১৯-২০ অর্থ বছরে ৭৬৮৩.৭৩ কোটি টাকা জিএসডিপি-র হার দাঁড়িয়েছে।

মন্ত্রী রতনলাল দৃঢ় প্রত্যয়ের সাথে বলেন, ত্রিপুরায় সরকার পরিবর্তন হওয়ার পর কৃষিকে ছাপিয়ে গেছে পরিষেবা ক্ষেত্র। তিনি বলেন, শুধু কৃষিনির্ভর অর্থনীতির ছবি বদলে এখন পরিষেবা ক্ষেত্রেও সমানভাবে অগ্রগতি হচ্ছে। ত্রিপুরা এগিয়ে চলেছে। এ-বিষয়ে তথ্য তুলে ধরে তিনি বলেন, ২০১৭-১৮ অর্থ বছরে পরিষেবা ক্ষেত্রে জিএসডিপি ছিল ১৯৬৩৫.২৯ কোটি টাকা। কিন্তু ত্রিপুরায় সরকার পরিবর্তন

☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

পরিকাঠামোগত উন্নয়নের ফলে ত্রিপুরা নতুন দিকে অগ্রসর হচ্ছে ঃ মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৪ আগস্ট।। কোন রাজ্যকে উন্নতির পথে নিয়ে যেতে হলে ঐ রাজ্যের অর্থনৈতিক উন্নয়ন কিভাবে করা যায় সেই পথ সুগম করতে হবে। বর্তমান সরকার সেই লক্ষ্যেই কাজ করছে। আজ সচিবালয়ে সিঙ্গেল উইণ্ডো অ্যাপ্রভাল বাই অল গভর্নমেন্ট এজেন্সিস অব ত্রিপুরা-র (SWAAGAT) ওয়েব পোর্টাল এর উদ্বোধন করে একথা বলেন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব। তিনি বলেন, এই পোর্টাল চালু হওয়ার ফলে শিল্পোদ্যোগীদের শিল্প স্থাপনের জন্য প্রয়োজনীয় বিভিন্ন অনুমতি ও লাইসেন্স এক জায়গা থেকে অনলাইনেই পাওয়া যাবে।

তিনি বলেন, এই ওয়েব পোর্টালের মাধ্যমে ১৬ টি দপ্তরের ৫২টি পরিষেবা অনলাইনেই পাওয়া যাবে। আগে শিল্প স্থাপনের জন্য অনুমতি পাওয়ার ক্ষেত্রে বিভিন্ন দপ্তরে যে জটিল ব্যবস্থা ছিল, তার অবসান হয়েছে এই পোর্টাল চালুর মধ্য দিয়ে। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ঘোষিত ত্রিপুরার হাইওয়ে, ইন্টারনেটওয়ে, রেলওয়ে এয়ারওয়ে অর্থাৎ হীরা এর সাথে ওয়াটারওয়ে কানেকটিভিটিও

☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

ছুটি

৭৪তম স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষ্যে শনিবার জাগরণ ও রেন্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস-এর সমস্ত কর্মীদের ছুটি। তাই রবিবার এই পত্রিকা প্রকাশিত হবে না।

কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী করোনা মুক্ত

নয়াদিল্লি, ১৪ আগস্ট (হি.স.)।। করোনা মুক্ত হলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। যাবতীয় জল্পনার অবসান ঘটিয়ে শুক্রবার কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী জানান, ‘‘আজ, আমার করোনার পরীক্ষার রিপোর্টটি নেগেটিভ এসেছে।’’ তবে আপাতত কিছুদিন বাড়িতেই বিশ্রাম নেবেন তিনি।

শুক্রবার পর পর টুইট করে নিজের করোনা মুক্ত হওয়ার খবর দেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। অমিত শাহ এদিন

☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

বাইকের পেছনে ধাক্কা মহিলাকে পিষে মারল ট্রাক, শিশু সহ আহত দুই

নিজস্ব প্রতিনিধি, চড়িলাম, ১৪ আগস্ট।। মর্মান্তিক পথ দুর্ঘটনায় এক মহিলার মৃত্যু হয়েছে। আগরতলা সুভাষ নগর এলাকার বাসিন্দা যোগেন্দ্র দাস স্ত্রী-সন্তান নিয়ে বেড়াতে গিয়ে দুর্ঘটনার কবলে পড়েন। তাঁর স্ত্রী পূজা পাল দাস(২২)-র ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয়েছে।

আজ সিপাহীজলা জেলায় বিশালগড় নৌকা ঘাট এলাকায় বাইকে চেপে স্ত্রী-সন্তানকে নিয়ে যাচ্ছিলেন আগরতলা সুভাষ নগরের বাসিন্দা যোগেন্দ্র দাস। পেছন থেকে একটি ট্রাক তাদের বাইকে ধাক্কা মারে। তাতে ওই মহিলা বাইক থেকে ছিটকে পড়লে ট্রাকটি তাকে চাপা দিয়ে পালিয়ে যায়। তাতে ঘটনাস্থলেই তার মৃত্যু হয়েছে। তিন বছর বয়সী ছেলে দ্বীপজয় দাস অল্পেতে বেঁচে গেছে। কারণ, বাইক নিয়ে রাস্তার একপাশে ছিটকে পড়েন যোগেন্দ্র দাস।

দুর্ঘটনার খবর পেয়ে দমকল বাহিনী ছুটে আসে। তাদের উদ্ধার করে বিশালগড় মহকুমা নিজে যাওয়া হয়। সেখানে চিকিৎসকরা পূজা পাল দাসকে মৃত বলে ঘোষণা দেন। ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

পণের দায়ে নির্যাতিতা গৃহবধূ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৪ আগস্ট।। বিয়ের মাত্র সাড়ে সাত মাসের মাথায় পণের দায়ে নির্যাতিত হয়ে হাসপাতালে চিকিৎসাধীন এক গৃহবধূ। নির্যাতিত গৃহবধূ নাম নাজমা বেগম। বাড়ি সোনামুড়া থানা এলাকার ওমরায় বড়পাথর এলাকায়। জানা যায় মাত্র সাড়ে সাত মাস আগে সামাজিক কোথায় বিয়ে হয়েছিল।বিয়ের কিছুদিন পর থেকেই স্বামী ও শ্বশুরবাড়ির লোকজন রা বাপের বাড়ি থেকে আরো টাকাপয়সা এনে দেওয়ার ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

CMYK

জাগরণ আগরতলা ◘ বর্ষ-৬৮ ◘ সংখ্যা ৩০২ ◘ ১৫ আগস্ট ২০২০ ইং ◘ ৩০ শ্রাবণ ◘ শনিবার ◘ ১৪২৭ বঙ্গাব্দ

চ্যালেঞ্জের মুখে স্বাধীনতা

স্বাধীনতাহীনতায় কে বাঁচিতে চায়? আজ ৭৪তম স্বাধীনতা দিবসে এই প্রশ্নটিই বোধহয় বড় হইয়া দেখা দিয়াছে। ১৯৪৭ সালে, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ক্ষত যখন পৃথিবীময়, যখন অর্থনৈতিক দিক দিয়া দূর্বল এই ভারতভূমি, তখনই পনেরই আগষ্ঠ দ্বিখন্ডিত স্বাধীনতা লাভের মধ্য দিয়া নতুন স্বপ্ন প্রশ্নের মুখে দাঁড়াইয়া যায়। আজ ৭৪ বছরেও সেই প্রশ্নের মিমাংসা হইল না। আজও বিদেশী বিতাড়নের আওয়াজ উঠে। এনআরসি নিয়া দেশ জুড়িয়া যে ক্ষোভ বিতর্ক চলিয়াছে করোনার থাবায় তাহা চাপা পড়িলেও তাহা তুষের আগুনের মতো জ্বলিতেছে। আমাদের স্বাধীনতার গর্ব তো ধুলায় লুটাইতে থাকে তখন, যখন লক্ষ লক্ষ বাঙালী বিদেশী তকমায় এক বিপজ্জনক জীবনের বাসিন্দা বনিয়া যায়। এই স্বাধীনতার বেদীমূলে আত্মাহুতি যাঁহারা দিয়াছেন তাঁহাদের মধ্যে বাঙালীর ভূমিকা ছিল বিশাল। অথচ স্বাধীনতা প্রাপ্তির পর পূর্ব পাকিস্তানের অধুনা বাংলাদেশে লক্ষ লক্ষ হিন্দু বাঙালীর জীবনে নামিয়া আসে অভিশাপ। দ্বিখন্ডিত স্বাধীনতার সময়ে রোপিত বিষবৃক্ষ আজ পল্লবিত হইয়াছে। যদিও কেন্দ্রের বিজেপি জোট সরকার নাগরিকত্ব সংশোধনী বিল পাশ করাইয়া হিন্দু বিদেশীদের ভারতের নাগরিকত্বের আইনী অনুমোদন দিয়াছেন। এই অনুমোদনে ছাড় পাইবেন হিন্দু ছাড়াও কয়েকটি সম্প্রদায়। এই আইনের বিরুদ্ধেও দেশব্যাপী বিক্ষোভ আন্দোলন আছড়াইয়া পড়ে। করোনা আক্রমণে বিধ্বস্ত দেশ, বিশ্ব। এই অবস্থায় অসহায় যন্ত্রণাকাতর মানুষ আজ পনেরই আগষ্টের খুশীতে উদ্বেল হইবে কিভাবে? একদিকে লক্ষ লক্ষ মানুষ স্বাধীনতার অভিশাপ মাথায় নিয়া মরিতে মরিতে বাঁচিয়া আছে। তাঁহাদের কাছে স্বাধীনতার মূল্য কি? তাহাই আজ বড় কথা।

গণতন্ত্রের জয়যাত্রা তো অনেক আগেই থামিয়া গিয়াছে। সত্যিকার অর্থে গণতন্ত্র যদি রক্ষা করা না যায় তাহা হইলে স্বাধীনতা অর্থহীন হইয়া পড়িবে। আজ সত্যিই কি স্বাধীনতা আছে? জনমতের প্রতিফলন ঘটিবার সুযোগ আছে? ভোটের বাক্সে জোর যাহার মুলুক তাহার অবস্থা যদি কায়েম হয় সেখানে স্বাধীনতার মূল্য থাকে? স্বাধীনতা দিবস দেশের নাগরিকরা ঘটা করিয়া পালন করিবারই কথা। এই উৎসব তো এখন সরকারী অনুষ্ঠানে পরিণত হইয়াছে। যে অনুষ্ঠানে সাধারণের উন্মাদনা থাকে না সেই অনুষ্ঠানে প্রাণ প্রতিষ্ঠা পায় না। এইভাবেই প্রাণহীন স্বাধীনতা দিবসের অনুষ্ঠান জনগণকে আন্দোলিত করে না। আজ আমরা হতাশ হই যখন দেখি ক্ষমতা দখলের জন্য কিভাবে জনমতকে পদদলিত করিয়া ঘোড়া কেনাবেচা হয়। আমরা তখন বিচলিত হই যখন দেখি গণতন্ত্রের প্রতিটি স্তম্ভ আজ আক্রান্ত। সংবাদপত্রের স্বাধীনতা আছে? প্রচার মাধ্যমের অধিকাংশই তো এখন ক্ষমতার পদপ্রান্তে আত্মসমর্পন করিয়াছে। প্রতিবাদী শক্তি দমনের নানা কৌশল চলিতেছে। এই আমাদের স্বাধীনতা? সুতরাং আজ ভাবিবার সময় আমাদের কষ্টার্জিত স্বাধীনতাকে আমরা রক্ষা করিতে পারিব কিনা।

আজ রাজ্যে রাজ্যে বিচ্ছিন্নতাবাদীদের আস্ফালনকেও খাটো করিয়া দেখিবার সুযোগ নাই। পৃথক রাজ্যের দাবী উঠিবার দুঃসাহসও দেখাইতে পারে কোনও কোনও রাজনৈতিক দল। স্বাধীন কাশ্মীরের ডাক দিয়াছিল পাকিস্তান পন্থীরা। সেখানে জম্মু ও কাশ্মীরে তথাকথিত বিচ্ছিন্নবাদীদের উৎপাত বাড়িতে থাকায় কেন্দ্রীয় সরকার এক বলিষ্ঠ পদক্ষেপ নিয়াছে। জম্মু ও কাশ্মীর পূর্ণ রাজ্য হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া কেন্দ্রীয় শাসিত রাজ্য হিসেবে ঘোষণা দিয়া বিচ্ছিন্নতাবাদীদের বিরুদ্ধে লড়াই কতখানি সাফল্য আনিবে তাহাই বড় কথা। ৩৭০ ধারা বিলোপ করিয়া জম্মু ও কাশ্মীরকে বিশেষ শ্রেণীর রাজ্যের মর্যাদা বাতিল করার ঘটনা যুক্তিযুক্ত। ভারতীয় নাগরিক মাত্রেই এক নীতি এক আইনের অধীন থাকাই সঙ্গত। আমরা বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্যের গান গাই। কিন্তু, সরকারী সুযোগ সুবিধার ক্ষেত্রে বৈচিত্র কাম্য হইতে পারে না। আমাদের আজকের স্বাধীনতা দিবস এমন সময়ই পালিত হইতেছে যখন গোটা বিশ্বই মুখ থুবরাইয়া আছে। করোনার আক্রমণে তছনছ অবস্থা। সামনে আসিতেছে প্রজাতন্ত্র দিবস। ১৯৪৯ সালের ২৬শে জানুয়ারী ভারতে নতুন সংবিধান চালু হয়। কায়েম হয় সাধারণতন্ত্র। করোনা কি পরিস্থিতিতে থাকিবে তাহাই দেখিবার বিষয়। তখনও করোনা আতংক মুক্ত হইবার সম্ভাবনা কম। স্বাধীনতা দিবস তখনই জনমনে উন্মাদনা আনিতে পারে যদি সাধারণ মানুষ নিজেদের অধিকারের সুরক্ষা পায়। প্রশ্ন আছে, স্বাধীনতাহীনতায় কে বাঁচিতে চায়? সুতরাং আজকের এই স্বাধীনতা দিবসে আমাদের স্বাধীনতা রক্ষায় আন্দোলন জারি রাখিতে হইবে। ক্ষমতাদর্পীদের কাছে গণ আত্মসমর্পণ স্বাধীনতা মূল্যহীন হইয়া পড়িবে। আর ইহাই হইবে চরম ঐতিহাসিক ব্যর্থতা।

অগ্নিযোগের সেই বিপ্লবী হেমচন্দ্র ঘোষ

স্বাধীনতা সংগ্রামী হেমচন্দ্র ঘোষ। বেঙ্গল ভলেন্টিয়ার্সের অন্যতম পৃষ্ঠপোষক। উনার ভাষায় ' তিনি স্বামিজীকে দেখেছেন। বহুবার কথাবার্তা হয়েছে।স্বামিজী তাকে অনুপ্রাণিত করেছেন।বারবার বলেছেন দেশমাতৃকার শৃঙ্খলমুক্তির জন্য। স্বামিজী যখন বাংলাদেশ সফরে যান তখনই তাঁর সাথে দেখা হয়েছে,বহু কথা হয়েছে।হেমচন্দ্রের ভাষায় স্বামিজী তাঁদের উদ্দীপিত করেছেন। অগ্নিযুগের সেই বিপ্লবী হেমচন্দ্র ঘোষ এমন কিছু কথা বলেছেন বা উক্তি করেছেন যা গভীর তাৎপর্য বহন করে।তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করেছেন,তাঁর সাক্ষাকার নিয়েছেন রামকৃষ্ণ মঠমিশনের মহারাজ স্বামী পূর্নাত্মানন্দ। একবার নয়,পাঁচ পাঁচবার।এই সাক্ষাৎকার বানীবদ্ধ রয়েছে।পূর্নাত্মানন্দ এখন রয়েছেন ঢাকায়। বাংলাদেশ মঠ মিশনের প্রেসিডেন্ট।

বলছিলাম বিপ্লবী হেমচন্দ্র ঘোষের কথা। 'স্বামী বিবেকানন্দ ও ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম' পুস্তকে হেমচন্দ্র ঘোষ একটি নিবন্ধে লিখেছেন " 'ঘরে বাইরে' ও 'চার অধ্যায়' উপন্যাস স্বদেশী আন্দোলনের ভীষন ক্ষতি করেছে।'ঘরে বাইরে তে বিপ্লব আন্দোলনের প্রতিনিধি সন্দীপ একটি লম্পট। হেমচন্দ্র ঘোষ লিখেছেন রবীন্দ্রনাথকে অনেকে বলেন জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের একজন মহান অনুপ্রেরনাদাতা।কিন্তু আমি মনে করি - না তা নয়। বিপ্লবপনীদের কারো কারো পদস্খলন হয়েছিল হয়তো। কিন্তু সেকি খুব অস্বাভাবিক?

হাজার হাজার লোক যেখানে যুক্ত সেখানে কিছু কিছু কুলাঙ্গার তো থাকবেই।বরং এটাই স্বাভাবিক। তাই বলেযে অসাধারণ আত্মত্যাগ, দেশপ্রেম ও সাহস দেখিয়েছেন সেটা তো মিথ্যে নয়।সেই দিকগুলিতো রবীন্দ্রনাথের চোখে পড়েনি।পড়েছে শুধু পঙ্কিল দিকটা। সন্দীপের মতো এক লম্পটকে উনি স্বদেশী আন্দোলনের প্রতিভূ হিসাবে অঙ্কিত করে আন্দোলনের প্রতি অত্যন্ত অসহিষুতার পরিচয় দিয়েছেন; তা করে রবীন্দ্রনাথ ঘোরতর অবিচার করেছেন হাজার হাজার অমর আত্মার শৌর্য ,বীর্য,আত্মত্যাগ এবং স্বদেশপ্রেমের প্রতি। চার অধ্যায় উপন্যাসে ও বিপ্লববাদের একটি কালিমাময় চিত্র দেখিয়েছেন রবীন্দ্রনাথ।এখানেও রবীন্দ্রনাথ স্বদেশী আন্দোলনের প্রতি সহানুভূতিহীন। এ প্রসঙ্গে হেমচন্দ্র ঘোষ বলছেন' আমরা দেখেছি,পুলিশ স্বত:প্রনোদিত হয়ে কারাবন্দী বিপ্লবীদের সেলের মধ্যেঘড়ে বাইরে,চার অধ্যায় পড়ার জন্যে দিয়েছে।কিন্তু পথের দাবী দেয়া হয়নি।বরং রাজদ্রোহিতার অভিযোগে নিষিদ্ধ করা হয়েছিল। পথের দাবী নিষিদ্ধ করা হলে শরৎচন্দ্র এর প্রতিবাদ করার জন্য রবীন্দ্রনাথ কে অনুরোধ করেছিলেন। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ যে উওর দিয়েছিলেন তা সহানুভূতিহীনত ই। অনেকে বলতেই পারেন রবীন্দ্রনাথ তো জালিয়ান ওয়ালাবাগ হত্যাকান্ডের প্রতিবাদে নাইট উপাধি বর্জন করেছিলেন।তবে কেন তিনি উপাধি বর্জন করেছিলেন?

শরৎচন্দ্রের পথের দাবী কিন্তু এক অনন্য উপন্যাস।যা স্বাধীনতা সংগ্রামীদের উদ্দীপিত করেছিল।সব্যসাচী তারই প্রতীক। হেমচন্দ্র ঘোষের সাথে আলোচনা করেই শরৎচন্দ্র পথের দাবী লিখেছেন। আমেরিকায় স্বামিজীর জয়জয়কার ভারতে অনুকূল প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে।এরমধ্যদিয়ে ভারতবর্ষ নিজেকে নুতনভাবে আবিষ্কার করে। স্বামিজী ঢাকায় বলেছিলেন ' ভারতের উপর দিয়ে বহু বিপর্যয়গিয়েছে।ভাযত বারবার আক্রান্তহয়েছে।কিন্তু তবু ভারত বেঁচে আছে। ভারতবর্ষ চিরকাল থাকবে।কারন ভারতের জীবনীশক্তি ধর্ম এবং আধ্যাতিকতা।আধ্যাত্মিকতা বিধৃত উপনিষদ,গীতা,মহাভারত ও ছয়ের পাতা দেখুন

বেঙ্গালুরুকে কে জ্বালালো

রবীন্দ্র কিশোর সিনহা

ভারতের তথ্যপ্রযুক্তি শহর বেঙ্গালুরুর কিছু এলাকায় গত মঙ্গলবার সামান্য বিষয়ে যেভাবে সাম্প্রদায়িক হিংসায় উস্কানি দেওয়া হয়েছে, ওই হিংসাত্মক ঘটনার দোষীরা যাতে বাঁচতে না পারে, তা নিশ্চিত করতে হবে সরকারকে। তাদের বিরুদ্ধে কঠোর থেকে কঠোরতম ব্যবস্থা গ্রহণ করা উচিত যাতে ভবিষ্যতে কেউ এই ধরনের হিংসা করার কথা ভাবতেও না পারে। বেঙ্গালুরু হিংসায় কিছু নিরপরাধ মানুষের মৃত্যু হয়েছে, নির্দোষ মানুষ আহত হয়েছেন, সরকারি সম্পত্তির ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল, সমগ্র বিশ্বে এই হিংসা সম্পর্কে ভুল বার্তা গিয়েছে। বেঙ্গালুরুতে লক্ষ লক্ষ বিদেশি পেশাদার থাকেন। একটু ভেবে দেখুন, বেঙ্গালুরুতে এই হিংসার কারণে তাঁদের এবং তাঁদের পরিবারের মনে কেমন ধারণা তৈরি হয়েছে। বেঙ্গালুরুর মতো আধুনিক শহরে দুষ্কৃতীরা গাড়িতে আগুন ধরিয়ে দিয়েছে, এমনকি এটিএম-এ ভাঙচুর চালিয়েছে। কংগ্রেস বিধায়কের বাড়িতেও তারা হামলা চালিয়েছে। আসলে কংগ্রেসের বিধায়ক অখণ্ড শ্রীনিবাস মূর্তির একজন আত্মীয় নবী মহম্মদ সম্পর্কে সোশ্যাল মিডিয়ায় আপত্তিজনক মন্তব্য পোস্ট করেছিলেন, এর পরই পরিকল্পনামাফিক হিংসা শুরু হয়। প্রশ্ন হল, তাহলে কী ভারতে কোনও বিষয়ে বিরোধিতার জন্য হিংসার পথই বেছে নেওয়া হবে? বিতর্কিত পোস্টের জন্য সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির বিরুদ্ধে পুলিশি ব্যবস্থা নেওয়া যেতেই পারত। আইন নিজেদের হাতে তুলে নেওয়ার অধিকার কারও নেই। বেঙ্গালুরুর সাম্প্রতিক ঘটনা এটাই জানান দিচ্ছে যে, ভারয়ে ধর্মীয় ভাবাবেগ ভয়ঙ্কর রূপ নিয়েছে। নিজেদের কট্টর মুসলমান দাবি করা মানুষজন কথায় কথায় রাস্তায় নেমে পড়েছেন। ধর্মের নামে হিংসা ছড়াচ্ছেন তারা। ইসলামিক কট্টরপন্থীদের আচরণ সম্পর্কে ধর্মনিরপেক্ষবাদীরা নীরব, যা আরও ভীতিজনক। তাঁরা আচমকাই লুকিয়ে পড়েছেন। কট্টরপন্থীরা যেভাবে হিংসা ছড়িয়েছেন, তা কী নিন্দা করা উচিত নয়? বেঙ্গালুরুতে কট্টরপন্থীরা নিন্দার নামে গরিব বস্তিতে বসবাসকারী সাধারণ মুসলমানদের উস্কানি দিয়েছে। ফলে ক্ষুব্ধ জনতা ব্যাপক ভাঙচুর করেছে। পুলিশ মধ্যস্থতা করলে পুলিশ কর্মীদের উপরও হামলা চালানো হয়। হিংসাত্মক ঘটনায় আহত হয়েছেন ৬০ জন পুলিশ কর্মী। এটা সত্যিই উদ্বেগের বিষয়। ধর্মনিরপেক্ষ মানুষজন এবার বলুন আপনারা কেন চুপ করে আছেন? এই তথাকথিত বামপন্থীদের কারণে, এই সমস্ত মানুষজনকে লজ্জিত হতে হয়, যাঁরা সংখ্যাগরিষ্ঠ ও সংখ্যালঘু চিন্তাভাবনা নিয়ে লড়াই করেন। এরা সত্যিই নির্লজ্জ। মনে রাখুন তোষনের রাজনীতি খুব শীঘ্রই শেষ হবে না, কারণ কিছু স্বার্থপর রাজনীতিবিদরা এটিকে কাজে লাগান। যতক্ষন না পর্যন্ত কঠোর আইন আসবে এবং তোষনের বিরুদ্ধে সমস্ত বিরোধী দলগুলি মুখ খুলবে, ততক্ষণ বেঙ্গালুরুর মতো হিংসা হতেই থাকবে। দেশের মুসলমানদের একটি অংশও এখান তালিবানি চিন্তাভাবনা নিয়ে ভাবছে। সম্প্রতি রাম মন্দিরের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপনের সময় তারা প্রকাশ্যেই বলেছিল, সময় আসলে আমরা সেখানে ফের মসজিদ তৈরি করব। একটু ভাবুন রাম মন্দির এখনও তৈরি হয়নি, এরই মধ্যে মন্দির ভেঙে ফেলার এবং বোমা দিয়ে উড়িয়ে দেওয়ার হুমকি দেওয়া হচ্ছে। এটা কী গণতন্ত্র? তথাকথিত লুটিয়েন গ্যাং এখন কেন নীরব? লেখকরা এখন কেন নিজেদের পুরস্কার ফিরিয়ে দিচ্ছেন না অথবা মোমবাতি মিছিল করছেন না? নির্লজ্জ বুদ্ধিজীবীরা শুধুমাত্র কী দেশকে অপমানিত করার কাজ করে চলেছে? কিন্তু কতদিন?

মনে রাখবেন নিজেদের আরাধ্য দেবতার অপমান কেউ সহ্য করতে পারে না। কিন্তু কেন এমনটা করেন? এটা তাঁদের সমস্যা। নিজেদের রসুলের স্বার্থে কোনও কিছু তারা বরদাস্ত করেন না। এজন্য তারা নিজেদের জীবন দেবেন অথবা অন্যদের প্রাণও কেড়ে নেবেন। সরকার ও আইনের পরোয়া করেন না তারা। নিজেদের রসুলকে ভগবানের থেকেও বেশি ভালোবাসেন তারা। কাউকে ভালোবেসে তারা যদি ফুলও দেয়, তাহলে বলবে আমি আল্লাহ ও রসুলের পর আপনাকে ভালোবাসি। কারও পরোয়া করে না তারা। ভালো আলোচনা তারা বরদাস্ত করতে পারে না। শিক্ষা, কর্মসংস্থানের দাবিতে তারা কখনও রাস্তায় নামে না। কিন্তু, ধর্মের নামে আগুন ধরিয়ে দিতে প্রস্তুত।

যাইহোক, বেঙ্গালুরুতে যারা দাঙ্গায় উস্কানি দিয়েছে তাদের কোনও পরিস্থিতিতে ছেড়ে দেওয়া উচিত নয়। তাদের চিহ্নিত করে কঠোর শাস্তি দেওয়া উচিত। দাঙ্গা ও হিংসার কারণে দেশের স্বচ্ছ ভাবমূর্তিতে দাগ লেগে গিয়েছে। প্রমাণ মিলছে যে, বেঙ্গালুরুতে পরিকল্পনামাফিক হিংসা চালানো হয়েছে। তা নাহলে এত দ্রুত কীভাবে দাঙ্গা বড় আকার ধারণ করতে পারে। বেঙ্গালুরুতে সমস্ত ধর্মের মানুষ একসঙ্গে থাকেন। আচমকা এই সুখের বাতাবরণে কে নজর দিল? বেঙ্গালুরু পুলিশকে অবশ্যই প্রশংসা করতে হবে, অন্যত্র হিংসা ছড়িয়ে যেতে দেননি তাঁরা। এটা পুলিশের বড় সাফল্য। দাঙ্গাকারীদের দ্রুত চিহ্নিত করতে হবে এবং উচিত শিক্ষা দিতে হবে। (লেখক প্রবীণ সম্পাদক, কলামিস্ট এবং প্রাক্তন সাংসদ)

করোনা চিকিৎসার নামে মোটা টাকা আদায়, নীরব বুদ্ধিজীবীরা

শুভঙ্কর দাস

করোনার মারণ দৌরাত্ম্যে জেরবার পশ্চিমবঙ্গবাসী। প্রতিদিন লাফিয়ে বাড়ছে আক্রান্তের সংখ্যা। সরকারি হাসপাতালের শয্যা সংখ্যা এখন অপ্রতুল। ফলে বাধ্য হয়ে মানুষ বেসরকারি নার্সিংহোমের দ্বারস্থ হয়ে চলেছে। কিন্তু মানুষের অসহায়ত্বের সুযোগ নিয়ে শহর কলকাতার একাধিক নার্সিংহোম রোগীর পরিজনদের কাছ থেকে চিকিৎসা খরচের নাম করে মোটা টাকা আদায় করে চলেছে। বিলের গণ্ডি বেড়ে দাঁড়াচ্ছে দশ থেকে চোদ্দ লাখ টাকা। এত বিপুল পরিমাণ বিলের অর্থ জোগাড় করতে গিয়ে মানুষ সর্বস্বান্ত হয়ে পড়ছে। তার চোখের জলের আর্তনাদ শুনেও পাশে কেউ দাঁড়াচ্ছে না। পশ্চিমবঙ্গ ছাড়াও দেশের সর্বত্র একই দৃশ্য দেখা যাচ্ছে। মহামারীর সামনে দাঁড়িয়ে মানবিকতার চূড়ান্ত অবক্ষয় ও সুশীল সমাজের নীরবতা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। আজ থেকে একশো বা দেড়শ বছর পর এই অমানবিকতার নজির পড়ে ভবিষ্যৎ প্রজন্ম এই সময়ের কর্তাব্যক্তিদের ক্ষমা করবে না।

অত্যাধিক বিলের নাম করে বেসরকারি নার্সিংহোমগুলি রোগী পরিজনদের সর্বস্বান্ত করার প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে বিশিষ্ট মানবাধিকার কর্মী রঞ্জিত সুর জানিয়েছেন, সংবিধানে বর্ণিত মৌলিক অধিকারের মধ্যেই স্বাস্থ্য তথা চিকিৎসা পরিষেবা পাওয়াটা জনগণের নাগরিক অধিকারের মধ্যে পড়ে। কিন্তু বর্তমান সময় এই মৌলিক অধিকার লঙ্ঘিত হচ্ছে। মানুষ ঘরবাড়ি বিক্রি করে মোটা টাকার বিনিময়ে চিকিৎসা পরিষেবা নিতে বাধ্য হচ্ছে। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা হু কয়েক মাস আগেই করোনাকে মহামারী হিসেবে ঘোষণা করেছিল। ফলে করোনা থেকে দেশবাসীকে মুক্ত করার দায়িত্ব রাষ্ট্রের। করোনার যাবতীয় চিকিৎসা বিনামূল্যে হওয়া উচিত। অ্যাসোসিয়েশনের নাম করে বেসরকারি নার্সিংহোমগুলি সিন্ডিকেট রাজ চালাচ্ছে। চিকিৎসা খাতে যে অর্থ তারা চাইবে সেই অর্থই দিতে বাধ্য রোগীর পরিজনরা। মানবাধিকার লঙ্ঘনের চরম নিদর্শন এটি। এই বিষয়ে বুদ্ধিজীবীদের নীরবতা বেদনাদায়ক। সমাজের বৃহত্তর অংশের বুদ্ধিজীবীদের উচিত গণস্বাক্ষর ও বিভিন্ন গণতান্ত্রিক আন্দোলনের মধ্য দিয়ে প্রশাসনের ওপর চাপ সৃষ্টি করা। শুধুমাত্র একাধিক বেসরকারী হাসপাতাল নয় রাজ্যের প্রথম শ্রেণীর কুড়িটি বেসরকারি নার্সিংহোম করোনা রোগীর চিকিৎসা খাতে বিপুল পরিমাণ অর্থ আদায় করছে। অবিলম্বে এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদে সরব না হলে ইতিহাস ক্ষমা করবে না। ভবিষ্যৎ প্রজন্ম আমাদেরকে নিয়ে উপহাস করবে।

বিভিন্ন জাতীয় তথা আন্তর্জাতিক ইস্যুতে শহর কলকাতার রাজপথে গর্জে ওঠে বুদ্ধিজীবীর দল। এমনকি সামাজিক মাধ্যমে লেখালেখির মধ্যে দিয়েও নিজেদের প্রতিবাদ জানায় তারা। কিন্তু বেসরকারি চিকিৎসা পরিষেবায় রোগীর পরিজনদের থেকে বিপুল পরিমাণ অর্থ আদায় করার বিরুদ্ধে সর্বদা নীরব থেকেছে বুদ্ধিজীবীরা। বুদ্ধিজীবীদের নীরবতা প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে অভিনেতা তথা সমাজসচেতক বাদশা মৈত্র জানিয়েছেন, করোনার বিরুদ্ধে এই সামাজিক লড়াইটা মানুষকে নিয়েই করতে হবে। সমাজের সকল স্তরের মানুষকে সামিল করতে হবে। বেসরকারি হাসপাতালে চিকিৎসা খরচ ছাড়াও মানুষের অসহায়ত্বের সুযোগ নিয়ে অ্যাম্বুলেন্স মাত্রাতিরিক্ত টাকা চাইছে। মানুষের অসহায়ত্বের সুযোগ নিয়ে এটা হয়ে চলেছে। ফলে বুদ্ধিজীবীদের নীরবতা কাম্য কোনোভাবেই মেনে নেওয়া যায় না। তাদের এগিয়ে এসে সক্রিয় হওয়া উচিত ছিল। তারা প্রশাসনকে অন্তত বাস্তবিক পরিস্থিতি নিয়ে অবগত করাতে পারতো। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের যে পরিমাণ মন্ত্রী রয়েছে তা দিয়ে প্রতিটি করোনা হাসপাতালের সামনে মন্ত্রীদের একটা করে ডেস্ক বসানো উচিত। চিকিৎসা ব্যবস্থাকে যতদিন পণ্য হিসেবে দেখা হবে ততদিন পর্যন্ত এই অবক্ষয় সাক্ষী থাকতে হবে সমাজকে। স্পেন যেভাবে গোটা চিকিৎসা ব্যবস্থাকে রাষ্ট্রায়ত্তকরণ করেছে। সেটা ভারতে হতে পারত। বেসরকারী হাসপাতালগুলির উপর মনিটরিং বা নজরদারি চালানো একান্ত ভাবে প্রয়োজন। সার্ভিসেস অফ ডক্টরস ফোরামের সাধারণ সম্পাদক ডাঃ সজল বিশ্বাস জানিয়েছেন, বেসরকারি হাসপাতালে চিকিৎসার খরচ নিয়ন্ত্রণ করার জন্য আগেই রাজ্য সরকারকে স্মারকলিপি দেওয়া হয়েছিল। সরকার এগিয়ে না আসলে এই পরিস্থিতি থেকে নিষ্কৃতি পাওয়া যাবে না। পাশাপাশি বিভিন্ন সরকারি হাসপাতালগুলোতে শয্যা সংখ্যা এবং পরিকাঠামো বৃদ্ধি করতে হবে। তা হলেই বেসরকারি স্বাস্থ্য পরিষেবার ওপর নির্ভরতা কমবে। উল্লেখযোগ্য ইতালি এবং স্পেনে করোনা পরিস্থিতি একটা সময় ভয়াবহ আকার ধারণ করেছিল কিন্তু সেখানে প্রশাসনিক সদিচ্ছার ফলে করোনা আক্রান্তে হওয়ার প্রবণতা এখন নিম্নমুখী। কিন্তু ভারতে পরিস্থিতি ক্রমশ মর্মান্তিক আকার ধারণ করছে। প্রত্যেকদিন নতুন করে আক্রান্ত হচ্ছে ৬০ হাজারেরও বেশি মানুষ। এই তীব্র সংকট প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে বিশিষ্ট কবি ও চিন্তাবিদ মন্দাক্রান্তা সেন জানিয়েছেন, করোনার পাশাপাশি অমানবিকতার মহামারীতে ছেয়ে গিয়েছে চারিদিকে। এমন পরিস্থিতিতে দাঁড়িয়ে বেসরকারি নাসিংহোমগুলির উচিত রোগীদের থেকে চিকিৎসার খরচ বাবদ ন্যায্য দাম নেওয়া। বর্তমান সময় যেটা হয়ে চলেছে তা বেসরকারিকরণের কুফল ছাড়া আর কিছু নয়। কিন্তু চিকিৎসার খরচের নামে বিপুল পরিমাণ অর্থ চেয়ে বসলে মানুষ ভয় পেয়ে চিকিৎসা করাবে না। মনে রাখতে হবে ডা: ফুয়াদ হালিমের মতো চিকিৎসক এই সংকটের মধ্যেও ৪০ টাকায় গরিব মানুষের ডায়ালিসিস করিয়েছিলেন।

প্রসঙ্গত কবি শক্তি চট্টোপাধ্যায় তার কবিতা লিখেছিলেন মানুষ বড় কাঁদছে, তুমি মানুষ হয়ে পাশে দাঁড়াও। কিন্তু মানুষের এই কান্নার সুযোগ নিয়েই বর্তমান সমাজ তাকে লুটেপুটে খাচ্ছে। একদিক দিয়ে তীব্র আর্থিক অনটন অন্যদিকে করোনার করালগ্রাসের মাঝে পড়ে মানুষের জীবন দুর্বিষহ হয়ে উঠেছে। জীবনধারণের খরচ ছাড়াও চিকিৎসার খরচের বোঝা টানতে গিয়ে আজ সে কার্যত সর্বহারা। রাজনীতিবিদ থেকে শুরু করে সরকারি কর্তা ব্যক্তিরা তারা অনায়াসেই বাইপাসের ধার সহ নামকরা বেসরকারি নার্সিংহোমে গিয়ে ভর্তি হোন। মোটা টাকা বিল মেটানোর ক্ষমতা তাদের রয়েছে। তিনি সিংহভাগ সাধারণ মানুষ চিকিৎসার খরচ বহন করতে গিয়ে কার্যত দিশেহারা। সে নিরুপায়। জীবনধারণের অতি গুরুত্বপূর্ণ এই উপাদান থেকে যদি সিংহভাগ মানুষকে বঞ্চিত করা হয় তবে আগামীর ইতিহাস এই সময় ও সমাজকে কোনদিনও ক্ষমা করবে না।

উইঘুরে মুসলিমদের উপর অত্যাচার চললে, চিনের বিরুদ্ধে ফুঁসবে বাংলাদেশও : মিছবাহুর রহমান চৌধুরী

কিশোর সরকার

ঢাকা, ১৪ আগস্ট (হি.স.): পৃথিবীর ''নরক'' হিসেবে পরিচিতি পেয়েছে চিনের জিনজিয়াং প্রদেশের উইঘুর। চিনের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলীয় জিনজিয়াং প্রদেশের উইঘুরে সংখ্যালঘু মুসলিমদের উপর কমিউনিস্ট সরকারের দমন-পীড়ন রীতিমতো চরমে পৌঁছেছে। উইঘুরে প্রায় দু'কোটি মুসলিমদের মধ্যে প্রায় ২০ লক্ষেরও বেশি মানুষকে ''সাংস্কৃতিক বিপ্লব''-এর নামে বন্দি করে শুকরের মাংস-সহ হারাম খাবার খেতে বাধ্য করা হচ্ছে। রোজা পালন, নামাজ পাঠ এমনকি বাড়িতে পবিত্র কোরানসরিফ রাখলে জেল জরিমানা ছাড়াও ধর্ম পালনের উপর বিধিনিষেধ রয়েছে চিনের উইঘুরে। শিশুদের মাতৃভাষার পরিবর্তে ম্যান্ডারিন তথা চিনা ভাষা শিখতে বাধ্য করা হচ্ছে। উইঘুরদের ধর্ম ও সংস্কৃতির উপর গায়ের জোরে কমিউনিজম চাপিয়ে দেওয়ার লক্ষ্যে তাদের ধর্মীয় শিক্ষা নিষিদ্ধ করা হয়েছে। মসজিদ-মাদ্রাসা-মক্তব ভেঙে গুঁড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। ১৯৪৯ সালে জিনজিয়াংয়ের উইঘুরে মুসলিমদের সংখ্যা ছিল ৯৫ শতাংশ, ১৯৮০ সালের মধ্যেই তা ৫৫ শতাংশে নেমে আসে। বর্তমানে নিজেদের ভূখণ্ড উইঘুরে মুসলিমদের হার প্রায় ৪৬ শতাংশ। এ সবের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ শুরু করলে চিনের রাষ্ট্রীয় বাহিনীর সহায়তায় হাজার হাজার নিরীহ মানুষকে হত্যা করা হয়।

চিনের প্রেসিডেন্ট শি জিনপিং মুসলিমদের প্রতি 'বিন্দুমাত্র দয়া-মায়া না দেখানোর' জন্য চিনা কর্মকর্তাদের নির্দেশ দিয়েছেন। যা অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল-এর রিপোর্টে ও আন্তর্জাতিক গণমাধ্যমে এসেছে। এ ব্যাপারে বাংলাদেশের ইসলামিক দলগুলি-সহ মুসলিম বিশ্ব নীরব। উইঘুরে সংখ্যালঘু মুসলিমদের প্রতি অত্যাচার-সহ সামগ্রিক বিষয়ে বহুভাষী সংবাদ সংস্থা হিন্দুস্থান সমাচার-এর সঙ্গে কথা বললেন বাংলাদেশ ইসলামি ঐক্য জোটের চেয়ারম্যান ও ইসলামিক ফাউন্ডেশনের গভর্নর আলহাজ্ব মিছবাহুর রহমান চৌধুরী। ভারতের ভূয়সী প্রসংশা করে তিনি বলেন, বিশ্বের সবচেয়ে বেশি মুসলিম ভারতে। প্রায় ৩০ কোটি মুসলিম সেখানে বসবাস করে। ভারত একটি ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র। তাই ভারত-সহ বিশ্বের মানবতাবাদী মানুষের কাছে আবেদন করছি, তাঁরা যাতে উইঘুরে মুসলিমদের চিনের কমিউনিস্ট শাসকদের নির্যাতনের হাত থেকে রক্ষায় এগিয়ে আসেন। তাঁর কথায়, চিন এভাবে উইঘুরে মুসলমানদের উপরে অত্যাচার চালাতে থাকলে বাংলাদেশের মুসলিমরাও একসময় চিনের বিরুদ্ধে ফুঁসে উঠবে। এতে ঝুঁকির মুখে পড়তে পারে বাংলাদেশে চিনের বিনিয়োগ।

হিন্দুস্থান সমাচার: বাংলাদেশে সোনাদিয়ার গভীর সমুদ্রবন্দর নির্মাণে চিনের বিনিয়োগের আগ্রহকে কেমনভাবে দেখছেন?

মিছবাহুর রহমান: বাংলাদেশকে ঋণের জালে ফাঁসিয়ে শ্রীলঙ্কা বানাতে চাইছে চিন। বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্পে তিন থেকে চারগুণের বেশি ইন্টারেষ্ট নিয়ে ঋণ দিচ্ছে। এছাড়া ভারতকে নিয়ন্ত্রণ করতে গুরুত্বপূর্ণ সমুদ্র ও বিমান বন্দর নির্মাণে করতে চাইছে বাংলাদেশে। ভারতের সঙ্গে আমাদের বৈরী সম্পর্ক সৃষ্টি করতে চাইছে। ইতিমধ্যে সিলেটের ওসমানী আন্তর্জাতিক বিমান বন্দরের কাজ চিনকে দেওয়া হয়েছে। গভীর সমুদ্রবন্দর চিনকে দেওয়া হলে এটা হবে একটি আত্মঘাতী সিদ্ধান্ত। কারণ ১৯৭১ সালে বাঙালিরা স্বাধীনতা সংগ্রামে মিত্র বাহিনী হিসেবে ভারতীয় সৈন্য সরাসরি যুদ্ধে অংশগ্রণ করে রক্ত দিয়েছে। এছাড়া মুক্তি যোদ্ধাদের অস্ত্র, প্রশিক্ষণ ও আন্তর্জাতিক মহলের সমর্থন আদায়ের জন্য ভারত কূটনৈতিক প্রচেষ্টা চালিয়েছে। শুধু তাই নয় এক'কোটি শরনার্থীকে আশ্রয় দিয়েছে। তাই ভারতের কাছে আমাদের রক্তের ঋণ রয়েছে। তাই শত্রু-মিত্র হিসেব করে কাজ করতে হবে। ভারতের শত্রুর সঙ্গে হাত মেলানোটা হবে বেইমানি।

হিন্দুস্থান সমাচার: ১৯৭১ সালের গণহত্যার জন্য পাকিস্তানের পাশাপাশি চিনকে ক্ষমা চাওয়ার দাবি জানাবেন কীনা?

মিছবাহুর রহমান: অবশ্যই। ১৯৭১ সালে বাংলাদেশে গণহত্যা চালানোর জন্য পাকিস্তানের পাশাপাশি চিনকে ক্ষমা চাওয়ার দাবি জানাই আমরা। কারণ চিনও সমান অপরাধী। ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের মুক্তিকামী মানুষকে হত্যার জন্য পাকিস্তান সেনাদের গোবারুদল-সহ সামরিক সরঞ্জাম দিয়েছে চিন। চিনের দেওয়া গোলায় বাংলার ৩০ লক্ষ মুক্তিকামী মানুষ শহিদ হয়েছে। পাকিস্তানের পক্ষে বাংলাদেশের মানুষকে হত্যার সমর্থন করেছে চিন। এমনকি জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে হত্যার আগে পর্যন্ত তারা বাংলাদেশকে স্বীকৃতি পর্যন্ত দেয়নি। তাই উন্নয়নের কথা যেভাবে ভাবতে হবে তেমনি ইতিহাসের কথাও আমাদের মনে রাখতে হবে।

হিন্দুস্থান সমাচার: জামাতে ইসলামি বাংলাদেশ, জামাতে ইসলামি হিন্দুস্থান (হিন্দ) ও জামাতে ইসলামি পাকিস্তানকে কোনভাবে দেখছেন?

মিছবাহুর রহমান: এরা কেউ প্রকৃত ইসলামিক দল নয়। মূলত ১৯৪২ সালে মাওলানা মওদুদীকে দিয়ে বৃটিশরা ভারতকে স্বাধীনতা না দেওয়ার জন্য জামাত তৈরি করেছিল। তখন বলা হয়েছিল বৃটিশদের হাত থেকে ভারতকে সরাসরি ইসলামিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করতে হবে। না হলে বৃটিশদের বিরুদ্ধে আন্দোলন চলবে। এরা আসলে ইসলামকে নিজেদের রাজনৈতিক হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করে। বৃটিশ বিরোধী আন্দোলনকারীদের মধ্যে বিদ্বেষ সৃষ্টি করে ভারতের স্বাধীনতা ঠেকিয়ে রাখার চেষ্টা করেছিল। তিনি বলেন, ১৯৭৪ সালে বিশ্বের বিভিন্ন দেশ থেকে একটি করে ইয়ুথ মুসলিম টিম সৌদি আরবের বাদশা ফয়সাল নিয়েছিলেন। বাংলাদেশ থেকে যে টিম গিয়েছিল সেই টিমে আমারও যাওয়ার সৌভাগ্য হয়েছিল। আর সৌভাগ্যবশত বাদশা ফয়সালের সঙ্গে আমাদের ইয়ুথ গ্রুপের দেখা করার সময় বাংলাদেশের জামাতের আমির যুদ্ধাপরাধী গোলাম আজম একই হয়। তখন গোলাম আজম আমাদের সামনেই বাদশা ফয়সালকে বলেন, ১৯৭১ সালের স্বাধীনতা সংগ্রামের সময় মুক্তিযোদ্ধারা বাংলাদেশের সকল মসজিদ, মাদ্রাসা, মকতব পুড়িয়ে দিয়েছে। তাই সেই পুড়িয়ে দেওয়া মসজিদ, মাদ্রাসা, মকতব নতুন করে তৈরি করার জন্য টাকা দরকার। আমরা তখন প্রতিবাদ করে বলি, গোলাম আজমের কথা সত্যি নয়। কিন্তু বাদশা ফয়সাল গোলাম আজমের কথা বিশ্বাস করেই অনেক টাকা দিয়েছিল। এভাবে গোটা মধ্যপ্রাচ্য থেকে ইসলামের নামে মিথ্যা বলে হাজার হাজার কোটি টাকা এনেছে এই জামাতিরা। আসলে এরা এই তিনটি রাষ্ট্রেই জঙ্গিবাদ সৃষ্টি ছাড়া ইসলাম প্রচারের জন্য কিছুই করেনি। বাংলাদেশে যে সিরিয়াল বোমা হামলা হয়েছে তাতেও জামাত ইসলামের হাত ছিল। এসব কথা প্রকাশ্যে বলার কারণে আমাকে মেরে ফেলতে চাইছে জামাত। তাই মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আমার জন্য বিশেষ পুলিশি নিরাপত্তার ব্যবস্থা করেছেন।

হিন্দুস্থান সমাচার: চিন উইঘুরে মুসলিমদের নির্যাতন চালাচ্ছে, অপরদিকে পাকিস্তান-সহ ইসলামি দেশগুলির সঙ্গে সম্পর্ক বাড়াচ্ছে, এটাকে কোনভাবে দেখছেন?

মিছবাহুর রহমান: চিন মুসলিক দেশগুলির সঙ্গে সাপ-লুডু খেলার মতো খেলছে। একদিকে নিজের দেশের শান্তিকামী মুসলিমদের নির্যাতন করছে। তাদের ধর্ম পালনে বাঁধা দিচ্ছে। আরাকানে চিনা ইন্ডষ্ট্রিয়াল জোন করার জন্য মায়ানমারকে দিয়ে রোহিঙ্গা মুসলমানদের জন্মভূমি থেকে বিতারিত করিয়েছে। অথচ চিন চাইলেই মায়ানমার থেকে লক্ষ লক্ষ রোহিঙ্গা মুসলমানদের জন্মভূমি ছাড়তে হত না। এখন আবার আইএসআই-এর মাধ্যমে টেকনাফ-সহ বাংলাদেশের পাহাড়ী অঞ্চল ও মায়ানমারের আরাকানে জঙ্গিবাদ সৃষ্টির চেষ্টা চালাচ্ছে। এসব কাদের ইসারায় হচ্ছে তা মুসলমানরা বুঝে গিয়েছে। এভাবে সারা বিশ্বে মুসলমানদের সন্ত্রাসী বানানোর জন্য একে-৪৭-সহ বিভিন্ন অস্ত্র বিক্রি করছে। পাকিস্তানের সঙ্গে মিলে চিন বিশ্বে অশান্তি সৃষ্টির ছক কষছে। এ থেকে আমাদের সকলকে সাবধান হতে হবে।হিন্দুস্থান সমাচার।

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

ষড়যন্ত্রকারীরা দেশের এগিয়ে যাওয়ার পথ বন্ধ করতে চায় : ওবায়দুল কাদের

মনির হোসেন,ঢাকা,আগষ্ট ১৪।। বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক এবং সড়ক পরিবহন ও সেতুমন্ত্রী ওবায়দুল কাদের বলেছেন, ধারাবাহিক ষড়যন্ত্রের কুশীলবরা সাম্প্রদায়িকতার বিষ ছড়িয়ে দেশের এগিয়ে যাওয়ার পথ বন্ধ করতে চায়। তিনি বলেন, ধারাবাহিক ষড়যন্ত্রের কুশীলববরা এখনও আছে। উন্নয়ন বিরোধী অপশক্তি এখনও চারপাশে। উগ্রসাম্প্রদায়িক অপশক্তি এখনও সুযোগ খুঁজছে। তারা দেশের উন্নয়ন বিরোধী। শান্তি ও স্বস্তির বাংলাদেশ তারা চায় না। শেখ হসিনার নেতৃত্বে সমৃদ্ধ আগামীর পথে এগিয়ে যাওয়া তাদের গাত্রদাহ।

ওবায়দুল কাদের শুক্রবার বিকেলে জাতীয় শোক দিবস উপলে ঢাকা দণি সিটি করপোরেশন (ডিএসসিসি) আয়োজিত আলোচনা সভা ও দোয়া মাহফিলে এসব কথা বলেন। ওবায়দুল কাদের তাঁর জাতীয় সংসদ ভবনের বাসভবন থেকে আলোচনা সভায় ভিডিও কনফারেন্সে যুক্ত হয়ে বক্তব্য রাখেন।

আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক বলেন,তারা এদেশকে পাকিস্তানী ভাবধারায় নিয় যেতে চায়, চায় সংঘাতে জর্জড়িত রক্তাক্ত প্রান্তর। তারা সাম্প্রদয়িকতার বিষ ছড়িয় দেশের এগিয়ে যাওয়া বন্ধ করতে চায়। কিন্তু যতন দেশরত্ন শেখ হাসিনা আছেন, আমাদের সমৃদ্ধ আগামী বিনির্মানের আগ্রযাত্রা এগিয়ে যাবেই। সতর্কতার পাশাপাশি আমাদের ঐক্যবদ্ধ থাকতে হবে। সম্মলিত প্রয়াসে দেশরত্ন শেখ হাসিনার হাতকে করতে হবে শক্তিশালী।

ওবায়দুল কাদের বলেন, যারা কথায় কথায় গুম-খুনের কথা বলেন, মানবাধিকারের বুলি আওড়ায় তারাই অপারেশন কিন হার্টরে নামে ২০০২ সাল থেকে ২০০৩ সালের জানুয়ারি পর্যন্ত সময়ে ৯৭ জনকে হত্যা করেছিলো। যারা বঙ্গবন্ধুর খুনিদের বাঁচাতে ইনডেমনিটি অধ্যাদেশ জারি করেছিলো তাদের মুখে মানবাধিকারের কথা মানায় না। তিনি বলেন, খুনিদের সাথে সখ্যতা, খুনের অনুমোদন দেওয়া আর হত্যা ও সন্ত্রাস নির্ভর রাজনীতিই বিএনপির ঐতিহ্য। তারা দুর্নীতি নিয়ে কথা বলে। অথচ বিএনপি আর দুর্নীতি শব্দ দু'টি এখন অনেকটাই সমার্থক। বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে মুক্তিযুদ্ধে লাখো শহীদের রক্তস্রোতে এদেশের প্রতি ইঞ্চি ভূমি পবিত্র উল্লেখ করে ওবায়দুল কাদের বলেন, প্রতি ইঞ্চি ভূমি এখন উন্নয়নের ফসলে ভরে তুলেছেন উন্নয়নের কান্ডারী শেখ হাসিনা। ১৫ ও ২১ আগস্টের কুশীলবরা এখনও সক্রিয়। এখনও তাদের ষড়যন্ত্রের নীলনকশা চলছে জানিয়ে আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক বলেন, ১৫ আগস্ট ইতিহাসের নিষ্ঠুরতম রাজনৈতিক হত্যাকান্ড। জগতে আর কোনো হত্যাকান্ডে নিষ্পাপ শিশুকে হত্যা করা হয়নি, 'অবলা নারী'কে হত্যা করা হয়নি, টার্গেট করা হয়নি অন্তঃসত্ত্বা নারীকে। তিনি বলেন, সে সময় বিদেশে ছিলেন বলেই প্রাণে বেঁচে যান আমাদের আশার বাতিঘর প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এবং বঙ্গবন্ধুর আরেক কন্যা শেখ রেহানা। সেদিন তারা বেঁচে গিয়েছিলেন বলেই আজকে বঙ্গবন্ধু হত্যার বিচার হয়েছে। হয়েছে যুদ্ধাপরাধের বিচার। কলঙ্কমুক্ত হয়েছে দেশ। ওবায়দুল কাদের বলেন, ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্টের নির্মম হত্যাযজ্ঞ এবং পরবর্তীতে ২১ আগস্টের গ্রেনেড হামলা একই ষড়যন্ত্রের ধারাবাহিকতা। ১৫ আগস্টের প্রধান টার্গেট ছিল আমাদের ভৌগলিক মুক্তির স্থপতি জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। একুশে আগস্টে প্রধান টার্গেট ছিল আমাদের অর্থনৈতিক মুক্তির স্থপতি শেখ হাসিনা। দু'টি ঘটনার কুশীলবরা এখনও সক্রিয়। তাদের ষড়যন্ত্রের নীলনকশা এখনও চলছে। বিএনপিকে উদ্দেশ্য করে আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক বলেন, ঢাকায় বসে গণমাধ্যমে মিথ্যাচার করা, নেতিবাচকতার বিষবাষ্প এবং গুজব ছড়ানোই এখন তাদের রাজনীতির মূল হাতিয়ার। শেখ হাসিনা অপরাধীদের বিচারের বেলায় কোনো দলীয় পরিচয় দেখেননি। অপরাধীকে অপরাধী হিসেবেই বিবেচনা করেছেন। নিজের দলের কর্মীদেরও তিনি ছাড় দেননি। তিনি প্রমাণ করেছেন দলীয় পরিচয় স্বার্থরার ঢাল হতে পারে না। ঢাকা দণি সিটি করপোরেশনের মেয়র ব্যারিস্টার শেখ ফজলে নূর তাপসের সভাপতিত্বে শোক দিবসের আলোচনা সভায় বক্তব্য রাখেন এলজিআরডি মন্ত্রী মোঃ তাজুল ইসলাম, ঢাকা মহানগর দণি আওয়ামী লীগের সভাপতি আবু আহমেদ মান্নাফি,সাধারণ সম্পাদক হুমায়ুন কবির, এলজিআরডি মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব হেলাল উদ্দিন আহমদ প্রমুখ।

নারী সমিতির স্মরণ সভায় বক্তব্য রাখছেন সাংসদ ঝর্ণা দাস বৈদ্য। ছবি ঃ নিজস্ব

সবার ন্যায়বিচার, অধিকার নিশ্চিত করতে কাজ করুন: শেখ হাসিনা

মনির হোসেন,ঢাকা,আগষ্ট ১৪।। ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট জাতির জনক এবং তার পরিবারের বেশিরভাগ সদস্য খুন হওয়ার ঘটনায় কয়েকজন পদত্যাগী জুনিয়র অফিসারসহ উচ্চপদস্থ সেনা কর্মকর্তা জড়িত ছিলেন বলে শুক্রবার জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। কারও নাম উল্লেখ না করে তিনি বলেন, 'বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর কিছু পদচ্যুত সদস্য এবং কিছু উচ্চপদস্থ সদস্য সেখানে ছিলেন, যারা এই ষড়যন্ত্রের (তার পরিবারের সদস্যদের সাথে বঙ্গবন্ধুকে হত্যার) সাথে জড়িত ছিলেন।'

গণভবন থেকে ভিডিও কনফারেন্সে যোগ দিয়ে সমাজসেবা অধিদপ্তর আয়োজিত মিলাদ ও দোয়া মাহফিলে প্রধানমন্ত্রী তার ভাষণে এ কথা বলেন। সমাজসেবা অধিদপ্তর জাতীয় শোক দিবস উপলে এই বিশেষ মিলাদ ও দোয়া মাহফিলের আয়োজন করে। শেখ হাসিনা বলেন, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সামরিক সচিব কর্নেল জামিল উদ্দিন আহমদ সেনাবাহিনীর সদস্য ছিলেন এবং তার ভাই লেফটেন্যান্ট শেখ জামাল সেনাবাহিনীর কর্মকর্তা ছিলেন। দুজনকেও সেদিন নির্মমভাবে হত্যা করা হয়েছিল। তিনি উল্লেখ করেন, তার ছোট ভাই শেখ রাসেলের তখন মাত্র দশ বছর। তার স্বপ্ন ছিল সেনাবাহিনীতে যোগদান করার।

তিনি বলেন, 'তবে ভাগ্যের নির্মম পরিহাস হলো তাকে (রাসেল) সেনাবাহিনীর সদস্যরা নির্মমভাবে হত্যা করেছিল। আমি এখনও তার অপরাধ কী ছিল তার উত্তর অনুসন্ধান করছি, আমি জানি না তার অপরাধ কী ছিল।' প্রধানমন্ত্রী বলেন, খুনিদের তৎকালীন সরকার বিভিন্ন বড় বড় জায়গায় চাকরি দিয়ে পুরস্কৃত করেছিল। তিনি বলেন, 'আমি এই ব্যবস্থায় পরিবর্তন আনতে চাই। আমরা সর্বদা সজাগ থাকি যাতে দেশের মানুষ নিরাপদে থাকতে পারে, সুন্দর জীবনযাপন করতে পারে এবং এমন ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠিত হবে যেখানে সকল মানুষ তাদের অধিকার ভোগ করবে।' এই প্রসঙ্গে তিনি স্মরণ করেন, হত্যার পর বিচারের দাবি করা হলে অধ্যাদেশ জারির মাধ্যমে বাধা দেয়া হয়েছিল।

শেখ হাসিনা ১৫ আগস্ট হত্যার বর্ণনা দিয়ে বলেন, সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি বঙ্গবন্ধু, বঙ্গমাতা ফজিলাতুন্নেছা এবং তাদের পরিবারের বেশিরভাগ সদস্যকে হত্যা করা হয়েছিল। আবেগপ্রবণ কণ্ঠে শেখ হাসিনা বলেন, তার ছোট বোন এবং তিনি নিজে খুনিদের বিরুদ্ধে মামলা করতে পারেননি এবং এমনকি বিচার দাবিও করতে পারেননি।

প্রধানমন্ত্রী এতিম ও দুর্দশাগ্রস্ত শিশুসহ যারা পিছিয়ে রয়েছেন তাদের জীবন অর্থবহ নিশ্চিত করার জন্য তাদের পাশে থাকার প্রতিশ্রুতি দেন। এ বিষয়ে তিনি সংশ্লিষ্ট সকলকে এই লয সততা, ত্যাগ ও নিষ্ঠার সাথে কাজ করার আহ্বান জানান। শেখ হাসিনা বলেন, বঙ্গবন্ধুর স্বপ্ন বাস্তবায়নে সরকার সব মহলের মানুষের কল্যাণে সব সময় কাজ করে যাচ্ছে। প্রধানমন্ত্রী সকলকে অনাথ, প্রবীণ, অটিস্টিক ও প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের পাশাপাশি যারা এখনও পিছিয়ে রয়েছেন তাদের পাশে দাঁড়ানোর আহ্বান জানান। এতিমদের কল্যাণে তার সরকারের পদেপের কথা তুলে ধরে শেখ হাসিনা বলেন, তাদের নিজের পায়ে দাঁড়াতে বিভিন্ন প্রশিণ ও বৃত্তিমূলক শিা কার্যক্রম হাতে নেয়া হয়েছে।

তিনি স্পষ্ট করে বলেন, এতিমদের বাবা-মা বা অভিভাবক নেই ভাবা উচিত নয়, বরং তাদের আরও ভালো জীবিকা নির্বাহের জন্য সরকার তাদের পাশে দাঁড়িয়েছে। এ প্রসঙ্গে প্রধানমন্ত্রী প্রবীণদের জন্য আগে প্রবর্তিত 'শান্তি নিবাশ' উল্লেখ করে বলেন, আগামী দিনে এই প্রকল্পটি পুনরায় চালু করা হবে।

সমাজকল্যাণমন্ত্রী নুরুজ্জামান আহমেদ, সমাজকল্যাণ প্রতিমন্ত্রী আশরাফ আলী খান এবং সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় ও এর বিভিন্ন বিভাগের ঊর্ধতন কর্মকর্তারা অনুষ্ঠানে অংশ নেন। এর আগে জাতীয় শোক দিবস উপলে ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট কালো রাতে শহীদ হওয়া বঙ্গবন্ধু এবং তার পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের বিদেহী আত্মার মাগফেরাত কামনা করে বিশেষ মোনাজাত করা হয়। এছাড়া প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সুস্বাস্থ্য ও দীর্ঘায়ুর পাশাপাশি দেশ ও জাতির অব্যাহত শান্তি, অগ্রগতি ও সমৃদ্ধির জন্যও দোয়া কামনা করা হয়।

সরকারের মতায় টিকে থাকার হাতিয়ার ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন: বিএনপি

মনির হোসেন,ঢাকা,আগষ্ট ১৪।। মতায় টিকে থাকার জন্য সরকার ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনকে হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহর করছে উল্লেখ করে শুক্রবার বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর এ আইনের আওতায় থাকা সব মামলা বাতিলের দাবি করেছেন। রাজধানীর উত্তরার বাসভবন থেকে এক ভার্চুয়াল সংবাদ সম্মেলনে তিনি বলেন, বিএনপি শুরু থেকেই এ আইন বাতিলের দাবি তুলে আসছে।

তিনি বলেন, '২০২০ সালের জানুয়ারি থেকে জুন পর্যন্ত ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনে ১৫৩ জন মানুষের বিরুদ্ধে মামলা করে হয়রানি করা হয়েছে। এসব অভিযোগগুলো বিশ্লেষণ করলে দেখতে পাবেন, সরকারি দলের লুটেরাদের বিরুদ্ধে কথা বললে, রাজনৈতিক মত প্রকাশ করলে, সরকারের সমালোচনা করলে মামলা করা হয়েছে।' ফখরুল অভিযোগ করে বলেন, সোশ্যাল মিডিয়া বা প্রিন্ট মিডিয়াতে সাংবাদিক বা যারা মতাসীন দলের লোকদের দুর্নীতি ও নির্লজ্জ আচরণ সম্পর্কে কোনো তথ্য প্রকাশ করেন তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়া হচ্ছে।

'ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনের মামলার ভয়ে আজ জাতির কণ্ঠ রুদ্ধ। বিবেকের স্বাধীনতা শৃঙ্খলিত যা সংবিধান লঙ্ঘনের শামিল। বিএনপি শুরু থেকেই বলে এসেছে এ আইন কালো আইন। এ আইন সংবিধান বিরোধী এবং জনগণের কণ্ঠ রোধ করার জন্য সরকারের হাতিয়ার। সরকার মতায় টিকে থাকার জন্য এ আইন করেছে। আমরা মনে করি আইনটি অবিলম্বে বাতিল করা উচিত এবং মানুষের চিন্তা-চেতনা ও মত প্রকাশের স্বাধীনতা নিশ্চিত করা উচিত,' বলেন বিএনপির এ নেতা।

ফখরুল বলেন, সাংবাদিক এবং দেশীয় ও আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সংগঠনগুলো এ ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনের ৫৭ ধারা বাতিলের দাবি তুললেও ৯৪ ভাগ মামলাই এ আইনের বির্তকিত ৫৭ ধারায় দায়ের করা হচ্ছে।

তিনি আরও বলেন, 'মানবাধিকার লঙ্ঘন ও মত প্রকাশের স্বাধীনতা ছিনিয়ে নেয়া জন্য সরকার ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনের ৫৭ অনুচ্ছেদের অপব্যবহার করছে। যখনই কোনো সরকার কর্তৃত্ববাদী, স্বৈরাচারী ও ফ্যাসিবাদী হয়ে ওঠে, তখন প্রথমে তারা মত প্রকাশ, বাকস্বাধীনতা এবং গণমাধ্যমের স্বাধীনতাকে ছিনিয়ে নিতে চায় এবং সামাজিক মাধ্যমগুলো নিয়ন্ত্রণ করে। বর্তমান সরকার অত্যন্ত সুপরিকল্পিতবাবে সচেতন ও আন্তরিকতার সাথে তা করছে।' গণতন্ত্র পুনরুদ্ধার করতে এবং দেশের বর্তমান পরিস্থিতি কাটিয়ে উঠতে সকলকে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার আহ্বান জানান বিএনপির এ নেতা।

বিভিন্ন দেশীয় এবং আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সংগঠনগুলোর পরিসংখ্যান তুলে ধরে ফখরুল বলেন, এ পর্যন্ত মোট ১০৮টি মামলা হয়েছে। এসব মামলায় মোট আসামি ২০৪ জন। তাদের মধ্যে সাংবাদিক ৪৪ জন আর অন্যান্য পেশায় কর্মরত ও সাধারণ মানুষ ১৬০ জন। ২০১৯ সালে ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনে মামলা হয়েছে ৬৩টি এবং ২০১৮ সালে মামলা হয়েছে ৭১টি। তুলনামূলক বিশ্লেষণে দেখা যায়, ২০১৯ সালে এক বছরে মোট মামলা হয়েছে ৬৩টি। আর সেখানে চলতি বছরের প্রথম ছয় মাসেই মামলা হয়েছে তার চেয়ে বেশি ১০৮টি। বাস্তব চিত্র আরও ভয়াবহ। কারণ অনেক মামলার খবরই সংবাদমাধ্যমে প্রকাশ হয় না, যোগ করেন বিএনপি মহাসচিব। ২০২০ সালের জানুয়ারি থেকে জুন পর্যন্ত ১২ জন সাংবাদিক ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনে গ্রেপ্তার হয়েছেন উল্লেখ করে ফখরুল বলেন, 'ইতোমধ্যেই সংবাদপত্র সম্পাদক পরিষদ তাদের উদ্বেগ প্রকাশ করে বলেছেন, ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনের জন্য সাংবাদিকরা স্বাধীনভাবে লিখতে পারছেন না। দেশীয় এবং আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সংগঠনগুলো এ কালো আইন বাতিলের দাবি তুলেছে।' এক প্রশ্নের জবাবে বিএনপি মহাসচিব বলেন, তাদের দল সুষ্ঠু নির্বাচনের মাধ্যমে মতায় ফিরে আসলে, জনগণের অধিকার, বাকস্বাধীনতা এবং চিন্তার স্বাধীনতা খর্ব করে এমন সব আইন বাতিল করবে। তিনি আরও বলেন, তাদের দল ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন বাতিল করার আহ্বান জানিয়ে সরকারের কাছে একটি চিঠি দেবে।

বাংলাদেশে ভারতের পরবর্তী হাইকমিশনার হচ্ছেন বিক্রম দোরাইস্বামী

মনির হোসেন,ঢাকা,আগষ্ট ১৪।। বাংলাদেশে ভারতের পরবর্তী হাইকমিশনার হিসেবে বিক্রম কুমার দোরাইস্বামীর নাম আনুষ্ঠানিকভাবে ঘোষণা করেছে দেশটির পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়। দোরাইস্বামী বর্তমানে ভারতের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে অতিরিক্ত সচিব হিসেবে কর্মরত আছেন। তিনি শিগগিরই তার নতুন পদে যোগ দেবেন বলে বৃহস্পতিবার মন্ত্রণালয় জানিয়েছে। রীভা গাঙ্গুলি দাশের জায়গায় আসতে যাচ্ছেন দোরাইস্বামী। রীভা গাঙ্গুলি তার দায়িত্ব নিয়ে গত বছরের মার্চে ঢাকায় আসেন। তিনি অক্টোবরের প্রথম সপ্তাহে ঢাকা ছেড়ে যেতে পারেন।

ভারতে উড়োজাহাজ দুর্ঘটনায় হতাহতে শেখ হাসিনার শোক

মনির হোসেন,ঢাকা,আগষ্ট ১৪।। ভারতের কেরালায় এয়ার ইন্ডিয়া এক্সপ্রেসের উড়োজাহাজ দুর্ঘটনায় প্রাণহানিতে শোক ও দুঃখ প্রকাশ করেছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা।

শুক্রবার প্রধানমন্ত্রীর প্রেস উইং থেকে জানানো হয়, ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির কাছে পাঠানো এক বার্তায় শোক প্রকাশ করেন শেখ হাসিনা। শোক বার্তায় বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী বলেন, কেরালার কোঝিকোড় বিমানবন্দরে এয়ার ইন্ডিয়া এক্সপ্রেসের উড়োজাহাজ দুর্ঘটনার সংবাদে আমি শোকাহত ও মর্মাহত। এই মর্মান্তিক দুর্ঘটনায় স্বজন হারানো পরিবারের সদস্যদের প্রতি বাংলাদেশের জনগণ এবং সরকারের প থেকে শোক ও সমবেদনা জানাচ্ছি। শোক বার্তায় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা দুর্ঘটনায় আহতদের দ্রুত আরোগ্যও কামনা করেন। দুবাই থেকে ১৯০ জন আরোহী নিয়ে শুক্রবার সন্ধ্যায় কেরালার কালিকট (কোঝিকোড়) বিমানবন্দরে অবতরণের সময় এয়ার ইন্ডিয়া এক্সপ্রেসের উড়াজাহাজ (ফাইট আইএক্স-১৩৪৪) দুর্ঘটনায় পড়ে। প্রবল বৃষ্টির মধ্যে অবতরণের সময় সেটি রানওয়েতে ছিটকে পড়ে দুই টুকরো হয়ে যায়। ওই দুর্ঘটনায় উড়োজাহাজটির ১৮ আরোহী মারা যান।

কাছাড়ের কুখ্যাত ডাকাত ডালই মিয়াঁর দ্বিতীয় ডাকাত-ছেলেরও মৃত্যু গণধলাইয়ে

সোনাই (অসম), ১৪ আগস্ট (হি.স.) : কাছাড় জেলার কুখ্যাত ডাকাত ডালই মিয়াঁর দ্বিতীয় ডাকাত-ছেলেরও মৃত্যু হয়েছে গণধলাইয়ে। আজ শুক্রবার বেলা দুটা নাগাদ কাছাড় জেলার নিয়াইরগ্রাম বাগপুর বাইপাস সড়ক সংলগ্ন বাটিলা হাওরে কুখ্যাত ডাকাত জয়নাল উদ্দিনের মৃতদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ। প্রাপ্ত খবরে জানা গেছে, দুদিন আগে জয়নাল উদ্দিন নিয়াইরগ্রাম-বাগপুর এলাকার জনৈক চিকিৎসকের কাছে এসেছিল। কিন্তু এই চিকিৎসকের স্ত্রী ডাক্তার বাড়ি নেই বললে ক্ষোভে অগ্নিশর্মা হয়ে ওঠে জয়নাল। গালিগালাজ করে ডাক্তারের স্ত্রীকে। পরে দেখে নেওয়ার হুমকিও নাকি দেয় সে। পরবর্তীতে চিকিৎসক গ্রামের মানুষকে ঘটনাটি জানিয়ে এর বিচার চান। এরই পরিপ্রেক্ষিতে শুক্রবার সকাল নয়টা নাগাদ দেড় শতাধিক লোক বাগপুর দ্বিতীয় খণ্ডে জয়নাল উদ্দিনের বাড়িতে গিয়ে ভাঙচুর চালান। অবস্থা বেগতিক দেখে জয়নাল পালিয়ে গা ঢাকা দেয়। কিন্তু নিকটবর্তী ভিন বস্তির মানুষ জয়নালকে পাকড়াও করেন। উত্তেজিত মানুষজন তাকে থানায় দেওয়া হবে বলে নিয়ে আসছিলেন। কিছুদূর যাওয়ার পর আরেক দল জয়নালের ওপর হামলা করে বসে। গণধলাই দেওয়া হয় তাকে। সংজ্ঞাহীন অবস্থায় তাকে হাওয়রের মধ্যে ফেলে পালিয়ে যায় উত্তেজিত জনতার দল। বেধড়ক মারপিটে জয়নাল উদ্দিন প্রাণ হারিয়েছে বলে অনেকের ধারণা। মুহূর্তের মধ্যেই গোটা সোনাইয়ে খবর ছড়িয়ে পড়ে। খবর পেয়ে শিলচর সদর থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে ছুটে আসে। পুলিশ এসে জয়নালের সংজ্ঞাহীন দেহ উদ্ধার করে হাসপাতালে পাঠায়। হাসপাতালের ডাক্তার তাকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। উল্লেখ্য গত মাস পাঁচেক আগে জয়নালের দাদা মায়াজুল হকও সোনাবাড়িঘাট দ্বিতীয় খণ্ডে একইভাবে গণধলাইয়ে প্রাণ হারিয়েছিল।

আদালত অবমাননায় দোষী প্রশান্ত ভূষণ

নয়াদিল্লি, ১৪ আগস্ট (হি.স.): বর্ষীয়ান আইনজীবী প্রশান্ত ভূষণকে আদালত অবমাননার মামলায় দোষী সাব্যস্ত করল সুপ্রিম কোর্ট। আগামী ২০ আগস্ট তাঁর শাস্তি ঘোষণা করবে শীর্ষ আদালত। শুক্রবার প্রশান্তকে দোষী সাব্যস্ত করেছে বিচারপতি অরুণ মিশ্রের নেতৃত্বাধীন বিচারপতি বি আর গাভাই এবং বিচারপতি কৃষ্ণ মুরারির তিন সদস্যের বেঞ্চ। সুপ্রিম কোর্ট ও প্রধান বিচারপতি এস এ বোবদে-কে নিয়ে দু"টি টুইট করেছিলেন প্রশান্ত ভূষণ। একটি সুপারবাইকে বসেছিলেন প্রধান বিচারপতি। কিন্তু মাথায় কেন হেলমেট নেই, সেই প্রশ্ন তুলেছিলেন প্রশান্ত ভূষণ। যদিও ওই সময় বাইকটি দাঁড় করানো ছিল। পরে অবশ্য টুইটটির জন্য ক্ষমা চেয়ে নেন তিনি। কিন্তু প্রধান বিচারপতিদের নিয়ে যে টুইট করেছিলেন, সেখান থেকে সরে আসেননি প্রশান্ত ভূষণ। এ ক্ষেত্রে সংবিধানের ১৯(১)(এ) ধারায় বাক স্বাধীনতার অধিকারের যুক্তি দেন তিনি। গত ৩ আগস্ট আদালতে হলফনামা দিয়ে তিনি বলেন, টুইটের একটি অংশের জন্য তিনি দুঃখিত। তবে অন্য অংশের বিষয়ে তাঁর বক্তব্য ছিল, শীর্ষ বিচারপতিদের সমালোচনা আদালতের মর্যাদা হানি করে না অথবা তার কর্তৃত্ব খর্ব করে না। ভূষণের আরও যুক্তি ছিল, আদালতের ভূমিকা নিয়ে মন্তব্য করা তাঁর বাক স্বাধীনতার অধিকারের মধ্যে পড়ে এবং এটা বিচারব্যবস্থাকে বাধা দেওয়ার জন্য আদালত অবমাননার পর্যায়ে পড়ে না। এত কিছুর পরেও আদালত অবমাননার মামলা আটকাতে পারেননি বর্ষীয়ান আইনজীবী। আর সেই মামলাতেই এ দিন তাঁকে দোষী সাব্যস্ত করেছে শীর্ষ আদালত।

অতিমারি করোনা আবহে স্বাধীনতা দিবস অসমে পালিত হবে সরকারি বিধিবলে

গুয়াহাটি, ১৪ আগস্ট (হি.স.) : আগামীকাল ৭৪ তম স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষ্যে অসম সরকার রাজ্যের প্রতিটি জেলা এবং মহকুমা পর্যায়ে বেশ কিছু নীতিনির্দেশিকা জারি করেছে। অতিমারি করোনা পরিস্থিতিতে এ বছর স্বাধীনতা দিবস উদযাপন অনুষ্ঠানে ব্যাপক হারে মানুষের জমায়েতে নিষেধাজ্ঞা জারি করেছে রাজ্য প্রশাসন। স্বাধীনতা দিবসের দিন মুখ্যমন্ত্রী আনুষ্ঠানিকভাবে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করে জনতার উদ্দেশ্যে ভাষণ দেবেন। এছাড়া মুখ্যমন্ত্রী পুলিশ এবং অর্ধসামরিক বাহিনীর অভিবাদন গ্রহণ করবেন। এদিন রাজ্যের প্রত্যেকটি জেলা এবং মহকুমায় জাতীয় সংগীত পরিবেশন করে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করা হবে। রাজ্যের মুখ্যসচিবের জারিকৃত নির্দেশ, ১৫ আগস্ট সকাল ৬.০০টা থেকে সন্ধ্যা ৫.০০টা পর্যন্ত মানুষের চলাচলে অনুমতি দেওয়া হয়েছে। তবে সামাজিক দূরত্ব, হাতের পরিচ্ছন্ন রাখা, প্রকাশ্য স্থানে মুখে মাস্ক পরিধান করা ইত্যাদি কোভিড-১৯-এর যাবতীয় প্রটকল বজায় রাখা বাধ্যতামূলক। সরকারিভাবে আরও বলা হয়েছে, এদিন প্রত্যেক জেলার জেলাশাসক, মহকুমাশাসক, ব্লক ডেভেলপমেন্ট অফিসার, সার্কল অফিসার এবং গ্রাম পঞ্চায়েতকে নিজের নিজের এলাকায় স্বাস্থ্যবিধির সঙ্গে রাজ্য প্রশাসনের জারিকৃত নীতিনির্দেশিকা মেনে সামাজিক দূরত্ব বজায় রেখে স্বাধীনতা দিবস পালনের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

সরকারিভাবে জানানো হয়েছে, এ বছর স্বাধীনতা দিবসের অনুষ্ঠানে রাজ্য এবং জেলা পর্যায়ে প্রথমসারির কোভিড যোদ্ধা ডাক্তার, স্বাস্থ্যকর্মী, স্যানিটাইজেশন কর্মীদের বিশেষ ভাবে আমন্ত্রণ জানানো হবে। এছাড়াও অতিমারি করোনার সঙ্গে লড়াইয়ে যাঁরা সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরেছেন তাঁদেরও আমন্ত্রণ জানানো হবে। তবে এবার সাংস্কৃতিক কার্যসূচি কিংবা কোনও ধরনের ক্রীড়া অনুষ্ঠিত হবে না। এ বছর স্বাধীনতা দিবসের অনুষ্ঠানস্থলে কোনও মেডেলও দেওয়া হবে না। তবে মেডেল প্রাপকদের নাম অনুষ্ঠানে ঘোষণা করা হবে। পরে সংশ্লিষ্ট জেলাশাসকদের মাধ্যমে প্রাপকদের বাড়িতে গিয়ে মেডেল দিয়ে আসা হবে।

আরও জানানো হয়েছে, কড়া নিরাপত্তা বেষ্টনীর মধ্যে এ বছরের স্বাধীনতা দিবস পালন করা হবে। দুপুরে আহার কিংবা চা-জলখাবার বা আপ্যায়নের কার্যসূচিও বাতিল হয়েছে এবার। স্বাধীনতা দিবসের প্যারেডে অংশগ্রহণকারীদের প্রবেশের সময় এবং বাইরে বেরোনোর সময় সামাজিক দূরত্ব মেনে চলার নিদান দেওয়া হয়েছে সরকারি নির্দশিকায়। অতিমারি করোনা-প্রকোপের দরুন স্কুল কলেজের ছাত্রছাত্রী, এনসিসি এবং স্কাউট অ্যান্ড গাইডের সদস্যদের অংশগ্রহণ করতে বারণ করা হয়েছে। স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রকের জারিকৃত স্বাস্থ্য বিধি অনুযায়ী অন্তঃসত্তা মহিলা, একাধিক রোগে আক্রান্ত ব্যক্তি এবং ১০ বছরের নীচে শিশুদের অনুষ্ঠানে না আসাই উচিত বলে বিবেচিত হয়েছে। স্বাধীনতা দিবসের অনুষ্ঠান, সামরিক বাহিনীর ব্যান্ড অনুষ্ঠান চলাকালীন বিশাল পর্দা, ডিজিট্যাল মাধ্যম এবং সামাজিক মাধমে প্রদর্শন করা হবে। এছাড়াও বিশেষ এই দিনে অন্যান্য কার্যসূচি বিশেষ করে গাছের চারা রোপণ, ডিজিট্যাল মাধ্যমে আন্তঃ স্কুল-কলেজ বিতর্ক প্রতিযোগিতা, অনলাইন কুইজ প্রতিযোগিতা, দেশাত্মবোধক রচনা প্রতিযোগিতা, কবিতা প্রতিযোগিতা, গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্পের উদ্বোধন, সামাজিক মাধ্যমে বাছাই করা কচিকাঁচাদের দেশাত্মবোধক গান, বক্তৃতা অনুষ্ঠান, সরকারি অফিস, জনতা ভবন আলোর রোশনাইয়ে সাজানো, সাধারণ মানুষের বাড়ি প্রাঙ্গণে জাতীয় পতাকা উত্তোলন কার্যসূচি পালন করা যাবে।

অন্যদিকে স্বাধীনতা দিবসের অনুষ্ঠানে যাঁরা যোগ দেবেন তাঁদের স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রকের জারিকৃত স্বাস্থ্যে বিধি মানা, সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখা, মুখে মাস্ক পরা বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। এছাড়াও স্বাধীনতা দিবস পালনের অনুষ্ঠানস্থলের চারদিক সম্পূর্ণভাবে স্যানিটাইজ করা ছাড়াও দর্শকাসন, বক্তৃতা মঞ্চ, পতাকা দণ্ড এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় সমস্ত কিছু স্যানিটাইজ করতে হবে। অনুষ্ঠানে প্রবেশস্থলে স্যানিটাইজ এবং থার্মাল স্ক্যানিংয়ের ব্যবস্থা রাখতে হবে। স্ক্যানিং ছাড়া কাউকেই অনুষ্ঠানস্থলে ঢুকতে দেওয়া হবে না।

হরেকরকম ◌ হরেকরকম ◌ হরেকরকম

কর্মীদের প্রেরণা বাড়ানোর উপায়

ঘরে থেকে কাজ করার অনুপ্রেরণা যোগাতে নেওয়া যেতে পারে ভিন্ন কিছু কৌশল।লকডাউন শিথিল হলেও এখনও অনেকেই ঘরে থেকে কাজ করে যাচ্ছেন। আর বেশিরভাগ সময়ে ঘরে বসে কাজ করার জন্য কর্মীদের মধ্যে নানান ধরনের সীমাবদ্ধতাও কাজ করে।সৃজনশীলতা যে শুধু শিল্পীদের মাঝেই থাকে তা কিন্তু নয়, অফিসের কর্মীদের মাঝেও তা আছে।তবে সবার সৃজনশীলতা, সৃষ্টিশীলতার মাত্রা যে এক হবে সেটা ভেবে নেওয়া ভুল। একটি দলের প্রতিটি সদস্যের মাঝেই থাকে বিশেষ কিছু মেধা।একজন কর্মকর্তা হিসেবে কীভাবে কাজে লাগাবেন এই মেধার ভাণ্ডার?মানসিক স্বাস্থ্য-বিষয়ক এক ওয়েবসাইটে প্রকাশিত প্রতিবেদনে তেমনই কয়েকটি উপায় তুলে ধরেছে। জানানো হলো বিস্তারিত সেই প্রতিবেদনের আলোকে। কর্মঘণ্টা নির্ধারণে কর্মীদের সুবিধা-অসুবিধা বিবেচনা-চাকরি বলতেই আমরা বুঝি আট ঘণ্টার বাধা ধরা রুটিন। এই কড়া রুটিনে কর্মীদের কাজের উদ্যম কমায়, সঙ্গে চাকরির প্রতি সন্তুষ্টি কমায়। তবে কর্মঘণ্টায় শিথিলতা থাকলে, কর্মীদের সুবিধা-অসুবিধা বিবেচনার সুযোগ করে দিলে তারা আরও নিষ্ঠার সঙ্গে কাজ করবে। পাশাপাশি তা কর্মীদের কাজে আর সৃষ্টিশীল হতে অনুপ্রেরণা যোগাবে। আর সময় নিয়ে কর্মীদের দুশ্চিন্তা কমানো গেলে তারা সৃষ্টিশীল কাজে আরও মনযোগ দিতে পারবে।বিরতি নেওয়া সুযোগ দেওয়া-কর্মীদের দক্ষতা ও কাজের প্রতি সন্তুষ্টি বাড়াতে অত্যন্ত সহায়ক ভূমিকা রাখে কাজের ফাঁকে ছোট বিরতি। একজন কর্মীর মেধাকে অবহেলা করা উচিত নয়।কাজের চাপ থেকে সামান্য বিরতি পেলে একজন নিষ্ঠাবান কর্মী তার কাজ কীভাবে আরও পটু হাতে সম্পন্ন করা যায় সেটা নিয়ে চিন্তা করবে। আর একজন কর্মকর্তা হিসেবে সেই সুযোগও আপনাকে তৈরি করে দিতে হবে। তাই বেঁধে দেওয়া সময়ের মাঝে কাজ শেষ করা চাপ না দিয়ে প্রয়োজনে একটু সময় নিয়ে হলেও নির্ভুল কাজের প্রতি বেশি জোর দিতে হবে।কর্মীদের উদ্ভাবনী শক্তির মূল্যায়ন-পেশাগত জীবনের একটি ক্ষতিকর দিক হল সেখানে সচরাচর নতুন পদ্ধতিকে, উদ্ভাবনী ধারণাকে সঠিক মূল্যায়ন করা হয় না। একটি কাজ একাধিক পদ্ধতিতে করা যেতে পারে। তাই গতবাঁধা পদ্ধতির বাইরে কেউ যদি নতুন কোনো পদ্ধতি বের করতে পারেন তবে কর্মকর্তাদের উচিত সেটা উড়িয়ে না দিয়ে তার কার্যকারীতা বিচার করা।এজন্য ভালো হোক কিংবা খারাপ কর্মীদের মতামত শোনা জরুরি। এমন পরিবেশ তৈরি করতে পারলে কর্মীরাও নতুন পদ্ধতি খুজে বের করতে উৎসাহ পাবে।বুদ্ধিদীপ্ত আলোচনা- একজন মানুষের পক্ষে সকল বিষয়ে পরিপূর্ণ জ্ঞান রাখা কখনই সম্ভব নয়। আমিই সব জানি, আর আমার জানাটাই সঠিক - এমন ধারণা থেকে বেরিয়ে আসতে হবে।কর্মকর্তারা চাইলেই কর্মীদের দিকে নতুন কিছু ‘আইডিয়া’ ছুড়ে দিতে পারেন, বলতে পারেন আপনাদের কী মনে হয়, কেমন হয় এমনটা করলে। এতে কর্মীরা বুঝবে কর্মকর্তা তাদের মতামতের মূল্য দেন। ফলে তারাও বিষয়টা নিয়ে ভাববে তাদের অভিজ্ঞতার আলোকে। এভাবেই দশের অভিজ্ঞতা মিলে বেরিয়ে আসতে পারে যুগান্তকারী কোনো ‘আইডিয়া’, যা সবাইকেই লাভবান করবে। দলবদ্ধ মানসিকতা গড়ে তোলা-কাজ করতে গিয়ে প্রতিষ্ঠানের নতুনতম কর্মীর মাথায়ও একটা বুদ্ধি খেলে যেতে পারে। সেই বুদ্ধি সে যদি নিজের কাছেই রেখে দেয় তবে সেটাকে ঘষে মেজে যুগান্তকারী কিছু তৈরি করার সুযোগ হারালেন। তাই কর্মক্ষেত্রে দলবদ্ধ পরিবেশ গড়ে তুলতে হবে।কর্মী যেন শুধুই বেতনের জন্য কাজ না করে প্রতিষ্ঠানের উন্নয়নের স্বার্থেও কাজ করে এমন পরিবেশ গড়ে তুলতে হবে। পাশাপাশি নতুন কোনো ‘আইডিয়া’ বের হওয়ার জন্য প্রতিষ্ঠানের সবাইকে কাজটাকে নিবিড়ভাবে বুঝতে হবে।তবে কর্মী যদি ফাইলের চাপেই আটকে থাকে তাহলে সেটা সম্ভব হবে না। তাই শুধু কাজ করা নয়, কাজটা গবেষণা করার সুযোগ আর পরিবেশ দুটোই তাদের দিতে হবে।

শন কনারিই শ্রেষ্ঠ বন্ড

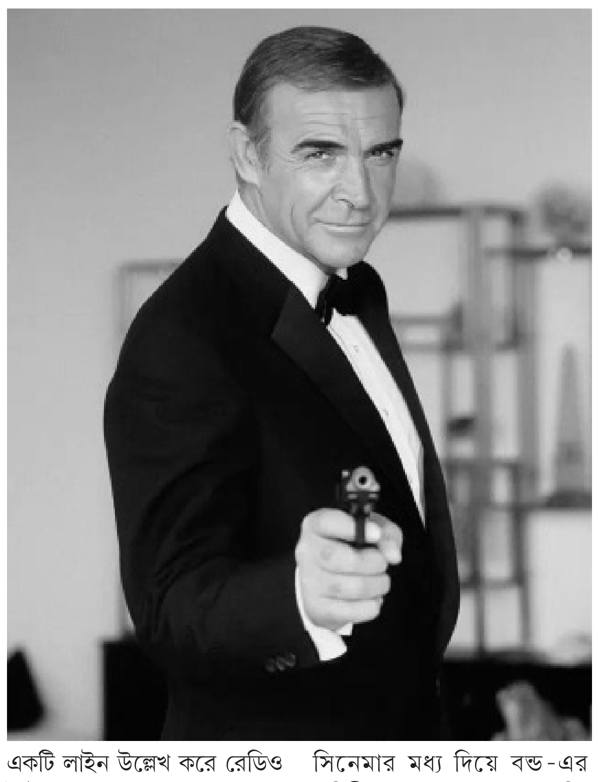

জেমস বন্ড ছবিতে ‘বন্ড’ হিসেবে পছন্দসই ছিলেন না শন কনারি। কারণ, তাঁকে দেখতে নাকি একজন বৃদ্ধ স্ট্যান্টম্যানের মতো লাগত। যার মধ্যে কোনো আবেদন নেই। কিন্তু নিজের অভিনয় দক্ষতার জোরে ভক্তহৃদয়ে জায়গা করে নেন এই স্কটিশ অভিনেতা। ষাটের দশকের সেই প্রথম জেমস বন্ড, যে কিনা বিংশ শতাব্দীতেও ভক্তদের হৃদয়ে প্রথম হয়ে থাকবেন, তা কে জানত!সম্প্রতি রেডিও টাইমস-এর পাঠকেরা ভোট দিয়েছেন শ্রেষ্ঠ বন্ড নির্বাচনের জন্য। সেখানে শন কনারি বিজয়ী। তাঁর কাছে হেরে গেলেন রজার মুর, পিয়ার্স ব্রসনান, ড্যানিয়েল ক্রেইগের মতো বন্ড অভিনেতারা। মোট ১৪ হাজার ভক্ত অংশ নেন এই ভোটাভুটিতে। নানা পর্ব পেরিয়ে অবশেষে চূড়ান্ত পর্বে ৪৪ শতাংশ ভোট পেয়ে জয়ী হয়েছেন শন কনারি। আর ৩২ শতাংশ ভোট পেয়ে টিমোথি ডালটন এবং ২৩ শতাংশ ভোট পেয়ে পিয়ার্স ব্রসনান যথাক্রমে দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থান অর্জন করেন।শন কনারি অভিনীত জেমস বন্ড সিরিজের হিট ছবি গোল্ডফিঙ্গার-এর থিম সং-এর একটি লাইন উল্লেখ করে রেডিও টাইমস-এর প্রধান সম্পাদক বলেন, শন কনারি আবারও এটাই প্রমাণ করলেন যে তিনিই হলেন কিংবদন্তি কিং জেমস বন্ড, যাঁর স্পর্শে সবকিছু সোনায় পরিণত হয়েছে।১৯৬২ সালে ডক্টর নো সিনেমার মধ্য দিয়ে বন্ড-এর পৃথিবীতে পা রাখেন শন কনারি। একে একে করেন ফ্রম রাশিয়া উইথ লাভ, গোল্ডফিঙ্গার, থান্ডারবল, ইউ অনলি লিভ টোয়াইস, ডায়মন্ডস আর ফরএভার, নেভার সে নেভার অ্যাগেইন ছবিগুলো।

রণবীরকে আমিতাভের ৬০ লাখ টাকার উপহার

শখের দাম নাকি লাখ টাকা। আর বড় তারকাদের বড় বড় শখ। বলিউড তারকা রণবীর কাপুরের শখ বিশ্বের সবচেয়ে দামি ঘড়ি নিজের সংগ্রহে রাখা। আর গত জন্মদিনে ‘ব্রহ্মাস্ত্র’ ছবির শুটিংয়ের সময় সহকর্মী অমিতাভ বচ্চন তাঁর তারকাখ্যাতির সঙ্গে মিলিয়ে সে রকমই একটি উপহার দিয়েছেন। ‘রকস্টার’, ‘রকেট সিং’, ‘রাজনীতি’’খ্যাত রণবীর কাপুর বলিউডের এই শাহেনশাহর কাছ থেকে এই উপহার পেয়ে যারপরনাই খুশি। এই উপহার তাঁর জীবনের সেরা উপহারগুলোর একটি বলেও জানিয়েছেন তিনি।ছয়বার ফিল্মফেয়ারজয়ী এই ‘বরফি’, ‘ইয়ে দিল হ্যায় মুশকিল’, ‘ওয়েক আপ সিড’খ্যাত তারকার সংগ্রহে আছে রিচার্ড মাইল আরএম জিরো ওয়ান জিরো মডেলের একটি ঘড়ি। এই ঘড়িটিই রণবীরকে উপহার দিয়েছেন বিগ বি। ঘড়িটির দাম ৬০ লাখ টাকা। এ ছাড়া হাবলট মেক্সিকান ওয়াচ আছে রণবীরের। ওই ঘড়িটির দাম ১২ লাখ টাকা। তা ছাড়া হ্যার্লে ডেভিডসন ফ্যাটবয়ের যে হাতঘড়িটি আছে, তার মূল্য ২২ লাখ টাকা। এই ঘড়িটিও রণবীর কাপুরকে উপহার দিয়েছেন আরেক বলিউড তারকা। তিনি সঞ্জয় দত্ত। সঞ্জয় দত্তের বায়োপিক ‘সঞ্জু’ সিনেমার সঞ্জয় দত্তর ভূমিকায় দেখা দিয়েছেন রণবীর কাপুর। এই ছবির শুটিংয়ের সময় বাস্তবের সঞ্জয় দত্ত পর্দার সঞ্জয় দত্তকে দিয়েছেন এই উপহার। রণবীরের প্রিয় হাতঘড়ি।রণবীরকে সর্বশেষ দেখা গেছে সঞ্জয় দত্তের বায়োপিক ‘সঞ্জু’তে। ১৮০ কোটি টাকা খরচ করে বানানো ছবিটি বক্স অফিসে তুলে এনেছিল ৭০০ কোটি টাকার বেশি। এরপর রণবীরকে দেখা যাবে অয়ন মুখার্জি পরিচালিত ‘ব্রহ্মাস্ত্র’ ছবিতে। এখানে তিনি প্রথমবারের মতো পর্দা ভাগ করবেন প্রেমিকা আলিয়া ভাটের সঙ্গে। এ ছাড়া ‘শমসেরা’ ছবিতে দেখা দেবেন রণবীর কাপুর।

ঘর থেকে কাজ করলে যেভাবে বসা ঠিক না

ভুলভাবে বসার কারণে হতে পারে ঘাড়ে-পিঠে ব্যথা।ঘরে বসে অফিসের কাজ করা এখন নতুন স্বাভাবিক নিয়ম হয়ে দাঁড়িয়েছে। কিছু মানুষ এই নতুন স্বাভাবিকের সঙ্গে অভ্যস্ত হয়ে গেলেও অনেকেই লম্বা সময় বসে থাকার কারণে পিঠ ও কোমরের অস্বস্তিতে ডেকে আনছেন।ভুলভাবে বসার একটি উদাহরণ হল এক কিংবা দুই পা ভাঁজ করে বসা। এভাবে বসতে অনেকেই স্বচ্ছন্দ বোধ করলেও নিজের অজান্তে শরীরের বড় ক্ষতি হচ্ছে প্রতিনিয়ত।স্বাস্থ্যবিষয়ক একটি ওয়েবসাইটে প্রকাশিত প্রতিবেদন অবলম্বনে জানানো হল বিস্তারিত।‘ব্লাড প্রেশার মনিটরিং’ শীর্ষক সাময়িকীতে এবিষয়ে সম্প্রতি একটি গবেষণাও প্রকাশিত হয়।বিশেষজ্ঞদের মতে এর কারণ হল, পা থেকে রক্ত হৃদযন্ত্রে পৌঁছাতে হলে অভিকর্ষ বলের বিপরীতে কাজ করতে হয়। আর এক পায়ের ওপর আরেক পা ভাঁজ করে বসলে সেই কাজে আরও বাধা সৃষ্টি হয়।এই বাধা অতিক্রম করার জন্য শরীর তখন রক্তচাপ বাড়ায়। সামান্য সময় এভাবে বসলে কিছুই মনে হবে না। তবে ১৫ মিনিট বা তারও বেশি সময় এভাবে বসে থাকা উচিত নয়। আর প্রতি এক ঘণ্টা পর উঠে কিছুক্ষণ হাঁটতে হবে অবশ্যই।আরও যে সমস্যাগুলো হতে পারেপা ভাঁজ করে বসার কারণে পিঠ ও ঘাড়ে ব্যথা হতে পারে। সবচাইতে নিরাপদ বসার ধরন হল দুই পা মাটিতে নামিয়ে রাখা এবং নিতম্ব বরাবর সোজা রাখা।তবে আট ঘণ্টা বা তারও বেশি সময় একইভাবে বসে থাকা সম্ভব নয়। আর এজন্যই প্রতি ঘণ্টা পর উঠে হাঁটতে হবে।এছাড়াও এক হাঁটুর ওপর আরেক হাঁটু রেখে বসলে নিতম্ব বেকায়দা অবস্থায় থাকে। এতে ‘পেলভিক’ অঞ্চলের হাড়গুলো ঘুরে যায়। এই হাড়গুলো পিঠ ও ঘাড়ের ওজন বহন করে।তাই এই হাড়গুলো বেকায়দায় থাকলে পিঠ ও ঘাড়ের নিচে ও মাঝ অংশে চাপ পড়ে, ব্যথাও হতে পারে। স্নায়ুর ক্ষতি লম্বা সময় পা ভাঁজ করে বসে থাকার পর উঠে দাঁড়াতেগিয়েপা অবশ এবং সেখানে ঝিনঝিন অনুভূতি হয়েছে নিশ্চিয়ই। এমনটা হওয়ার কারণ হল পা ভাঁজ করে বসার কারণে পা ও পায়ের পাতায় থাকা স্নায়ু ও রক্তনালীতে চাপ পড়ে থাকে, রক্ত সঞ্চালন কমে যায়।এই অবশ অনুভূতি কয়েক মিনিট পরেই স্বাভাবিক হয়ে যায় ঠিক। তবে ঘন ঘন এমনটা হতে থাকলে স্নায়ু স্থায়িভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়া খুবই স্বাভাবিক।

ত্বকের তারুণ্য ধরে রাখার খাবার

খাদ্যাভ্যাস দেহের ওপর প্রভাব ফেলে। আর তারুণ্য ধরে রাখতে ত্বক ও চুলের সৌন্দর্য প্রধান ভূমিকা পালন করে।পুষ্টি-বিষয়ক একটি ওয়েবসাইটে প্রকাশিত প্রতিবেদনের আলোকে তারুণ্য ধরে রাখতে সহায়াত করে এমন কয়েকটি খাবার সম্পর্কে জানানো হল।ডালিম: ডালিম অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট যেমন- ভিটামিন সি সমৃদ্ধ যা, ত্বকের বলিরেখা, ভাঁজ, শুষ্কতা ও উন্মুক্ত রেডিকেলের কারণে হওয়া বয়সের ছাপ কমাতে সহায়তা করে। এছাড়াও, ত্বক টানটান ও উজ্জ্বল করতে ডালিম সহায়তা করে। কারণ এতে আছে অতিবেগুনি রশ্মির কারণে হওয়া প্রদাহ কমানোর উপাদান।দই: দইয়ের রয়েছে স্বাস্থ্যগুণ এবং এটা তারুণ্য ধরে রাখতে পারে। দই প্রোটিন সমৃদ্ধ। এটা উচ্চ রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণ করে যা ঘুম চক্রে প্রভাব ফেলে। ফলে ত্বক ঝুলে যাওয়া, চুল পড়া, রংয়ের ভারসাম্যহীনতা, স্থিতিস্থাপকতা হ্রাস, ত্বকের সমস্যা যেমন ব্রণ সৃষ্টিতে বাধা দেয়। ভালো ফলাফল পেতে চিনি ছাড়া দই খাওয়ার অভ্যাস করা উচিত। গাজর: উচ্চ কোলেস্টেরলের মাত্রা কমাতে ও দৃষ্টি শক্তি বাড়াতে খাবারে গাজর যোগ করা ভালো। এর ভিটামিন এ এবং অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট ত্বক ও চুল ভালো রাখতেও সহায়তা করে। ডিম: ডিম উচ্চ লৌহ, বায়োটিন ও ভিটামিন বি সমৃদ্ধ যা চুল পড়া কমাতে ও নখের বুড়িয়ে যাওয়া ও ভঙ্গুরভাব কমায়। ডিম উচ্চ প্রোটিন ও ওমেগা-থ্রি সমৃদ্ধ যা সকালের নাস্তায় খাওয়া হলে সারাদিন শক্তি যোগাতে সহায়তা করে। পানি: সুস্থ থাকতে পানি পান অপরিহার্য। পানি শরীর ও ত্বককে আর্দ্র রাখে। পর্যাপ্ত পানি পান ত্বক মসৃণ, কোমল ও টানটান রাখে। পানির অভাবে ত্বক শুষ্ক, লোমকূপ আবদ্ধ, বলিরেখা ও ত্বকের অন্যান্য সমস্যা দেখা দেয়। এছাড়াও, পানিশূন্যতা দুর্বলতা বাড়ায় এবং দেখতে ও অনুভূতিতেও বয়স্কভাব প্রকাশ করে। কমলা: কমলা ভিটামিন সি’য়ের ভালো উৎস যা ত্বকের জন্য উপকারী। এই অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট উপাদান ত্বক প্রাকৃতিকভাবে সজীব করতে ও মৃতকোষ মেরামত করতে সহায়তা করে। পর্যাপ্ত পুষ্টি উপাদান কেবল শরীরকে সুগঠিতই রাখে না পাশাপাশি বাড়তি ওজন কমাতেও সহায়তা করে। ভালো খাদ্যাভ্যাস আমাদের রোগ মুক্ত রাখতে, মানসিক তীক্ষ্নতা বাড়াতে ও ক্যান্সার থেকে সুরক্ষিত রাখতে সহায়তা করে। সুন্দর নিখুঁত ত্বক ও মসৃণ চুল পেতে খাবারে বেশি করে অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট, প্রোবায়োটিক, ইলেক্ট্রোলাইট ও অ্যামিনো অ্যাসিড যোগ করুন।

চোখের চারপাশের কালো দাগ দূর করারা ঘরোয়া মাস্ক

ঘুমের ঘাটতি বা অরিতিক্ত ঘুম, অতিরিক্ত ক্যাফেইন গ্রহণ, পানির স্বল্পতা, মানসিক চাপ ইত্যাদি কারণে চোখের নিচে কালো দাগ হতে পারে।রূপচর্চা-বিষয়ক ওয়েবসাইটে প্রকাশিত প্রতিবেদন থেকে চোখের চারপাশের কালো-দাগ দূর করতে ঘরে তৈরি কয়েকটি প্যাক সম্পর্কে জানানো হল। ঠাণ্ডা প্রয়োগ: ঠাণ্ডা প্রয়োগ রক্ত সঞ্চালন বাড়ায়। অনেক সময় চোখের চারপাশের রক্তনালী প্রশস্ত হয় এবং এখানকার ত্বক পাতলা হওয়ায় তা চোখের চারপাশে কালচেভাবের সৃষ্টি করে।পরিষ্কার কাপড় বা রেফ্রিজারেটরে রাখা ঠাণ্ডা চামচ, ঠাণ্ডা ব্যাগ, ঠাণ্ডা পানি, ঠাণ্ডা চা পাতার ব্যাগ, ঠাণ্ডা শসা, বরফের প্যাক বা অন্য যে কোনো ঠাণ্ডা বস্তু দিয়ে চোখের চারপাশে ঠাণ্ডা প্রয়োগ করুন।১০ থেকে ১৫ মিনিট রেখে এভাবে রেখে দুতিন বার ঠাণ্ডার ভাব নিন চোখে। ভালো ফলাফলের জন্য সপ্তাহে দুএকবার ব্যবহার করুন।আর্দতা রক্ষাকারি সব্জির রস: টমেটো আর আলু ঘরে প্রায় সবসময়ই থাকে।

এই দুটো উপাদানই প্রাকৃতিক ব্লিচিং সমৃদ্ধ, যা ত্বকের কালো দাগ ও চোখের চারপাশের কালচেভাব কমায়।আলুর খোসা ছাড়িয়ে নিন। এরপর আলু ও টমেটো একসঙ্গে ব্লেন্ড করে নিন, প্রয়োজনে এতে সামান্য পানি যোগ করতে পারেন।মিহি তন্তুর কাপড়ে মিশ্রণটি নিয়ে ছেকে নিন। এরপর তা বরফের ট্রে’তে ভরে দুএক সপ্তাহ রেফ্রিজারেটরে সংরক্ষণ করুন।

চাইলে বরফটি সরাসরি চোখের ওপরের ব্যবহার করতে পারেন অথবা মসলিন কাপড়ে পেঁচিয়ে নিতে পারেন।বেইকিং সোডার মাস্ক: বেইকিং সোডা ও সোডিয়াম বাইকার্বোনেইট হচ্ছে অ্যাল্কালাইন সমৃদ্ধ। এর পেস্ট তৈরি করতে এতে ঠাণ্ডা পানি বা ঠাণ্ডা দুধ যোগ করুন। দুধে রয়েছে ল্যাক্টিক অ্যাসিড যা ফোলাভাব কমাতে ও ত্বক মসৃণ করতে সহায়তা করে।এক চা-চামচ বেইকিং সোডা নিয়ে তাতে ঠাণ্ডা দুধ বা পানি যোগ করে মিহি পেস্ট তৈরি করুন।

মিশ্রণটি চোখের চারপাশে ব্যবহার করে ১৫ থেকে ২০ মিনিট অপেক্ষা করুন। ভেজা পরিষ্কার কাপড়ের সাহায্যে অথবা ঠাণ্ডা পানি দিয়ে মুখ পরিষ্কার করে নিন।চোখের চারপাশের আর্দতা ধরে রাখতে উন্নত আই ক্রিম বা সিরাম ব্যবহার করতে পারেন।

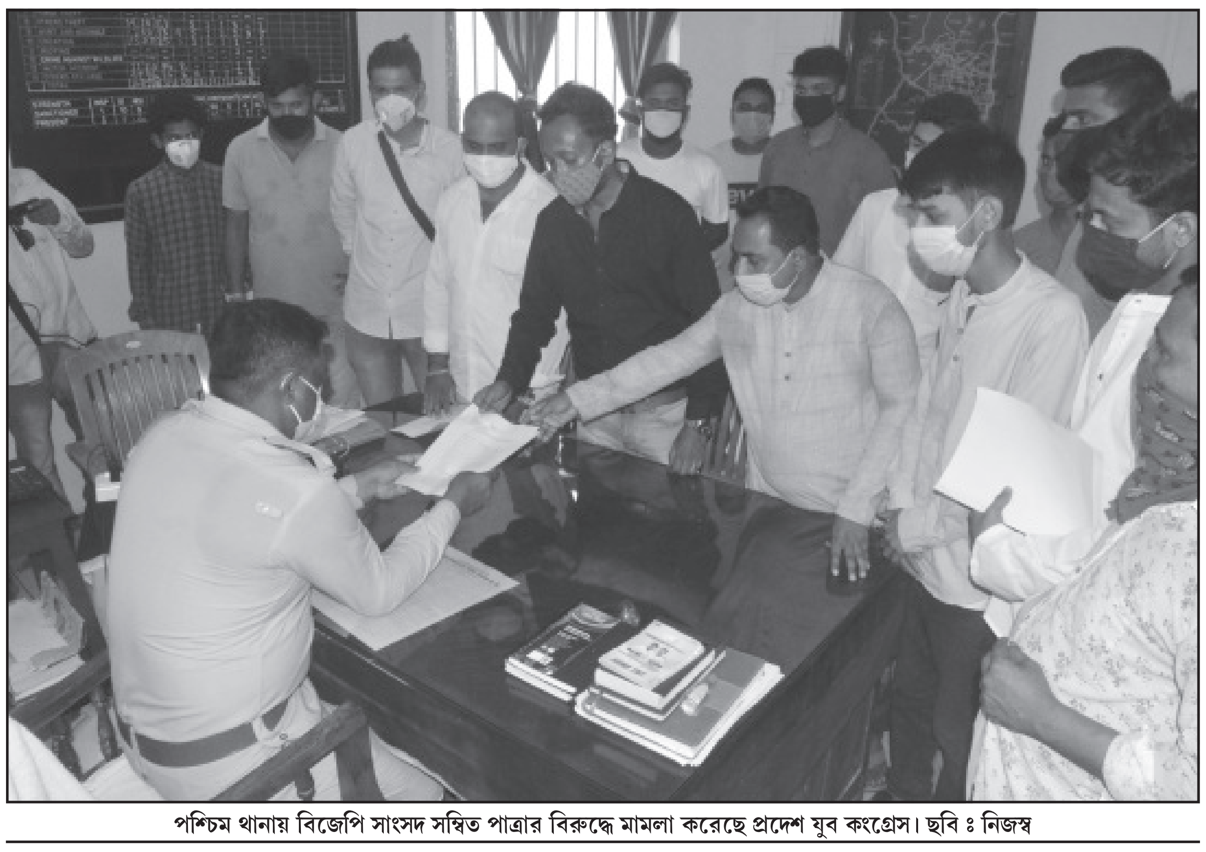

পশ্চিম থানায় বিজেপি সাংসদ সম্বিত পাত্রার বিরুদ্ধে মামলা করেছে প্রদেশ যুব কংগ্রেস। ছবি ঃ নিজস্ব

২৪ লক্ষ ছাড়াল করোনা-সংক্রমণ, ভারতে মৃত্যু বেড়ে ৪৮,০৪০ : স্বাস্থ্য মন্ত্রক

নয়াদিল্লি, ১৪ আগস্ট (হি.স.): কোভিড-১৯ সংক্রমণে ফের রেকর্ড ভারতে, একলাফে অনেকটাই বাড়ল মৃত্যুর সংখ্যা। বাড়তে বাড়তে শুক্রবার সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে করোনা-আক্রান্তের সংখ্যা ২৪,৬১, ১৯১-এ পৌঁছে গেল। ভারতে বিগত ২৪ ঘন্টায় (বৃহস্পতিবার সারাদিনে) নতুন করে কোভিড-১৯ ভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে ১,০০৭ জনের মৃত্যু হয়েছে। শেষ ২৪ ঘন্টায় ভারতে নতুন করে সংক্রমিত হয়েছেন ৬৪,৫৫৩ জন। শুক্রবার সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে কোভিড-১৯ ভাইরাসে মৃতের সংখ্যা বেড়ে হল ৪৮,০৪০ জন এবং মোট সংক্রমিত ২৪,৬১, ১৯১ জন। এখনও পর্যন্ত করোনা-মুক্ত হয়েছেন ১৭,৫১, ৫৫৬ জন। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রকের রিপোর্ট অনুযায়ী, শুক্রবার সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে সক্রিয় করোনা রোগীর সংখ্যা ৬ লক্ষ ৬১ হাজার ৫৯৫।

কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রক বুলেটিনে জানিয়েছে, ৪৮, ০৪০ জনের মধ্যে আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জে ২২ জনের মৃত্যু হয়েছে, অন্ধ্র প্রদেশে ২,৩৭৮ জনের মৃত্যু হয়েছে, অরুণাচল প্রদেশে ৪ জন, অসমে ১৬৯ জন, বিহারে ৪২৬ জনের, চণ্ডীগড়ে ২৭ জন, ছত্তিশগড়ে ১১৪ জন, দাদর ও নগর হাভেলি এবং দমন ও দিউতে দু''জনের মৃত্যু হয়েছে, দিল্লিতে মৃত্যু হয়েছে ৪,১৬৭ জনের, গোয়া ৯১ জন, গুজরাটে ২,৭৩১ জনের, হরিয়ানায় ৫১১ জনের, হিমাচল প্রদেশে ১৯ জনের, জম্মু-কাশ্মীরে ৫০৯ জনের, ঝাড়খণ্ডে ২০৯ জনের, কর্ণাটকে ৩,৬১৩ জন প্রাণ হারিয়েছেন, কেরলে ১২৯ জন, লাদাখে ৯ জন, মধ্যপ্রদেশে ১, ০৬৫ জন, মহারাষ্ট্রে ১৯,০৬৩ জনের মৃত্যু হয়েছে, মণিপুরে ১৩ জন, মেঘালয়ে ৬ জন, নাগাল্যান্ডে ৮ জন, ওড়িশায় ৩১৪ জনের, পুদুচেরিতে ১০২ জন, পঞ্জাবে ৭০৬ জন, রাজস্থানে ৮৩৩ জনের, সিকিমে একজন, তামিলনাড়ুতে ৫,৩৯৭ জন, তেলেঙ্গানায় ৬৭৪ জন, ত্রিপুরায় ৪৬ জন, উত্তরাখণ্ডে ১৪৩ জন, উত্তর প্রদেশে ২,২৮০ জন এবং পশ্চিমবঙ্গে ২,২৫৯ জন প্রাণ হারিয়েছেন।

কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রক বুলেটিনে জানিয়েছে, ভারতে এই মুহূর্তে মৃত্যু হয়েছে ১.৯৫ শতাংশ মানুষের, সুস্থ হয়েছেন ৭১.১৭ শতাংশ মানুষ এবং চিকিৎসাধীন ২৬.৮৮ শতাংশ মানুষ।

কোভিড-১৯ ভাইরাসকে ঠেকাতে ও সংক্রমণের গতিবিধি বুঝতে ভারতে দ্রুততার সঙ্গে বেড়েই চলেছে করোনা-পরীক্ষা। ১৩ আগস্ট পর্যন্ত ভারতে মোট ২,৭৬, ৯৪,৪১৬টি নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছে। শুক্রবার সকালে ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অফ মেডিক্যাল রিসার্চ (আইসিএমআর) জানিয়েছে, শুধুমাত্র ১৩ আগস্ট ৮,৪৮,৭২৮টি স্যাম্পেল টেস্ট করা হয়েছে। এর আগে বুধবার সারা দিনে ৮,৩০, ৩৯১টি স্যাম্পেল পরীক্ষা করা হয়েছিল।

৪ বেড়ে পুদুচেরিতে মৃত্যু ১০৬ জনের, রাজ্যজুড়ে করোনা-সংক্রমিত ৬,৯৯৫

পুদুচেরি, ১৪ আগস্ট (হি.স.): পুদুচেরিতে কোভিড-১৯ ভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যু হল আরও ৪ জনের। এছাড়াও রাজ্যের নতুন করে সংক্রমিত হয়েছেন ৩২৮ জন। ফলে পুদুচেরিতে করোনায় মৃত্যু ও আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে হল ১০৬ এবং ৬,৯৯৫।

পুদুচেরির স্বাস্থ্য এবং পরিবার কল্যাণ মন্ত্রকের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, শুক্রবার সকাল দশটা পর্যন্ত রাজ্যে মৃত্যু হয়েছে ৪ জনের এবং আক্রান্ত হয়েছেন ৩২৮ জন। কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল পুদুচেরিতে এই মুহূর্তে সক্রিয় রোগীর সংখ্যা ২,৮৮০ এবং সুস্থ হয়েছেন ৪,০০৯ জন।

১১ বেড়ে দিল্লিতে মৃত্যু ৪,১৭৮ জনের, রাজ্যজুড়ে করোনা-সংক্রমিত ১, ৫০,৬৫২

নয়াদিল্লি, ১৪ আগস্ট (হি.স.): দিল্লিতে কোভিড-১৯ ভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যু হল আরও ১১ জনের। এছাড়াও রাজধানীতে নতুন করে সংক্রমিত হয়েছেন ১, ১৯২ জন। ফলে দিল্লিতে করোনায় মৃত্যু ও আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে হল ৪,১৭৮ এবং ১,৫০, ৬৫২।

দিল্লি স্বাস্থ্য এবং পরিবার কল্যাণ মন্ত্রকের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, দিল্লিতে নতুন করে মৃত্যু হয়েছে ১১ জনের এবং আক্রান্ত হয়েছেন ১,১৯২ জন। রাজধানীতে এই মুহূর্তে সক্রিয় রোগীর সংখ্যা ১১,৩৬৬ এবং সুস্থ হয়েছেন ১,৩৫,১০৮ জন।

ফের হাসপাতাল প্রত্যাখ্যানের জেরে মৃত্যু হল রোগীর

কলকাতা, ১৪ আগস্ট (হি স): ফের হাসপাতালের বিরুদ্ধে উঠল অমানবিকতার অভিযোগ। ফের হাসপাতাল প্রত্যাখ্যানের জেরে মৃত্যু রোগীর। এবার কাঠগড়ায় তিনটি হাসপাতাল।

অভিযোগ উঠেছে, স্নায়ু রোগের ভুগছিলেন মোহনপুরের বছর ২৩ - র যুবক। হঠাৎই ওই যুবকের শারীরিক অবস্থা খারাপ হাওয়ায় ওই যুবককে নিয়ে যাওয়া হয় হাসপাতালে উদ্দেশ্যে। প্রথমে ওই যুবককে নিয়ে যাওয়া হয় বারাকপুরের এক বেসরকারি হাসপাতালে। কিন্তু সেই হাসপাতাল ওই যুবককে ভরতে নিতে অস্বীকার করে। এরপর ওই যুবককে মাতৃসদনে নিয়ে যাওয়া হলে করোনা সন্দেহে ফেরায় পুরসভা পরিচালিত মাতৃসদনও। এরপর সেখান থেকে ওই যুবককে নিয়ে যাওয়া হয় বি এন বসু হাসপাতলে। কিন্তু সেখানে ওই যুবককে ইঞ্জেকশন দিয়ে রেফার বি এন বসু হাসপাতালেরও। এবার সেখান থেকে ওই যুবককে সাগর দত্ত মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে উদ্দেশ্য নিয়ে যাওয়া হয়। সাগর দত্ত হাসপাতালে আনার পথে অবস্থার অবনতি হয় তার। এরপর মৃত্যু হয় ওই যুবকের। ঘটনায় ক্ষোভে ফেটে পড়েছে যুবকের পরিবারের লোকেরা।

বেঙ্গালুরুতে হিংসা-মামলায় গ্রেফতার আরও ৬০ জন, পাকড়াও কালীম পাশাও

বেঙ্গালুরু, ১৪ আগস্ট (হি.স.): কর্ণাটকের রাজধানী বেঙ্গালুরুতে হিংসা-মামলায় আরও ৬০ জনকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। ধৃত ৬০ জনের মধ্যে নাগওয়ারা ওয়ার্ডের বিবিএমপি কর্পোরেটর ইরশাদ বেগমের স্বামী কালীম পাশাও রয়েছে। শুক্রবার সকালে বেঙ্গালুরুর যুগ্ম পুলিশ কমিশনার (অপরাধ) সন্দীপ পাটিল জানিয়েছেন, বেঙ্গালুরুতে ১১ আগস্ট হিংসার ঘটনায় আরও ৬০ জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। সবমিলিয়ে মোট ২০৬ জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। যুগ্ম পুলিশ কমিশনার আরও জানিয়েছেন, ধৃত ৬০ জনের মধ্যে নাগওয়ারা ওয়ার্ডের বিবিএমপি কর্পোরেটর ইরশাদ বেগমের স্বামী কালীম পাশাও রয়েছে।

প্রসঙ্গত, বেঙ্গালুরুর কংগ্রেস নেতা অখণ্ড শ্রীনিবাস মূর্তির এক আত্মীয়ের একটি ফেসবুক পোস্ট ঘিরে গত মঙ্গলবার হিংসা ছড়িয়ে পড়ে পূর্ব বেঙ্গালুরুতে। ওই কংগ্রেস নেতার বাড়িতে চড়াও হয় এক দল দুষ্কৃতী।

থানায় হামলা চালানো হয়, সরকারি সম্পত্তি নষ্ট করা হয়। খবর পেয়ে পুলিশ পরিস্থিতি সামাল দিতে এলে, তাদের সঙ্গেও সংঘর্ষ বাধে ওই দুষ্কৃতীদের। তাতে ৬০ জন পুলিশকর্মী জখম হন। হাঙ্গামাকারীদের হটাতে পুলিশ গুলি চালালে মৃত্যু হয় তিন জনের।

প্রণব মুখোপাধ্যায়ের শারীরিক অবস্থায় পরিবর্তন নেই, রয়েছেন ভেন্টিলেশনেই

নয়াদিল্লি, ১৪ আগস্ট (হি.স.): প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি প্রণব মুখোপাধ্যায়ের শারীরিক অবস্থায় কোনও পরিবর্তনই নেই। এখনও ভেন্টিলেশনেই রয়েছেন তিনি। ৮৪ বছর বয়সী প্রাক্তন রাষ্ট্রপতির ভাইটাল প্যারামিটার স্থিতিশীল রয়েছে। শুক্রবার সকালে দিল্লির আর্মি রিসার্চ এন্ড রেফারেল হাসপাতালের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, শুক্রবার সকালেও প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি প্রণব মুখোপাধ্যায়ের শারীরিক অবস্থায় কোনও পরিবর্তন নেই। শারীরিক অবস্থার অন্যান্য মাপকাঠি স্থিতিশীল অবস্থাতেই রয়েছে। তাঁকে ভেন্টিলেশনেই রাখা হয়েছে। প্রণবের শারীরিক অবস্থা নিয়ে যথেষ্ট উদ্বেগ ও উৎকণ্ঠার মধ্যে রয়েছে সমগ্র দেশবাসী। প্রত্যেকেই চাইছেন প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি যেন দ্রুত সুস্থ হয়ে ওঠেন। গত রবিবার রাতে দিল্লির রাজাজি মার্গের বাসভবনে পড়ে যাওয়ার পরে প্রণবকে দিল্লির সেনা হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছিল। তাঁর মস্তিষ্কে রক্ত জমাট বেঁধেছিল। অস্ত্রোপচারের আগে শারীরিক পরীক্ষা করতে গিয়ে তাঁর করোনা-সংক্রমণ ধরা পড়ে। ৮৪ বছর বয়সি প্রণবের মস্তিষ্কে অস্ত্রোপচারের পরে তাঁর শরীরের অবস্থার উন্নতির বদলে অবনতিই হয়েছে।

মেয়েরা জাতির সম্পদ কন্যাশ্রী দিবসে মন্তব্য মুখ্যমন্ত্রীর

কলকাতা, ১৪ আগস্ট (হি. স.) : মেয়েরা জাতির সম্পদ শুক্রবার কন্যাশ্রী দিবসে মন্তব্য করলেন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

তিনি টুইটে লিখলেন, মেয়েদের জন্য আমরা গর্বিত। ২০১৩ সালে শুরু হয় কন্যাশ্রী প্রকল্প। আমরা এর জন্য রাষ্ট্রসঙ্ঘের প্রথম পুরস্কার পেয়েছি। প্রায় ৬৭ লক্ষ কন্যা এই প্রকল্পে স্বীকৃতি পেয়েছে।

অনন্যা নামে একজন টুইটে মুখ্যমন্ত্রীকে লিখেছেন, "কন্যাশ্রী যুবশ্রী ভাগ্যশ্রী সবই তো হল। কিন্তু বেকারদের চাকরি কবে হবে ? দীর্ঘদিন ধরে কোর্টে আপার প্রাইমারি ঝুলে আছে। যেই দেখছেন ভোট আসছে তখন আপনাদের টনক নড়ে। অনৈতিক ছঙ্ঙ্ক বাতিল করুন নাহলে কোর্ট সরকারের মুখে ঝামা ঘষে দেবে। তখন বুঝবেন কত ধানে কত চাল।" কাকলী দেবনাথ টুইটে জবাব দিয়েছেন, "মহাশয়া,,

আরও একবার আপনার কাছে বিনীত নিবেদন,রাজ্যে লক্ষ লক্ষ গ্রুপ ডি শূন্যপদ ফাঁকা পড়ে আছে। মাননীয়া,আপনার নিকট করজোড়ে অনুরোধ 'আপডেটেড ভেকেন্সিতে সকল WBGDRB-২০১৭ গ্রুপ-ডি wait -listed কর্মপ্রার্থীদের চাকরি সুনিশ্চিত করুন'।ভালো থাকবেন, প্রণাম নেবেন আশাহত করবেন না।"

পিঙ্কি কুন্ডু একটি মামলার প্রেক্ষিত দিয়ে মুখ্যমন্ত্রীকে লিখেছেন, হাইকোর্ট ১৭৫ জনকেই পাশ করানোর নির্দেশ দিয়েছিল কিন্তু পর্ষদ ১৭৫ জনের মধ্যে ১৩০ জনকে পাশ করাল ৪৫ জনকে পাশ করাল না।পর্ষদের 'আনসর কি' ভুল ছিল সেখানে হাইকোর্টের রায় থাকা সত্ত্বেও ৪৫ জন তাদের প্রাপ্য নম্বর কেন পেলো না?

স্বাধীনতা দিবসের প্রস্তুতি সম্পূর্ণ, কড়া নিরাপত্তা বলয়ে গুয়াহাটি

গুয়াহাটি, ১৪ আগস্ট (হি.স.) : আগামীকাল ১৫ আগস্ট, দেশের ৭৪ তম স্বাধীনতা দিব। অসমে এবার সরকারি মূল অনুষ্ঠান হবে গুয়াহাটি হাইকোর্ট সংলগ্ন জাজেস ফিল্ডে। এ বছর করোনা অতিমারির আবহে অনুষ্ঠেয় স্বাধীনতা দিবস উদযাপন করতে সমগ্র রাজ্যের পাশাপাশি কামরূপ মহানগর জেলা প্রশাসনও যাবতীয় প্রস্তুতি সম্পূর্ণ করে ফেলেছে। স্বাস্থ্য দফতরের বেঁধে দেওয়া নিয়মাবলির মাধ্যমে স্বাধীনতা দিবস পালনের জন্য কামরূপ মেট্রো জেলা প্রশাসন গৃহীত ব্যবস্থাবলি বাস্তবায়নে মহানগরবাসীর সহযোগিতা কামনা করেছে। এদিকে স্বাধীনতা দিবসে যে কোনও নাশকতা ঠেকাতে রাজধানী গুয়াহাটি-সহ রাজ্যের প্রায় সব প্রান্তে সুরক্ষা ব্যবস্থা জোরদার করা হয়েছে। স্থান বিশেষে জারি করা হয়েছে হাই অ্যালার্ট। রাজ্যের সদর পুলিশ দফতর থেকে প্রতিটি জেলা ও থানাকে এ ব্যাপারে তীক্ষ্ণ নজর রেখে অতি সতর্ক থাকতে বলা হয়েছে। এদিকে রাজধানী গুয়াহাটিতে যাতে কোনও সন্দেহজনক সন্ত্রাসী বা দুষ্কৃতী প্রবেশ করতে না পারে সেজন্য জলপথ, সড়কপথ, রেলপথের উপর বিশেষ নজর রাখা হচ্ছে। গত প্রায় সপ্তাহদিন ধরে অসম পুলিশের বিভিন্ন দল ব্রহ্মপুত্র নদের উপর শরাইঘাটের পুরনো ও নতুন সেতুতে নজরদারি রেখেছে। এছাড়া বিভিন্ন ঘাট যেমন উত্তর গুয়াহাটির পারাপার ঘাট, পাণ্ডুঘাট, শুক্লেশ্বরঘাটে পুলিশ ও আধাসেনারা টহল দিচ্ছেন। এদিকে পুলিশের পৃথক দল ব্রহ্মপুত্র নদে নৌকা সহযোগে টহল দিয়ে চলেছেন। নদীতে জল পুলিশ, ট্রেন ও রেলওয়ে স্টেশনে আরপিএফ-জিআরপিএস, ভূতল সড়কে আধাসেনা ও সাধারণ পুলিশ প্রতিটি যানবাহনে তল্লাশি করছে। স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষ্যে গুরুত্বপূর্ণ রেলস্টেশনগুলিতে নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করা হয়েছে। স্বাধীনতা দিবসের প্রতি লক্ষ রেখে উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেল গুয়াহাটি রেলস্টেশনে অতিরিক্তভাবে নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করেছে। স্টেশনে সর্বক্ষণ কুইক রেসপন্স টিমের নিরাপত্তারক্ষী পালা করে মোতায়েন করা হয়েছে। এই টিমে রয়েছেন সশস্ত্র আরপিএসএফ জওয়ানদের সাথে আরপিএফ-কর্মীরা। স্টেশনের প্রত্যেকটি শিফটে প্রায় ৩০ জন জিআরপিএস জওয়ান নিরাপত্তা রক্ষার ক্ষেত্রে সহযোগিতা করছেন। সুরক্ষা ব্যবস্থা জোরদার করা হয়েছে কামাখ্যা স্টেশন ও আশপাশ এলাকায়ও। রেলওয়ে পুলিশ বাহিনী স্টেশনের আশপাশের এলাকায় অনেক ঝুপড়ি ভেঙে ফেলেছে। এছাড়া কামাখ্যা স্টেশনে নিয়মিত তল্লাশি অভিযান চালানো হচ্ছে। নাশকতার আশঙ্কা রয়েছে এ ধরনের রেলস্টেশন চত্বরে মোতায়েন করা হয়েছে নিরাপত্তা রক্ষী। রয়েছে পেট্রোলিঙের ব্যবস্থা। রেলস্টেশন, ট্রেন, প্ল্যাটফর্ম চত্বরে স্নিফার ডগ দিয়ে নাশকতাবিরোধী অভিযান চালানো হচ্ছে। কর্মক্ষম করা হয়েছে সিসিটিভি ক্যামেরাগুলিকে। সমস্ত বড় স্টেশন ও ইয়ার্ডগুলোতে আগাম সাবধানতামূলক ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। রাতে স্টেশন আর ইয়ার্ডে গিয়ে গ্যাজেটেড অফিসাররা নজরদারি করেন। এছাড়া গুয়াহাটি মহানগরের দিশপুর, খানাপাড়া-সহ সব ব্যস্ত এলাকায় মোতায়েন করা হয়েছে সোদা পোশাকের পুলিশ ও নিরাপত্তাকর্মী।

তেলেঙ্গানায় করোনায় মৃত্যু বেড়ে ৬৭৪, সুস্থ হয়েছেন ৬৪,২৮৪ জন

হায়দরাবাদ, ১৪ আগস্ট (হি.স.): তেলেঙ্গানায় কোভিড-১৯ ভাইরাসের প্রকোপে রাশ টানাই যাচ্ছে না। তেলেঙ্গানায় নতুন করে কোভিড-১৯ ভাইরাসে সংক্রমিত হয়েছেন ১,৯২১ জন এবং মৃত্যু হয়েছে আরও ৯ জনের। বিগত ২৪ ঘন্টায় সুস্থ হয়েছেন ১,২১০ জন। ফলে তেলেঙ্গানায় কোভিড-১৯ ভাইরাসে আক্রান্ত ও মৃত্যুর সংখ্যা বেড়ে হল, যথাক্রমে-৮৮, ৩৯৬ এবং ৬৭৪।

শুক্রবার সকালে তেলেঙ্গানা সরকারের স্বাস্থ্য মন্ত্রকের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, তেলেঙ্গানায় নতুন করে কোভিড-১৯ ভাইরাসে সংক্রমিত হয়েছেন ১,৯২১ জন এবং মৃত্যু হয়েছে আরও ৯ জনের। রাজ্যজুড়ে ইতিমধ্যেই সুস্থ হয়েছেন ৬৪,২৮৪ জন। বৃহস্পতিবার রাত আটটা পর্যন্ত সক্রিয় করোনা রোগীর সংখ্যা ২৩,৪৩৮।

ফের সর্বোচ্চ রেকর্ড! ১৩ আগস্ট ভারতে ৮.৪৮ লক্ষেরও বেশি করোনা-পরীক্ষা

নয়াদিল্লি, ১৪ আগস্ট (হি.স.): কোভিড-১৯ নমুনা পরীক্ষায় ফের সর্বোচ্চ রেকর্ড গড়ল ভারত। ভারতে বিগত ২৪ ঘন্টায় ৮.৪৮ লক্ষেরও বেশি কোভিড-১৯ নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছে। ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অফ মেডিক্যাল রিসার্চ (আইসিএমআর)-এর পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, ভারতে এক দিনে (বৃহস্পতিবার সারা দিনে) ৮, ৪৮,৭২৮টি স্যাম্পেল টেস্ট করা হয়েছে, যা এখনও পর্যন্ত সর্বোচ্চ রেকর্ড।

কোভিড-১৯ ভাইরাসকে ঠেকাতে ও সংক্রমণের গতিবিধি বুঝতে ভারতে দ্রুততার সঙ্গে বেড়েই চলেছে করোনা-পরীক্ষা। ১৩ আগস্ট পর্যন্ত ভারতে মোট ২,৭৬,৯৪,৪১৬টি নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছে। শুক্রবার সকালে ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অফ মেডিক্যাল রিসার্চ (আইসিএমআর) জানিয়েছে, শুধুমাত্র ১৩ আগস্ট ৮,৪৮,৭২৮টি স্যাম্পেল টেস্ট করা হয়েছে। এর আগে বুধবার সারা দিনে ৮,৩০, ৩৯১টি স্যাম্পেল পরীক্ষা করা হয়েছিল।

১০ বেড়ে ওড়িশায় মৃত্যু ৩২৪ জনের, করোনা-আক্রান্ত ৫৪,৬৩০

ভুবনেশ্বর, ১৪ আগস্ট (হি.স.): ওড়িশায় লাফিয়ে লাফিয়ে বেড়েই চলেছে করোনাভাইরাসে আক্রান্তের সংখ্যা। বিগত ২৪ ঘন্টায় ওড়িশায় নতুন করে আক্রান্ত হয়েছেন ১,৯৭৭ জন। ফলে ওড়িশায় করোনা-আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে হল ৫৪,৬৩০। রাজ্যে নতুন করে মৃত্যু হয়েছে আরও ১০ জনের, ফলে মৃতের সংখ্যা বেড়ে হল ৩১২৪। শুক্রবার সকালে ওড়িশা স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রকের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, বিগত ২৪ ঘন্টায় নতুন করে ১,৯৭৭ জন সংক্রমিত হওয়ার পর মোট আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে হল ৫৪,৬৩০।

বিগত ২৪ ঘন্টায় আক্রান্তের সংখ্যা সর্বাধিক খুরদা জেলায়, এই জেলায় আক্রান্ত হয়েছেন ৩৩২ জন, গঞ্জামে ২৮০ জন, কটকে ১০১ জন সংক্রমিত এবং কান্ধামালে ৬০ জন সংক্রমিত হয়েছেন। সবমিলিয়ে রাজ্যজুড়ে মোট ১,৯৭৭ জন শেষ ২৪ ঘন্টায় সংক্রমিত হয়েছেন। ওড়িশায় এই মুহূর্তে সক্রিয় করোনা-রোগীর সংখ্যা ১৬, ৩৫৩ এবং সুস্থ হয়েছেন ৩৭,৯০০ জন।

মধ্যরাতে পতাকা উত্তোলন সতর্ক করলেন মমতা

কলকাতা, ১৪ আগস্ট (হি. স.) : রাত পোহালেই স্বাধীনতা দিবস। প্রতি বছর রাত ১২টায় বিভিন্ন অঞ্চলে পতাকা উত্তোলনের মাধ্যমে এই মাহেন্দ্রক্ষণকে স্মরণ করা হয়। কিন্তু এবার সকলকে সতর্ক থাকার আবেদন করলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

শুক্রবার টুইটে তিনি বলেন, "এবারও ওরকম হোক। তবে খুব সতর্কভাবে। সমবেতদের মুখে যেন মাস্ক থাকে। আর, দূরত্বের বিধি যেন মানা হয়। আমাদের দেশকে অনেক বাধা পেরোতে হয়েছে। এই বাধাও আমরা অতিক্রম করব। জয় হিন্দ। বন্দেমাতরম।" হিন্দুস্থান সমাচার/ অশোক

কাছাড়ে করোনা-আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে ৩,৭৫৩

শিলচর (অসম), ১৪ আগস্ট (হি.স.) : আজ শুক্রবার এই খবর লেখা পর্যন্ত ৯৩ জন কোভিড পজিটিভ পাওয়া গেছে কাছাড়ে জেলায়। জেলা স্বাস্থ্য বিভাগ থেকে জানানো হয়েছে, এখনও বহু টেস্ট রিপোর্ট না আসায় এই সংখ্যা রাত পর্যন্ত আরও বাড়তে পারে বলে ধারণা করছে জেলা স্বাস্থ্য দফতর। আজ কাছাড় জেলায় মোট ১,১৮৪ জনের রেপিড অ্যান্টিজেন টেস্ট করা হয়েছিল। যার মধ্যে রেপিড অ্যান্টিজেন টেস্টে পজিটিভ ধরা পড়েছেন ৮০ এবং ১৩ জন আরটিপিসিআর টেস্টে পজিটিভ বলে শনাক্ত হয়েছেন।

এ নিয়ে জেলায় করোনায় মোট আক্রান্তের সংখ্যা গিয়ে দাঁড়িয়েছে ৩, ৭৫৩-এ। বর্তমানে সক্রিয় রোগীর সংখ্যা ১,৫৮৩ এবং বিভিন্ন হাসপাতাল থেকে ডিসচার্জ করা হয়েছে ২,১৫৯ জনকে। করোনা আক্রান্ত হয়ে কাছাড় জেলায় মারা গেছেন ১১ জন।

হিমাচলে তিনটি গাড়ির উপর এসে পড়ল পাথর, মৃত্যু দু''জনের

মান্ডি, ১৪ আগস্ট (হি.স.): সব্জি-সহ নিত্য প্রয়োজনীয় সামগ্রী নিয়ে কুল্লু অভিমুখে যাচ্ছিল ট্রাক-সহ তিনটি গাড়ি। আচমকাই ভূমিধসের জেরে বিশালাকার পাথর গড়িয়ে এসে পড়ে ওই তিনটি গাড়িতে। পাথরের আঘাতে গাড়ি তিনটি ভেঙে দুমড়ে মুচড়ে যায়, এই দুর্ঘটনায় মৃত্যু হয়েছে দু''জনের। এছাড়াও ৩ জন গুরুতর আহত হয়েছেন। শুক্রবার সকালে দুর্ঘটনাটি ঘটেছে মান্ডি জেলার হানোগি মন্দিরের কাছে।

পুলিশ ও প্রত্যক্ষদর্শীরা জানিয়েছেন, শুক্রবার সকালে হানোগি মন্দিরের কাছে আচমকাই ধস নামে, কোনও কিছু বুঝে ওঠার আগেই পাহাড় থেকে বিশালাকার পাথর গড়িয়ে এসে পড়ে তিনটি গাড়িতে। ওই গাড়িগুলি সব্জি-সহ নিত্য প্রয়োজনীয় সামগ্রী নিয়ে কুল্লু অভিমুখে যাচ্ছিল। দুর্ঘটনায় প্রাণ হারিয়েছেন দু''জন এবং ৩ জন আহত হয়েছেন।

শ্রীনগরের উপকণ্ঠে সন্ত্রাসী হামলা, মৃত্যু দু''জন পুলিশ কর্মীর

শ্রীনগর, ১৪ আগস্ট (হি.স.): কাশ্মীর উপত্যকায় ফের সন্ত্রাসী উপদ্রব! শ্রীনগর শহরের উপকণ্ঠে নৌগাম বাইপাসের কাছে জঙ্গি হামলায় প্রাণ হারালেন দু''জন পুলিশ কর্মী। এছাড়াও একজন পুলিশ কর্মী গুরুতর জখম হয়েছেন। শুক্রবার সকালে নৌগাম বাইপাসের কাছে পুলিশ কর্মীদের লক্ষ্য করে এলোপাথাড়ি গুলি চালায় জঙ্গিরা। সন্ত্রাসী হামলায় ৩ জন পুলিশ কর্মী জখম হন, তাঁদের মধ্যে দু''জনের মৃত্যু হয়েছে। হামলা চালানোর পরই সুযোগ বুঝে পালিয়ে যায় জঙ্গিরা। গোটা এলাকা ঘিরে চিরুনি তল্লাশি চালানোর পরও জঙ্গিদের খুঁজে পাওয়া যায়নি। জখম অবস্থায় একজন পুলিশ কর্মীকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

নওগাম-হামলার নেপথ্যে জইশ জঙ্গিদের হাত রয়েছে : বিজয় কুমার

শ্রীনগর, ১৪ আগস্ট (হি.স.): শ্রীনগরের উপকণ্ঠে নওগাম বাইপাসে সন্ত্রাসী হামলার নেপথ্যে জইশ-ই-মহম্মদ জঙ্গিদের হাত রয়েছে। জানিয়ে দিলেন কাশ্মীর রেঞ্জ, ইন্সপেক্টর জেনারেল অফ পুলিশ (আইজিপি) বিজয় কুমার। শুক্রবার সন্ত্রাসী হামলার পর সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে আইজিপি জানিয়েছেন, নওগাম বাইপাসে সন্ত্রাসী হামলার নেপথ্যে জইশ-ই-মহম্মদ জঙ্গিদেরই হাত রয়েছে। হামলাকারীদের শীঘ্রই নিকেশ করা হবে।

স্বাধীনতা দিবসের আগে কড়া নিরাপত্তায় মুড়ে ফেলা হয়েছে কাশ্মীর উপত্যকা। তার মধ্যেই ফাঁক-ফোকর গলে শুক্রবার সকালে শ্রীনগরের উপকণ্ঠে হামলা চালায় জঙ্গিরা। শুক্রবার সকালে পুলিশ কর্মীদের লক্ষ্য করে হামলা চালায় সন্ত্রাসীরা। তাতে দুই পুলিশকর্মীর মৃত্যু হয়েছে। আশঙ্কাজনক অবস্থায় হাসপাতালে ভর্তি আরও এক জন।

এই হামলা প্রসঙ্গে আইজিপি জানিয়েছেন, গুলশান গলি থেকে আসে দু''জন জঙ্গি, জওয়ানদের পিছন থেকে নির্বিচারে গুলি করে। দু''জন পুলিশ কর্মী শহিদ হয়েছেন। এই হামলার নেপথ্যে জইশ-ই-মহম্মদের হাত থাকতে পারে। সন্ত্রাসীদের চিহ্নিত করা হচ্ছে।

করোনা আক্রান্ত শিল্পী এসপি বালাসুব্রহ্মন্যম, অবস্থা সঙ্কটজনক

চেন্নাই, ১৪ আগস্ট (হি স): এবার করোনা হানা দিল সঙ্গীত মহলে। করোনা আক্রান্ত বর্ষিয়ান সঙ্গীত শিল্পী এসপি বালাসুব্রহ্মন্যম। ভর্তি করা হয়েছে চেন্নাইয়ের এমজিএম হেলথকেয়ার হাসপাতালে। কিন্তু শুক্রবার সঙ্গীত শিল্পীর অবস্থা সংকটজনক খবর হাসপাতাল সূত্রে।

বালাসুব্রহ্মন্যম হিন্দি, তামিল, তেলগু, কন্নড় ও মালায়ালাম ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রিতে অত্যন্ত জনপ্রিয়। কিন্তু এরই মাঝে গত ৫ আগস্ট করোনা সংক্রমণ নিয়ে হাসপাতালে ভর্তি হয়েছিলেন সংগীতশিল্পী। হাসপাতাল সূত্রের খবর, ১৩ আগস্ট রাত থেকে তাঁর শারীরিক অবস্থার অবনতি হয়। শারীরিক অবস্থা স্থিতিশীল বলে বৃহস্পতিবার জানানো হয়েছিল হাসপাতালের তরফে। কিন্তু এরই মাঝে শুক্রবার হাসপাতালের তরফে স্বাস্থ্য বুলেটিনে জানান হয়েছে, বর্তমানে আইসিসিতে ৭৪ বছরের শিল্পীকে লাইফ সাপোর্টে রাখা হয়েছে। ক্রিটিক্যাল কেয়ার বিশেষজ্ঞদের একটি দল তাঁর শারীরিক পরিস্থিতির দিকে নজর রাখছেন।

তৃণমূলপন্থী বুদ্ধিজীবীদের একহাত নিলেন তথাগত রায়

কলকাতা, ১৪ আগস্ট (হি. স.) : তথাকথিত তৃণমূলপন্থী বুদ্ধিজীবীদের বিরুদ্ধে একহাত নিলেন মেঘালয়ের রাজ্যপাল তথাগত রায়।

শুক্রবার তিনি টুইটে লিখেছেন, "কি, একটু একটু লজ্জা হচ্ছে না কি? হিন্দু কোনো দোষ করলে চেঁচিয়ে আকাশ ফাটাবেন, মাথার চুল ছিড়বেন, পথের মোড়ে ডিগবাজি খাবেন উ আর মুসলমান দোষ করলে ? যোগনিদ্রায় চলে যাবেন? কিন্তু এই ভণ্ডামি মানুষ ধরে ফেলেছে উ' অপর্ণা সেন, শুভাপ্রসন্ন, বিভাস চক্রবর্তী, জয় গোস্বামী, রুদ্রপ্রসাদ সেনগুপ্ত, সুবোধ সরকার এবং অরিন্দম শীলের ছবি-সহ এই টুইট করা হয়েছে। সুমন কান্তি মান্না নামে এক ব্যক্তি টুইটে লেখেন, "বেঙ্গালুরুতে এত বড় দাঙ্গা হলো! কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এইসব দাঙ্গাবাজদের বিরুদ্ধে আমাদের বুদ্ধিজীবী বাবুরা এখনো পর্যন্ত মোমবাতি হাতে নিয়ে রাস্তায় নেমে প্রতিবাদ করেনি। এইসব বুদ্ধিজীবীরা ধর্ম দেখে প্রতিবাদ করে।'

এর প্রতিক্রিয়াতেই তথাগতবাবু ওই মন্তব্য করেন। হিন্দুস্থান সমাচার / অশোক

স্বাধীনতা দিবসে বিশেষ স্ট্যাম্প প্রকাশ করবে ডাকবিভাগ

কলকাতা, ১৪ আগস্ট (হি. স.) : স্প্যানিশ ফ্লু'র পর করোনা। অতিমারিকে স্মরণীয় করে রাখতে ডাকটিকিট, স্পেশ্যাল কভার, ক্যানসেলেশন স্ট্যাম্প প্রকাশ করছে ভারতীয় ডাকবিভাগ। শিরোনাম দেওয়া হচ্ছে 'বেঙ্গলকোভিড ওয়ারিওর্স'। যাতে সম্মান জানানো হচ্ছে কোভিডের বিরুদ্ধে বাংলার নাছোড় লড়াইকে!

বাংলার চিকিৎসক, স্বাস্থ্যকর্মী, পুলিশ, পুরকর্মী, ডাককর্মী-সহ কোভিডযুদ্ধে নামা সবাইকেই কুর্নিশ জানানো হচ্ছে। শনিবার স্বাধীনতা দিবসের দিন সকালবেলায় আনুষ্ঠানিকভাবে জিপিও'র রোটান্ডায় এই তিন স্মারকের উদ্বোধন। এমনটাই জানালেন পশ্চিমবঙ্গ সার্কেলের চিফ পোস্টমাস্টার জেনারেল মারভিন আলেকজান্ডার।

তিনি বলেন, "১৯২০ সালে স্প্যানিশ ফ্লু নিয়ে ব্রিটিশ ভারতে স্পেশ্যাল কভার প্রকাশিত হয়েছিল। তারপর কোনও মহামারী বা রোগ নিয়ে কোনও ডাক স্মারক প্রকাশিত হয়নি। সেই হিসাবে এটি ঐতিহাসিক পদক্ষেপ। যার শরিক হলেন বাংলার কোভিডযোদ্ধারা।" প্রথম পর্বে এক হাজার কপি স্পেশ্যাল কভার ছাপানো হচ্ছে। জিপিও থেকে ২০ টাকার বিনিময়ে যে কেউ এই কভার সংগ্রহ করতে পারবেন। অনলাইনে যাতে পাওয়া যায় তারও ব্যবস্থা হচ্ছে। হিন্দুস্থান সমাচার/ অশোক

শুক্রবার ও সপ্তাহান্তে ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা

কলকাতা, ১৪ আগস্ট (হি. স.) : গত সপ্তাহে নিম্নচাপের হাত ধরে দক্ষিনবঙ্গে ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টিপাতের আশঙ্কা করা হচ্ছিল। যদিও সেই ফাঁড়া কেটে যায় স্থলভাগে দুই বিপরীত ঘূর্ণাবর্তের জেরে। নিম্নচাপ চলে গিয়েছিল ওড়িশার পথে। এবারে আরও এক নিম্নচাপ সৃষ্টি হয়েছে বঙ্গোপসাগরে। তার জেরে শুক্রবার থেকে ভারী বৃষ্টি হতে পারে দক্ষিণবঙ্গের জেলাগুলিতে।

আবহাওয়া দফতর সূত্রের খবর, দক্ষিন-পূর্ব মৌসুমি বায়ুর হাত ধরেই বাংলা সহ দেশের বেশির ভাগ অংশেই বর্ষা আসে। কিন্তু এর আগে কোনওদিন বঙ্গোপসাগরের বুকে এত ঘন ঘন নিম্নচাপ বর্ষার সময় তৈরি হতে দেখা যায়নি যতটা না এই বছর চোখে পড়ছে। সাধারনই এই সব নিম্নচাপ তৈরি হয় বর্ষাকাল শুরুর আগে বা শেষের দিকে। এই সব নিম্নচাপগুলিই ঘূর্ণীঝড়ের চেহারা নেয়। কিন্তু স্থলভূমির কাছে তৈরি হলে তা জোরদার বৃষ্টি ঝরায় স্থলভূমিতে ঢুকে। এবারে সেই রকমই নিম্নচাপ ঘন ঘন তৈরি হতে দেখা যাচ্ছে উত্তর বঙ্গোপসাগরে।

আলিপুর আবহাওয়া দফতর সূত্রে জানা গিয়েছে, বাংলা ও ওড়িশা উপকূলের কাছে উত্তর বঙ্গোপসাগরে তৈরি হয়েছে নিম্নচাপ। এর প্রভাবে দক্ষিণবঙ্গে ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। এদিন থেকেই দক্ষিণবঙ্গে বৃষ্টি শুরু হবে। শনি ও রবিবারও বৃষ্টি হবে। শুক্র ও শনিবার মৎস্যজীবীদের বাংলা ও ওড়িশা উপকূলে সমুদ্রে যেতে নিষেধ করা হয়েছে। নিম্নচাপের প্রভাবে দক্ষিণবঙ্গের জেলাগুলিতে কলকাতা সহ গাঙ্গেয় পশ্চিমবঙ্গে টানা দু-তিন দিন বৃষ্টি হতে পারে বলে জানিয়েছে হাওয়া অফিস। তারমধ্যে শনি ও রবিবার বেশ কয়েকটি জেলায় ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস রয়েছে। দুই মেদিনীপুর, দুই ২৪ পরগনা, কলকাতা, হাওড়া, হুগলি, ঝাড়গ্রাম, পুরুলিয়া, বাঁকুড়া, বীরভূম ও পশ্চিম বর্ধমানে ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। গাঙ্গেয় পশ্চিমবঙ্গের বাকি জেলাগুলিতে হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। পূর্বাভাস আরও বলছে, রবিবার থেকে উত্তরবঙ্গে বৃষ্টি শুরু হবে। তবে এদিন থেকে বৃষ্টি শুরু হলেও শনিবারই বেশি বৃষ্টি হবে।হিন্দুস্থান সমাচার/ অশোক

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **রিলিভার্স :** ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ **(টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ **(পি বি এক্স), আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

রাত পোহালেই স্বাধীনতা দিবস, তুঙ্গে প্রস্তুতি

কলকাতা, ১৪ আগস্ট (হি. স.) : আর মাত্র কয়েক ঘন্টার অপেক্ষা। ৭৪ তম স্বাধীনতা দিবসের আগে এখন সাজো সাজো রব রেড রোডে। তবে অন্যান্য বছরে যেভাবে এই বিশেষ দিন উৎযাপিত হয়, চলতি বছরে সেটা হচ্ছে না। কারণ এই মুহূর্তে জাকিয়ে বসেছে করোনা। তাই চলতি বছরে রয়েছে অতিরিক্ত সতর্কতা। স্বাস্থ্যবিধি মেনে অনুষ্ঠিত হবে স্বাধীনতা দিবস।

মাস্ক, স্যানিটাইজার, সামাজিক দূরত্ব এই সবই হতে এই জিনিসগুলিকে সঙ্গী করেই অনুষ্ঠিত হবে স্বাধীনতা দিবস। সংশ্লিষ্ট অনুষ্ঠানে যাতে জনসমাগম না হয়, সেদিকেও নজর দেওয়া হচ্ছে। তবে যাঁরা আসবেন, তাঁদের স্বাস্থ্যবিধি মেনে মাস্ক পরার পাশাপাশি যথাযথ শারীরিক দূরত্বও বজায় রাখা আবশ্যক।

বৃহস্পতিবার সকালে কুচকাওয়াজের চূড়ান্ত মহড়ায় সরেজমিনে হাজির ছিলেন রাজ্যের স্বরাষ্ট্র এবং তথ্য ও সংস্কৃতি সচিব আলাপন বন্দ্যোপাধ্যায় এবং কলকাতার পুলিশ কমিশনার অনুজ শর্মা। মুখ্যমন্ত্রীর অনুষ্ঠানের কর্মসূচির প্রস্তুতি করেছেন আলাপন নিজে।

সূত্রের খবর, কুচকাওয়াজে মোট ৪টি ট্যাবলো রাখা হচ্ছে। একটি ট্যাবলোর স্লোগান- 'করোনা হারবে, বাংলা জিতবে'। যেখানে বাউলরা গাইবেন করোনা সচেতনতার গান। দ্বিতীয়টিতে রাজ্যের ক্ষুদ্র, মাঝারি ও কুটির শিল্প দফতরের একটি ট্যাবলো থাকছে। করোনাকালে লকডাউনের মধ্যেও মাস্ক ও স্যানিটাইজার উৎপাদন করে রাজ্যের অর্থনীতির বুনিয়াদকে কীভাবে ধরে রাখার চেষ্টা করা হয়েছে, তার নিদর্শন তুলে ধরা হবে। আর বাকি দু'টি কলকাতা ও রাজ্য পুলিশের ট্যাবলো। যেখান থেকে অনুষ্ঠানে মাস্ক বিলি করা হবে বলে জানা গিয়েছে।রীতি মেনে নেতাজি মূর্তিতে মাল্যদান পর্ব শেষে করে পতাকা উত্তোলন করতে যাবেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, তখনই মুখ্যমন্ত্রীর লেখা গান ধরবেন বাংলার বিশিষ্ট শিল্পীরা।

স্বাধীনতা দিবসের প্রাক্কালে নিরাপত্তার চাঁদরে শহর কলকাতা

কলকাতা, ১৪ আগস্ট (হি স): রাত পোহালেই ১৫ আগস্ট স্বাধীনতা দিবস। প্রতি বছরই এই দিনটিতে শহরজুড়ে হয় নানান অনুষ্ঠানে। কিন্তু চলতি বছর করোনা আবহে সব কিছুতেই পড়েছে ভাঁটা। কিন্তু তবুও এই বছর রেড রোডে হবে স্বাধীনতা দিবসের অনুষ্ঠান। তবে তার আগে প্রতিবছরের ন্যায় এই বছরও নিরাপত্তার চাঁদরে মুড়ে ফেলা হয়েছে শহরকে।

স্বাধীনতা দিবসের দিন শহরে অপ্রীতিকর পরিস্থিতি এড়াতে জোরদার নিরাপত্তার বন্দোবস্ত করেছে লালবাজার। জানা যাচ্ছে, শুধুমাত্র রেড রোডেই থাকছে ৫০টির বেশি সিসিটিভি ক্যামেরা। শহরে ঢোকা ও বেরনোর প্রত্যেকটি জায়গায় নাকা চেকিং হবে। গুরুত্বপূর্ণ জায়গায় বসানো হচ্ছে পুলিশ পিকেট। সবমিলিয়ে ১৫০০ পুলিশ মোতায়েন থাকবে শহরে। শহরের বিভিন্ন এলাকায় ড্রোনে নজরদারি চালানো হবে। তৈরি করা হয়েছে ওয়াচ টাওয়ারও।

তবে, চলতি বছর শহরজুড়ে জাঁকিয়ে বসেছে অদৃশ্য ভাইরাস করোনা। আর তাই রেড রোডে স্বাধীনতা দিবসে উদযাপনের অনুষ্ঠানকে যতটা সম্ভব জমায়েত মুক্ত রাখা হচ্ছে। রেড রোডে দর্শক ঢোকায় এবছর অনুমতি দেওয়া হয়নি। জানা যাচ্ছে, ১০০ থেকে ১২০ জন অতিথি উপস্থিত থাকবেন রেড রোডে। প্রত্যেকের বসার আসনের মাঝে কমকরে সাত ফুট দূরত্ব রাখা হবে। এমনকি কমানো হচ্ছে ট্যাবলোর সংখ্যা।

হিন্দুস্থান সমাচার/ পায়েল / কাকলি

অভিযোগের কয়েক ঘন্টার মধ্যেই খোয়া যাওয়া স্কুটি উদ্ধার করল চেতলা থানার পুলিশ

কলকাতা, ১৪ আগস্ট (হি স): করোনা আতঙ্কে ভুগছে শহর।অদৃশ্য ভাইরাস করোনা আতঙ্কে দেওয়ালে পিঠ ঠেকে গেছে শহরবাসীর। ঘর থেকে বেরোতেই আতঙ্কে ভুগছে অনেকে। এরই মাঝে চোর তার কাজ জারি রেখেছে। ডায়মন্ড হাইটস বিল্ডিং এর সামনে থেকে এক স্কুটি খোয়া গেছে এমনই অভিযোগ আসে পুলিশের কাছে। অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্তে নামে পুলিশ।কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই শুক্রবার খোয়া যাওয়া স্কুটি উদ্ধার করল চেতলা থানার পুলিশ।

পুলিশ সূত্রে খবর, এদিন ডায়মন্ড হাইটস বিল্ডিং এর সামনে দাঁড় করানো ছিল একটি স্কুটি। কিন্তু স্কুটিটিতে ছিলনা কোন নাম্বার প্লেট।কারণ স্কুটি একদমই নতুন ছিল। আর সেই সুযোগ কাজে লাগিয়েছে এক চোর। এলাকা থেকে ওই স্কুটি নিয়ে চম্পট দেয় ওই চোর। স্কুটির মালিক স্কুটির না পেয়ে অভিযোগ দায়ের করে থানায়। এরপরই তদন্তে নামে পুলিশ। অভিযোগের ভিত্তিতে চেতলা থানা মাত্র কয়েক ঘণ্টার মধ্যে গ্রেফতার করে একজনকে। উদ্ধার হয় নাম্বার বিহীন নতুন স্কুটিটি। ঘটনায় আর কারা জড়িত তা খতিয়ে দেখছে পুলিশ। হিন্দুস্থান সমাচার /পায়েল / কাকলি

আক্রান্ত

● **প্রথম পাতার পর।।** বয়সী এক ব্যক্তির মৃত্যু হয়েছে।

বর্তমানে রাজ্যে ১৬২টি কনটেইনমেন্ট জোন রয়েছে। হোম আইসোলেশনে রয়েছেন ৬৯১ জন। রাজ্যে এপর্যন্ত আর টি পি সি আর এবং অ্যান্টিজেন টেস্ট কিটের মাধ্যমে ২,১৫,৮১৯ জনের নমুনা সংগ্রহ করা হয়েছে। নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছে ২,১৪,৭৭৩ জনের। এর মধ্যে পজিটিভ ৬,৭৮৫ জন। সুস্থ হয়েছেন ৫,০৮৮ জন। সুস্থতার হার ৭৫.১৯ শতাংশ। বর্তমান কোভিড-১৯ সক্রিয় আক্রান্ত রয়েছেন ১,৬২৭ জন। আজ ৭৩ জন বিভিন্ন কোভিড কেয়ার সেন্টার থেকে সুস্থ হয়ে ছাড়া পেয়েছেন। তিনি জানান, ধর্মনগরে, ধলাই এবং গোমতী জেলায় কোভিড-১৯ পরীক্ষার ট্রন্যাট মেশিন আগেই বসানো হয়েছিল। বর্তমানে এই মেশিনগুলি চালু করার জন্য কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য মন্ত্রক থেকে অনুমোদন এসেছে। রাজ্যে কোভিড-১৯ পরীক্ষার ও চিকিৎসা সংক্রান্ত সামগ্রী যথেষ্ট পরিমাণে রয়েছে। এছাড়া বিভিন্ন সামগ্রীর যেন ঘাটতি না হয় তার জন্যও উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। এর মধ্যে ৫ লক্ষ ত্রিপল লেয়ার মাস্ক, ৮০ হাজার এন ৯৫ মাস্ক, ১৫ হাজার পি পি ই কিট, ৫০ হাজার গগলস, ১০ হাজার ফেসশিল্ড আনার জন্য উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

বৃদ্ধি

● **প্রথম পাতার পর।।** হওয়ার পর ২০১৮-১৯ অর্থ বছরে ২২২৫৪.৬৯ কোটি টাকা এবং ২০১৯-২৯ অর্থ বছরে ২৫০৮১.২৭ কোটি টাকা জিএসডিপি-র হার বেড়ে হয়েছে।

এদিকে, মানুষের গড় আয় বেড়েছে বলে দাবি করেছেন শিক্ষামন্ত্রী। তিনি বলেন, ২০১৭-১৮ অর্থ বছরে ত্রিপুরায় গড় আয় ছিল বছরে ১, ০০,৩৭০ টাকা। কিন্তু নতুন সরকার প্রতিষ্ঠায় ২০১৮-১৯ অর্থ বছরে তা বেড়ে হয়েছে ১,১২,৮৪২ টাকা এবং ২০১৯-২০ অর্থ বছরে আরও বেড়ে হয়েছে ১,২৩,৬৩০ টাকা। তিনি বলেন, মানুষের গড় আয়ে ত্রিপুরা দেশের মধ্যে ষষ্ঠ স্থানে রয়েছে। সাথে তিনি যোগ করেন, উত্তর-পূর্বাঞ্চলে জিএসডিপি-র হার-এ একমাত্র সিকিম ত্রিপুরার উপরে রয়েছে।

প্রশংসায় রাষ্ট্রপতি

● **প্রথম পাতার পর।।** সাথে আমাদের মুক্তিযোদ্ধা এবং শহীদদের স্মরণ করি, যাদের ত্যাগ আমাদের স্বাধীন জাতিতে বাঁচতে সক্ষম করেছে।

শুক্রবার রাষ্ট্রপতিভবন থেকে জাতির উদ্দেশ্যে দেওয়া এই ভাষণে করোনা মহামারী প্রসঙ্গ উত্থাপন করে তিনি বলেন, 'প্রতি বছরের মত এই স্বাধীনতা দিবসটি আড়ম্বরপূর্ণভাবে পালিত হবে না।তবে করোনা মোকাবেলায় ভারতের ভূমিকার প্রশংসা করে তিনি বলেন, করোনা মোকাবেলায় ভারতের ভূমিকা বিশ্বজগতের জন্য একটি শিক্ষা। এদিনের ভাষণে করোনার মোকাবিলায় কেন্দ্র ও রাজ্যের নেওয়া সিদ্ধান্তের প্রশংসা করলেন রাষ্ট্রপতি রামনাথ কোবিন্দ। এদিনের ভাষণে রাষ্ট্রপতি করোনা মোকাবিলায় প্রথম সারিতে থেকে লড়াই করা সমস্ত চিকিৎসক ও স্বাস্থ্যকর্মীদের এবং করোনা ভাইরাস মহামারী চলাকালীন প্রয়োজনীয় পরিষেবা সরবরাহকারীদের প্রচেষ্টার প্রশংসা করেছেন। পাশাপাশি পশ্চিমবঙ্গে আমফানে হওয়া ব্যাপক ক্ষতির কথাও বলেন রাষ্ট্রপতি।

এদিনের ভাষণে উঠে এল গালওয়ানে চিন সেনার সঙ্গে সংঘাতের কথা। এদিন নাম না করে বেজিংকে কটাক্ষ করে রাষ্ট্রপতি বলেন, পড়শিরা এই কঠিন সময় বিপথে গিয়েছে সাম্রাজ্যবাদী শক্তির নিদর্শন দেখিয়ে। তবে গালওয়ানে ভারতের বীর সন্তানদের আত্মবলিদান দেখিয়েছে যে দেশ যেমন শান্তিতে বিশ্বাস করে, কিন্তু কোনও আগ্রাসনের যোগ্য জবাব দিতেও তারা প্রস্তুত।গালওয়ানে শহিদ সেনাদের শ্রদ্ধা জানাচ্ছে গোটা দেশ।

কোবিন্দের দেওয়া জাতির উদ্দেশ্যে ভাষণে উঠে এল কেন্দ্র সরকারের নেওয়া আর্থিকভাবে আত্মনির্ভর ভারতের প্রসঙ্গ। শনিবার রাষ্ট্রপতি ভবন থেকে দেওয়া এই ভাষণে তিনি বলেন, সমগ্র বিশ্বের কল্যাণে কাজ করা ভারতের ঐতিহ্য। আমরা কেবল নিজের জন্যই বাঁচি না, বরং পুরো বিশ্বের কল্যাণে কাজ করি। ভারতের স্বনির্ভরতা মানে পৃথিবী থেকে বিচ্ছিন্নতা বা দূরত্ব তৈরি না করে স্বাবলম্বী হওয়া। এটি বোঝায় যে ভারত নিজের পরিচয় বজায় রেখে বিশ্ব অর্থনীতির সাথে জড়িত থাকবে।

এদিনের ভাষণে একে একে তিনি কেন্দ্রের কিষাণ নিধি প্রকল্প, স্বচ্ছ ভারত মিশন এবং অনেক প্রকল্পের কথা উল্লেখ করলেন। কিষাণ নিধি প্রকল্প কৃষকদের সুবিধা হয়েছে বলেও জানালেন। স্বাস্থ্যের উন্নতিতে কেন্দ্রের আয়ুষ্মান প্রকল্পের সিদ্ধান্তের কথাও তুলে ধরলেন। তাঁর মতে, এই প্রকল্প জন আন্দোলনে পরিণত হয়েছে বলেও। এছাড়া স্বচ্ছ ভারত মিশনে এই সরকার খুবই কম সময়ে সাফল্য পেয়েছে। সরকারের রান্নার গ্যাসে সাবসিডি দেওয়া বা ডিজিটাল ভারতের প্রয়াস গর্ব করার মতো পদক্ষেপ। আরও বিভিন্ন ক্ষেত্রে কেন্দ্রের যোজনাগুলির প্রশংসা করে তিনি বললেন, অনেক দরিদ্র মানুষের লাভের কথা মাথায় রেখেই এই প্রকল্পগুলির সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। এছাড়া সরকার যে দেশের সমস্ত রাজ্যের যেমন লাদাখ, জম্মু ও কাশ্মীর, উত্তরপূর্ব রাজ্যগুলির কল্যাণের কথা সর্বক্ষণ ভেবেছে, সেই কথাও উল্লেখ করলেন

দেশের উন্নয়নে অভ্যন্তরীণ সুরক্ষা প্রয়োজন বলে সরকার সেক্ষেত্রেও নজরদারি রেখেছে। স্বাধীনতার পর অনেক সীমাবদ্ধতার কারণে শিক্ষাব্যবস্থার দিকে বিশেষ নজর দেওয়া যায়নি। কিন্তু যে দেশে ধনসম্পত্তির চেয়ে শিক্ষাকে বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয় সে দেশে শিক্ষা কখনওই পিছনে পড়ে থাকে না। আর তাই সরকার সেই দিনটিকে নিয়ে আসার চেষ্টায় আছে যেদিন এ দেশে একজন ব্যক্তিও অশিক্ষার অন্ধকারে পড়ে থাকবে না। বিজ্ঞান ও খেলাধুলোতেও এ দেশ যে কোনও অংশে পিছিয়ে নেই সে কথাও জানালেন রাষ্ট্রপতি। মহাকাশ গবেষণায় ইসরো উল্লেখযোগ্য কাজ করেছে। শেষে নিজের ভাষণে ২০২০ টোকিও অলিম্পিকের জন্য ভারতীয় খেলোয়ারদের শুভেচ্ছা জানালেন তিনি। ভাষণের একদম শেষপর্যায়ে স্বাধীনতা সংগ্রামীদের কথা বললেন তিনি এবং গান্ধীজির মহৎ মতবাদের কথা সবাইকে মানতে বলে উজ্জীবিত করতে চাইলেন রাষ্ট্রপতি রামনাথ কোবিন্দ।

এদিনের ভাষণে উঠে এল রামন্দিরের ভূমিপুজো প্রসঙ্গ। রাষ্ট্রপতি বলেন, রামন্দিরের ভূমিপুজো একটি অত্যন গর্বের ঘটনা যেখানে মানুষ ধৈর্য ধরেছিলেন, বিচারব্যবস্থার ওপর আস্থা রেখেছিলেন। যেভাবে সব পক্ষ মেনে নিয়েছে এই রায় সেটা ভারতের শান্তি, অহিংসা, সম্প্রীতি ও ভালোবাসার যে রীতি, তারই নিদর্শন।

এদিন তিনি আরও বলেন, রাষ্ট্রপুঞ্জের নিরাপত্তা পরিষদে অস্থায়ী সদস্য হওয়ার ক্ষেত্রে ভারত যেভাবে বিশ্বের সহযোগিতা পেয়েছে, তাতে বোঝা যায় কীভাবে দেশকে দেখা হয় বিশ্বজুড়ে।

মুখ্যমন্ত্রী

● **প্রথম পাতার পর।।** যুক্ত হয়েছে। সাবমের স্পেশাল ইকনোমিক জোন, ইন্টিগ্রেটেড চেক পোস্টের মতো পরিকাঠামোগত উন্নয়নের ফলে ত্রিপুরা নতুন দিকে অগ্রসর হচ্ছে।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, রাজ্যে নতুন সরকার আসার পর বিভিন্ন নতুন নতুন উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। রাজ্যের মানুষের মধ্যে স্ব-নির্ভর হওয়ার মানসিকতা তৈরী হয়েছে। রাজ্যের যুবকরা স্ব-উদ্যোগী হতে চাইছে। এর ফলে শিল্পের সংখ্যাও বেড়েছে। বেড়েছে স্বরোজগারী যা রাজ্যের অর্থনৈতিক উন্নয়নের মাপকাঠি। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, সিঙ্গেল উইণ্ডো সিস্টেম চালু হওয়ার ফলে যারা নিজের পায়ে নিজে দাঁড়াতে চায় তাদের জন্য সুবিধা হবে। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, শিল্পোদ্যোগীদের সহায়তা করার জন্য শিল্প ও বাণিজ্য দপ্তর ও ত্রিপুরা শিল্প উন্নয়ন নিগম থেকে বিভিন্ন ক্ষেত্রে সাবসিডিরও ব্যবস্থা করা হচ্ছে।

অনুষ্ঠানে ত্রিপুরা শিল্প উন্নয়ন নিগমের চেয়ারম্যান টিংকু রায় বলেন, বর্তমান সরকার ক্ষমতায় আসার পর শিল্প উদ্যোগীদের মধ্যে ইতিবাচক মানসিকতা তৈরি হয়েছে। তিনি জানান, আগে বিভিন্ন বন্ধ হওয়া শিল্পগুলির প্রায় ৭০ শতাংশ পুনরায় চালু হয়েছে। তিনি বলেন, শিল্প স্থাপনের জন্য শিল্প এলাকাগুলিতে যে শেডগুলি তৈরি করা হয়েছে তার বেশিরভাগই চালু হয়েছে। শিল্প এলাকায় শেড ভাড়া নেওয়ার জন্য ছোট ছোট শিল্প উদ্যোগীদের সুযোগ করে দেওয়া হচ্ছে। মহিলা উদ্যোগীদের জন্য সুযোগ করে দেওয়া হচ্ছে। ছোট উদ্যোগীদের জন্য কম বাজেটে অর্থাৎ ২ লক্ষ টাকা সিকিউরিটি ও ৫ হাজার টাকা মাসিক ভাড়া দিয়ে যে শেড ভাড়া নিতে পারে তার জন্য পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। এর জন্য নতুন নতুন শেড তৈরি করা হয়েছে। ত্রিপুরা শিল্প উন্নয়ন নিগমের চেয়ারম্যান বলেন, বর্তমানে শিল্পক্ষেত্রে আমদানী ও রপ্তানী অনেক বেড়েছে। তিনি জানান, ২০১৭-১৮ অর্থবছরে আমদানীর পরিমাণ ছিল ৩৪০ কোটি এবং রপ্তানী ছিল ৬ কোটি ৫০ লক্ষ টাকার। ২০১৮-১৯-এ আমদানী ৫৫০ কোটি টাকা এবং রপ্তানী ১৪ কোটি ৫০ লক্ষ টাকা ছিল। ২০১৯-২০ সালে আমদানী ৬৫০ কোটি টাকা ও রপ্তানী ৩০ কোটি টাকারও বেশি। এদিনের অনুষ্ঠানে এছাড়াও বক্তব্য রাখেন শিল্প ও বাণিজ্য দপ্তরের সচিব কিরণ গিত্যে এবং অধিকর্তা প্রশান্ত কুমার গোয়েল। এছাড়াও বিভিন্ন দপ্তরের আধিকারিকগণ উপস্থিত ছিলেন।

করোনা মুক্ত

● **প্রথম পাতার পর।।** বলেন, যে তিনি করোনা মুক্ত। তবে চিকিৎসকদের পরামর্শ অনুযায়ী তিনি আপাতত বাড়িতে হোম আইসোলেশনে থাকবেন। এতদিন বেসরকারি হাসপাতালে চিকিৎসা চলা অমিত শাহ করোনা মুক্ত হয়ে মেদান্ত হাসপাতালের চিকিৎসক ও স্বাস্থ্যকর্মীদের ধন্যবাদ দেন, তাঁর ভালো ভাবে দেখভাল করার জন্য।

প্রসঙ্গত, গত ২ আগস্ট করোনা আক্রান্ত হন অমিত শাহ। এর জেরে রাম মন্দিরের ভূমিপূজো অনুষ্ঠানেও যোগ দিতে পারেননি তিনি। অমিত শাহর সঙ্গে যারা দেখা করেছিলেন, সবাই সতর্কতা অবলম্বন করে কোয়ারেন্টাইনে যান। শেষ পর্যন্ত অবশ্য করোনাকে হেলায় হারিয়ে বাড়ি ফিরলেন গান্ধীনগরের সাংসদ তথা কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ।

আহত দুই

● **প্রথম পাতার পর।।** ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী এক ব্যক্তি জানিয়েছেন, ট্রাকটি বেপরোয়া গতিতে যাচ্ছিল। তাই, নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে বাইকের পেছনে ধাক্কা দিয়ে পালিয়ে গেছে। পুলিশ জানিয়েছে ঘাতক ট্রাকের সন্ধানে তল্লাশি শুরু হয়েছে।

চিকিৎসাধীন

● **প্রথম পাতার পর।।** জন্য চাপ সৃষ্টি করছিল।কিন্তু গৃহবধূর পক্ষে বাপের বাড়ি থেকে চাহিদা মতো টাকা পয়সার জোগান দেওয়া সম্ভব হচ্ছিল না।এর ফলে ওপর নির্যাতন ক্রমাগত বাড়তে থাকে। বিষয়টি গৃহবধু তার বাপের বাড়ির লোকজনদেরকে জানিয়েছে।বাপের বাড়ির লোকজন দের আর্থিক অবস্থা দুর্বল হওয়ায় চাহিদা মতো টাকা পয়সা মিটিয়ে দেওয়া কোন ভাবেই সম্ভব হচ্ছিল না। সে কারণেই গৃহবধূর ওপর নির্যাতনের মাত্রা দিনের পর দিন বাড়তে থাকে। স্বামী শ্বশুর এবং শাশুড়ি প্রচণ্ড মারধোর করে গৃহবধূকে গুরুতরভাবে যখন করেছেন। পনির দায়ে নির্যাতিত গৃহবধূকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।নির্যাতিতা গৃহবধূর মা অনুপা খাতুন এ ব্যাপারে মেলাঘর থানায় স্বামী এবং শ্বশুরবাড়ির লোকজনদের বিরুদ্ধে সুনির্দিষ্ট অভিযোগ দায়ের করেছেন। মেলাঘর থানার পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে।তবে এখনো পর্যন্ত এ ঘটনায় কাউকে গ্রেফতার এর সংবাদ নেই।গৃহবধূর নির্যাতনের ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় তীব্র ক্ষোভের সঞ্চার হয়েছে।ঘটনার সুষ্ঠু তদন্ত ক্রমে অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির ব্যবস্থা করতে স্থানীয় জনগণের দাবি উঠেছে।

অগ্নিযোগের সেই বিপ্লবী হেমচন্দ্র ঘোষ

দুইয়ের পাতার পর — রামায়নে।ঐ আধ্যাত্মিক সম্পদে ভারতবর্ষ একদিন বিশ্বজয় করবে।ভারত আবার স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিত হবে।ভারত সে পথেই এগিয়ে চলেছে।অনাগত ভবিষ্যতকে বাস্তবায়িত করার দায়িত্ব তরুন যুবদের।তার প্রাথমিক পদক্ষেপ ভারতকে ইংরেজদের হাত থেকে মুক্তি এবং রাজনৈতিক স্বাধীনতা অর্জন। স্বামিজী আরো বললেন'And take it from me that India shalk be free ƒNo power on earthcan resist this fact and i tell you –that moment is not very far'.

হেমচন্দ্র বলেছেন'স্বামিজীর নিজের মুখে শুনেছি ঠাকুর তাঁকেবলেছিলেন' মনে রাখিস ইংরেজই এদেশের সর্বনাশ করছে।' স্বামিজী যা বলেছেন পরবর্তীতে তাই হয়েছে,ভবিষ্যত ও ও পথেই চলছে।আত্মনির্ভরতা সেই লক্ষেই।এই আত্মনির্ভরতার কথাই স্বামিজী বার বার বলেছেন।

পিটিয়ে জখম করল লরির চালক

আটের পাতার পর

করেন। ঘটনা দেখতে পেয়ে স্থানীয় জনগণ তেলিয়ামুড়া মহকুমা হাসপাতালের অ্যাম্বুলেন্সকে খবর দেন। আহত নারায়ন দেবনাথকে তেলিয়ামুড়া মহকুমা হাসপাতালে ভরতি করা হয়েছে। এদিকে ওই ঘটনার বিবরণ দিয়ে থানায় খবর দেওয়া হলেও পুলিশ ঘটনাস্থলে আসেনি বলে অভিযোগ উঠেছে। তাছাড়া, কেনই বা লরি চালক তার সহ চালককে পিটিয়ে জখম করলেন, সেই প্রশ্নের উত্তর খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। অরবিন্দ দেবনাথ ঘটনাস্থল থেকে পালিয়ে গেছে বলে জানা গেছে।

ভুখণ্ডে ফসল নিয়ে বিপাকে চাষীরা

আটের পাতার পর

প্রায় ৫১ কানি জমিতে তারা চাষাবাদ করে চলেছেন। সবজি ধানসহ অন্যান্য ফসল বেশ ভালই হয়। কিন্তু লক্ষনীয় বিষয় হলো বিএসএফের জওয়ানরা কাঁটাতারের বেড়ার ওপারে বসবাসকারী ভারতীয় নাগরিকদের তাদের উৎপাদিত ফসল নিয়ে আসার জন্য অনুমতি দিচ্ছে না। ফলে তাদের উৎপাদিত ফসল কাঁটাতারের বেড়ার ওপরেই নষ্ট হচ্ছে।জীবন-জীবিকা নিয়ে এক চরম দূর্দশার সম্মুখীন হয়েছেন কাঁটাতারের বেড়ার ওপারে বসবাসকারী ভারতীয় নাগরিকরা। এ ধরনের খবর পাওয়ার পর এলাকার বিধায়ক ডক্টর দিলীপ দাস শুক্রবার এলাকা পরিদর্শনে যান। দক্ষিন নারায়নপুর ৭৮নং কাঁটাতারের বেড়া সংলগ্ন এলাকায় দাঁড়িয়ে বিধায়ক কাঁটাতারের বেড়ার ওপারে বসবাসকারী ভারতীয় নাগরিকদের সঙ্গে কথা বলেন।তিনি তাদের সমস্যা সম্পর্কে বিস্তারিতভাবে অবহিত হন।কাঁটাতারের বেড়ার ওপারে বসবাসকারী ভারতীয় নাগরিকরা জানান তারা তাদের উৎপাদিত ফসল কাটা তারের বেড়া এপারে বাজারজাত করার জন্য নিয়ে আসতে পারছেন না। ফলে তাদের ফসল জমিতেই নষ্ট হচ্ছে। বিএসএফ গেট খুলে দেয় না বলেই এই জটিল সমস্যার সম্মুখীন হয়েছেন তারা। কাঁটাতারের বেড়ার ওপারে বসবাসকারী জনগণের কাছ থেকে এ ধরনের অভিযোগ পাওয়ার পর ঘটনাস্থলে দাঁড়িয়েই বিধায়ক ডক্টর দিলীপ দাস মহকুমা শাসক সহ প্রশাসনের কর্মকর্তাদের সঙ্গে বিষয়টি নিয়ে কথা বলেন। বিএসএফের আধিকারিক এ বিষয়ে কি পদক্ষেপ নিচ্ছেন সে বিষয়ে জানতে চান।অবিলম্বে কাঁটাতারের বেড়ার ওপারে বসবাসকারী ভারতীয় নাগরিকদের উৎপাদিত ফসল যাতে এপারে বাজারজাত করার উপযুক্ত পরিবেশ তৈরী করা হয় সেজন্য বিধায়ক প্রশাসনের কাছে আহ্বান জানিয়েছেন।এখন দেখার বিষয় এ বিষয়ে প্রশাসন কি পদক্ষেপ গ্রহণ করে।

ব্যাপক নিরাপত্তা ব্যবস্থা

আটের পাতার পর

করা হয়েছে। ডগ স্কোয়াড এবং বোম গুরুত্বপূর্ণ স্থানগুলিতে তৎপরতা শুরু করেছে।পুলিশ রাজ্যের বিভিন্ন নাকা পয়েন্টগুলি সহ অন্যান্য স্থানগুলিতেও যানবাহন আটক করে তল্লাশি অব্যাহত রেখেছে।শুক্রবার রাজধানী আগরতলা শহরের সার্কিট হাউজ সংলগ্ন এলাকায় সদরের মহকুমা পুলিশ আধিকারিক পিয়া মাধুরী মজুমদারের নেতৃত্বে যানবাহনে তল্লাশি চালানো হয়।এ বিষয়ে জানতে চাওয়া হলে সদরের মহকুমা পুলিশ আধিকারিক প্রিয়া মাধুরী মজুমদার জানান স্বাধীনতা দিবসের অনুষ্ঠান শান্তিপূর্ণভাবে অতিবাহিত করার লক্ষ্যেই এ ধরনের আগাম নিরাপত্তা মূলক ব্যবস্থা গ্রহন করা হচ্ছে।যানবাহনে করে যাতে কোনো ধরনের অগ্নি অস্ত্র গোলাবারুদ নিয়ে আসতে না পারে সেজন্য তল্লাশি তৎপরতা শুরু হয়েছে।স্বাধীনতা দিবসের অনুষ্ঠান শান্তিপূর্ণভাবে অতিবাহিত করা সম্ভব হবে বলে মহকুমা পুলিশ আধিকারিক দৃঢ় প্রত্যয় ব্যক্ত করেছেন। শুধু সার্কিট হাউজ সংলগ্ন এলাকাটি নয় রাজধানী আগরতলা শহরের জনবহুল এলাকা মোটর স্ট্যান্ড সহ অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ স্থানগুলোতেও তৎপরতা শুরু হয়েছে।মহকুমা পুলিশ আধিকারিক জানিয়েছেন তল্লাশি তৎপরতা চালিয়ে কোথাও থেকে কোন ধরনের আগ্নেয়াস্ত্র ও গোলাবারুদ কিংবা সন্দেহভাজন কাউকে আটক করা সম্ভব হয়নি। পরিস্থিতি সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে রয়েছে বলে তিনি দাবি করেছেন। রাতেও পুলিশের তৎপরতা অব্যাহত থাকবে বলে তিনি জানান।স্বাধীনতা দিবসের অনুষ্ঠান কে শান্তিপূর্ণভাবে অতিবাহিত করার স্বার্থে সকল অংশের জনগণকে পুলিশের কাজে সহযোগিতা করার জন্য তিনি আহ্বান জানিয়েছেন।

দশটি গবাদি পশু উদ্ধার

আটের পাতার পর

সীমান্তবর্তী গভীর জঙ্গলে তল্লাশি চালিয়ে যথারীতি দশটি গবাদি পশু খুঁজে পায় পুলিশ। স্থানীয় লোকজন তাকে ডেকে এনে গরু গুলি কে বা কারা দেখেছে জানতে চাওয়া হলে কেউ কিছুই জানাতে পারেননি। স্থানীয় লোকজনরা দশটি গরুর মালিকানা দাবি করেননি।স্থানীয় জনগণের আশঙ্কা পাচারকারীরা সীমান্তের ওপারে বাংলাদেশের পাচারের উদ্দেশ্যে সীমান্তবর্তী এলাকার জঙ্গলে গরু গুলি বেঁধে রেখেছিল। পুলিশ সেখান থেকে গরু গুলি উদ্ধার করে থানায় নিয়ে যায়। দশটি গরু উদ্ধার করা সম্ভব হলেও এ ঘটনায় জড়িত কাউকে আটক করতে পারেনি পুলিশ। পুলিশের তৎপরতার ফলে পাচারকারীদের গরু পাচারের চেষ্টা অবশ্য ব্যর্থ হয়েছে।উল্লেখ্য সীমান্ত এলাকা দিয়ে প্রতিনিয়ত এই রাজ্য থেকে গবাদিপশু বাংলাদেশে পাচার হচ্ছে। ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনীর চোখে ধুলো দিয়ে প্রতিনিয়ত এ ধরনের পাচার অব্যাহত রয়েছে।

অঙ্গন

সঞ্জয় দত্তের ব্যথাটা ভালোই বুঝতে পারছেন যুবরাজ

বলিউড অভিনেতা সঞ্জয় দত্তের ফুসফুসে ক্যানসার ধরা পড়েছে, এমন একটা খবর চাউর হয়েছে কদিন ধরে। কয়েকদিন আগে শ্বাসকষ্ট নিয়ে তাঁকে মুম্বাইয়ের একটি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। গতকাল রাতে বলিউডের চলচিত্র সমালোচক ও বাণিজ্য বিশ্লেষক কমল মেহতা এক টুইটে জানান, ৬১ বছর বয়সী ভারতের জনপ্রিয় এই অভিনেতা তৃতীয় পর্যায়ের ফুসফুসের ক্যানসারে আক্রান্ত হয়েছেন।সঞ্জয়ের পরিবার থেকে অবশ্য ফুসফুসের ক্যানসারের বিষয়টি খোলাসা করা হয়নি। তাঁর স্ত্রী মান্যতা সঞ্জয়ের অসুস্থতা নিয়ে 'গুজব' না ছড়ানোর অনুরোধ করেছেন। সঞ্জয় নিজে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে বলেছেন, অসুস্থতার জন্য তিনি কিছুদিন কাজ থেকে দূরে থাকবেন। সঞ্জয়

সবাইকে 'বাজে চিন্তা' ও 'অযৌক্তিক অনুমান' থেকে দূরে থাকার আহ্বান জানিয়েছেন।তবে ক্যানসারের কথা শুনেই হয়তো নিজের অতীত লড়াইয়ের কথা মনে পড়েছে ভারতের সাবেক ক্রিকেটার যুবরাজ সিংয়ের। সঞ্জয়কে অনুপ্রেরণা জানাতে টুইট করেছেন ভারতের ফুসফুসের টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ ও ২০১১ ওয়ানডে বিশ্বকাপ জয়ের নায়ক। সঞ্জয়ের কী কষ্ট হচ্ছে, সেটা তিনি বুঝতে পারছেন বলে জানিয়েছেন। ক্যানসারের কথা সরাসরি উল্লেখ না করেই সঞ্জয়কে ট্যাগ করে যুবরাজের টুইট, 'আপনি সব সময়ই দারুণ লড়াকু একজন মানুষ। এটার কষ্টটা আমি বুঝি। কিন্তু আমি এটাও জানি আপনি মানসিকভাবে অনেক শক্তিশালী, সেটি দিয়েই এই কঠিন সময় থেকে বেরিয়ে আসবেন। আপনার দ্রুত সুস্থতার জন্য আমার শুভ কামনা ও প্রার্থনা সব সময়ই থাকবে।'ফুসফুসের ক্যানসারের বেদনা যুবরাজ খুব ভালো করেই বোঝেন। ২০১১ বিশ্বকাপের পরপরই তাঁর ফুসফুসে ক্যানসার ধরা পড়ে। ক্যানসারের সঙ্গে এক বছরের লড়াইয়ে জিতেই তিনি আবারও ক্রিকেটে ফিরে আসেন। সেই যুবরাজের শুভকামনা অসুস্থতার এই সময় সঞ্জয় দত্তকে শক্তি জোগাবে, সন্দেহ নেই।শনিবার সন্ধ্যায় শ্বাসকষ্ট নিয়ে হাসপাতালে ভর্তি হন সঞ্জয়। সেখানে তাঁর করোনা পরীক্ষাও করা হয়। সে পরীক্ষায় অবশ্য নেগেটিভ ফল আসে। তবে গত রাতে কমল মেহতার টুইটের পর বিষণ্ণতার ছায়া নেমে এসেছে মুম্বাইয়ের সিনেমা জগতে।

শ্রীলঙ্কা সফর শুরু ২৩ সেপ্টেম্বর

বিসিবি কার্যালয়ে বৈঠক শেষে প্রধান নির্বাচক মিনহাজুল আবেদীন, ক্রিকেট পরিচালনা বিভাগের প্রধান আকরাম খান ও হাই পারফরম্যান্স বিভাগের প্রধান নাঈমুর রহমান। ছবি : প্রথম আলো একসঙ্গে শ্রীলঙ্কা যাবে জাতীয় দল ও হাইপারফরম্যান্স দল।তারিখটা কয়েক সপ্তাহ ধরেই সবার মুখে শোনা যাচ্ছিল। কিন্তু বিসিবির পক্ষ থেকে কেউ নিশ্চিত করে কিছু বলছিল না। আজ মিরপুরে বিসিবি কার্যালয়ে এক বৈঠক শেষে জাতীয় ও এইচপি (হাইপারফরম্যান্স) দলের শ্রীলঙ্কা সফরের তারিখ চূড়ান্তভাবে জানিয়েছে বিসিবি। সব ঠিক থাকলে আগামী ২৩ সেপ্টেম্বর এক সঙ্গে শ্রীলঙ্কা যাবে এই দুই দল।সফরে তিনটি টেস্ট ও তিনটি টি-টোয়েন্টি খেলার কথা থাকলেও নভেম্বরে শ্রীলঙ্কার ঘরোয়া ফ্র্যাঞ্চাইজি ক্রিকেট শুরু হবে বলে শেষ মুহূর্তে সে দেশের বোর্ড টি-টোয়েন্টি সিরিজটি সূচি থেকে বাদ দিয়েছে। এখন হবে শুধু তিনটি টেস্ট। সিরিজের আগে প্রস্তুতি ম্যাচের জন্য শ্রীলঙ্কা থেকে কোনো দল পাওয়া যাবে না বলে বাংলাদেশ থেকেই নেওয়া হচ্ছে এইচপি দলকে।সভা শেষে বিসিবির হাই পারফরমেন্স ইউনিটের প্রধান নাঈমুর রহমান বলেছেন, ''হাই পারফরম্যান্স দলের শ্রীলঙ্কায় একটা সফর ছিলই। এখন একটু আগে গেলে আমাদের জাতীয় দলের জন্য ভালো হয়। সঙ্গে এইচপির ক্যাম্পটাও করা হলো। আমাদের দেশের করোনা পরিস্থিতি ভালো নয়। সেখানে ক্যাম্প করলেই সুবিধা হবে।''সভায় আরও ছিলেন বিসিবির প্রধান নির্বাহী নিজাম উদ্দিন চৌধুরী, ক্রিকেট পরিচালনা বিভাগের প্রধান আকরাম খান, হাই পারফরমেন্স ইউনিটের প্রধান নাঈমুর রহমান ও দুই নির্বাচক মিনহাজুল আবেদীন ও হাবিবুল বাশার।সফরের জন্য জাতীয় দল ও হাই পারফরম্যান্স দল ঘোষণা করা হবে সেপ্টেম্বরের প্রথম সপ্তাহে।

করোনার কারণে সফর জটিলতার কথা ভেবে জাতীয় দলটা স্বাভাবিকের চেয়ে বড়ই হবে। হাই পারফরম্যান্স দলও হবে দীর্ঘ। জাতীয় দল ও হাই পারফরম্যান্স দল মিলিয়ে প্রায় ৪০ জন ক্রিকেটারের বহর যাবে শ্রীলঙ্কায়।সঙ্গে কোচ, কর্মকর্তারা তো থাকবেনই।নির্বাচক হাবিবুল বাশার জানান, ''সেপ্টেম্বরের শেষের দিকে দল যাবে। তার আগে সেপ্টেম্বরের প্রথম সপ্তাহে দল ঘোষণা করা হবে। এখন ক্রিকেটার আনা—নেওয়া করা সহজ নয় বলে একটু বেশি ক্রিকেটার নিতে হবে। জাতীয় দলের খেলোয়াড় সংখ্যা ১৫ জনের বেশিই হবে। এইচপির ২৬ জনের দল আছে। চোট না থাকলে ওদের পুরো দলটাই যাবে।''সিরিজের সূচি এখনো ঘোষণা না হলেও ২৪ অক্টোবর শুরু হতে পারে বাংলাদেশ-শ্রীলঙ্কার মধ্যকার প্রথম টেস্ট। জাতীয় দল ও হাই পারফরম্যান্স দলের প্রস্তুতি ক্যাম্প দেশেই শুরু হলেও এর বেশিরভাগটা হবে শ্রীলঙ্কাতেই। সফরের প্রথম তিন সপ্তাহের খরচ বিসিবিকে বহন করতে হবে। জাতীয় দল ও হাই পারফরম্যান্স দলের সিরিজ শুরুর ঠিক আগে থেকে তাদের খরচ বহন করবে শ্রীলঙ্কা ক্রিকেট।

লেভানদোভস্কি অসাধারণ, তবে মেসির পর্যায়ের নয়: সেতিয়েন

মৌসুমটা দুর্দান্ত কাটছে রবের্ত লেভানদোভস্কির। গোল করছেন, করাচ্ছেন। বায়ার্ন মিউনিখের এই ফরোয়ার্ডকে সময়ের সেরাদের কাতারেই রাখছেন বার্সেলোনা কোচ কিকে সেতিয়েন। তবে পোলিশ এই তারকা লিওনেল মেসির পর্যায়ের নয় বলে মনে করেন তিনি।পর্তুগালের লিসবনে বাংলাদেশ সময় শুক্রবার রাত একটায় ইউরোপ সেরার প্রতিযোগিতার সেমি-ফাইনালে যাওয়ার লড়াইয়ে মুখোমুখি হবে বায়ার্ন ও বার্সেলোনা।চলতি মৌসুমে বুন্ডেসলিগার পর জার্মান কাপও ঘরে তুলেছে বায়ার্ন। দলের এই সাফল্যের অন্যতম কারিগর লেভানদোভস্কি। ৩১ বছর বয়সী এই স্ট্রাইকার মৌসুমে সব প্রতিযোগিতা মিলে ৪৪ ম্যাচে গোল করেছেন ৫৩টি। গোলসংখ্যায় তার চেয়ে অনেক পিছিয়ে সময়ের দুই সেরা ফুটবলার মেসি (৩১) ও ক্রিস্তিয়ানো রোনালদো (৩৭)। শেষ ষোলোর ফিরতি লেগে চেলসির বিপক্ষে ৪-১ ব্যবধানের জয়ে জোড়া গোল করেন লেভানদোভস্কি। পাশাপাশি দুই সতীর্থের গোলে রাখেন অবদান। প্রথম লেগে ৩-০ ব্যবধানের জয়েও একটি গোল করেছিলেন তিনি, রেখেছিলেন অন্য দুই গোলে ভূমিকা। সব মিলে এবারের আসরে সর্বোচ্চ ১৩ গোল তার নামের পাশে। লেভানদোভস্কির সামর্থ্য সম্পর্কে জানা আছে সেতিয়েনেরও। তবে, শেষ আটের লড়াইয়ে নামার আগের দিন সংবাদ সম্মেলনে দুই দলের দুই তারকা খেলোয়াড়কে নিয়ে তুলনা প্রসঙ্গে মেসিকে অন্য পর্যায়ে রাখলেন বার্সেলোনা কোচ। "লেভানদোভস্কি অসাধারণ এক ফুটবলার; তবে আমি মনে করি, সে লিওর পর্যায়ের নয়। এটা পরিষ্কার।"এটা ঠিক, সে দুর্দান্ত ফর্মে আছে এবং সতীর্থদের কাছ থেকে সে ভালো সহায়তা পায়। সে দারুণ অবস্থায় আছে, তবে লিও সবসময়ের মতোই ভালো খেলছে। নাপোলির বিপক্ষে ইতোমধ্যে আমরা তা দেখেছি।" তবে, গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচে দারুণ ফর্মে থাকা প্রতিপক্ষ স্ট্রাইকার ও নিজ দলের সেরা তারকাকে মাঠের লড়াইয়ে দেখার বিষয়ে রোমাঞ্চিত বোধ করছেন সেতিয়েন। "এটা দারুণ যে এই খেলোয়াড়রা মাঠে থাকবে এবং আমরা তাদের খেলা উপভোগ করতে পারব।" ঘরোয়া দুটি শিরোপাই হাতছাড়া করা বার্সেলোনা শেষ ষোলোর ফিরতি লেগে নাপোলিকে ৩-১ গোলে হারিয়ে দুই লেগ মিলে ৪-২ অগ্রগামিতায় পরের রাউন্ডে ওঠে।

স্বপ্নময় পথচলায় চ্যাম্পিয়ন্স লিগের সেমিতে লাইপজিগ

দ্বিতীয়ার্ধের শুরুতেই এগিয়ে গিয়ে দারুণ কিছুর ইঙ্গিত দিল লাইপজিগ। আতলেতিকো মাদ্রিদ সমতা ফেরাল বটে, কিন্তু শেষ রক্ষা হলো না। শেষ মুহূর্তের গোলে ইতিহাস গড়ে চ্যাম্পিয়ন্স লিগের সেমি-ফাইনালে উঠেছে মাত্র ১১ বছর আগে ফুটবলের আঙিনায় পথচলা শুরু করা জার্মান দলটি। পর্তুগালের লিসবনে বৃহস্পতিবার রাতে এক লেগের কোয়ার্টার-ফাইনালে ২-১ গোলে জিতেছে ইউলিয়ান নাগেলসমানের দল। শেষ চারে তারা খেলবে পিএসজির বিপক্ষে। আগের দিন আতালান্তাকে ২-১ গোলে হারিয়ে সেমি-ফাইনালে ওঠে ফরাসি চ্যাম্পিয়নরা। আক্রমণ আর পাল্টা-আক্রমণে শুরু থেকে জমে ওঠে লড়াই। ষষ্ঠ মিনিটে দারুণ একটি সুযোগ নষ্ট করেন লাইপজিগের মার্সেল হালস্টেনবার্গ; ছোট ডি-বক্সের সামনে ফাঁকায় দাঁড়িয়ে উড়িয়ে মারেন এই জার্মান ডিফেন্ডার। ত্রয়োদশ মিনিটে দুরূহ কোণ থেকে আতলেতিকো মিডফিল্ডার ইয়ানিক কারাসকোর নেওয়া জোরালো শট ডান দিকে ঝাঁপিয়ে কর্নারের বিনিময়ে রক্ষা করেন গোলরক্ষক। প্রথমার্ধে বল দখলে এগিয়ে থাকা লাইপজিগ এরপর বেশ কয়েকবার আক্রমণে উঠলেও আতলেতিকোর রক্ষণ ভাঙাতে পারেনি। দ্বিতীয়ার্ধের পঞ্চম মিনিটে লাইপজিগকে এগিয়ে নেন দানি ওলমো। ডান দিক থেকে সতীর্থের ক্রসে হেডে ঠিকানা খুঁজে নেন অরক্ষিত এই স্প্যানিশ মিডফিল্ডার। ৭১তম মিনিটে সফল স্পট-কিকে আতলেতিকোকে ম্যাচে ফেরান জোয়াও ফেলিক্স। ডি-বক্সে পর্তুগিজ এই ফরোয়ার্ড ফাউলের শিকার হলে পেনাল্টি পেয়েছিল স্প্যানিশ দলটি। নির্ধারিত সময়ের দুই মিনিট বাকি থাকতে কপাল পোড়ে আতলেতিকোর। লাইপজিগের জয়সূচক গোলটি করেন টেইলর অ্যাডামস। ডি-বক্সের সামনে থেকে তার নিচু শট আতলেতিকোর এক খেলোয়াড়ের পায়ে লেগে দিক পাল্টে জালে জড়ায়। বাকি সময়ে ম্যাচে ফেরার প্রাণপণ চেষ্টা করে আতলেতিকো; কিন্তু আর গোলের দেখা পায়নি তিনবারের রানার্সআপরা। চ্যাম্পিয়ন্স লিগের নকআউট পর্বে প্রথমবারের মতো কোনো জার্মান দলের বিপক্ষে হেরে বিদায় নিল মাদ্রিদের দলটি। লিসবনে যাওয়ার আগেই একটা ধাক্কা খেয়েছিল আতলেতিকো। কোভিড-১৯ পরীক্ষায় পজিটিভ ফল আসে তাদের ফরোয়ার্ড আনহেল কোররেয়া ও ডিফেন্ডার সিমে ভারসালিকোর। সেই ধাক্কা যেন আর সামলে উঠতে পারল না তারা। ২০০৯ সালে নতুন রূপে, নতুন মালিকানায় যাত্রা শুরু করা লাইপজিগ পঞ্চম বিভাগ থেকে ৯ বছরের মধ্যে জার্মানির শীর্ষ লিগে ওঠে ২০১৬ সালে। এবার বুন্ডেসলিগায় হয়েছে তৃতীয়। চার বছরের মধ্যে দ্বিতীয়বার চ্যাম্পিয়ন্স লিগে খেলতে এসে প্রথমবার নকআউটে উঠেই সেমি-ফাইনালে জায়গা করে নিল দলটি।

কোপা আমেরিকা শুরু ১১ জুন

প্রথমবারের মতো দুটি দেশে হতে যাওয়া ২০২১ সালের কোপা আমেরিকা মাঠে গড়াবে আগামী বছরের ১১ জুন। ১০ জুলাই ফাইনাল হবে কলম্বিয়ার মেত্রোপলিতান স্টেডিয়ামে। আসরটি মূলত হওয়ার কথা ছিল গত জুন-জুলাইয়ে। কোন গ্রুপে কারা, তাও নির্ধারণ হয়েছে আগেই। তবে বিশ্বজুড়ে কোভিড-১৯ মহামারীর কারণে তা এক বছরের জন্য পিছিয়ে দেয় আয়োজক কমিটি।আর্জেন্টিনা ও কলম্বিয়ায় হতে যাওয়া আসরের পরিবর্তিত সূচি বৃহস্পতিবার প্রকাশ করেছে কনমেবল। আর্জেন্টিনার বুয়েনস আইরেসে হবে উদ্বোধনী ম্যাচ। পূর্ব ঘোষণা অনুযায়ী, বুয়েনস আইরেসের মনুমেন্তালে উদ্বোধনী ম্যাচে মুখোমুখি হবে গত আসরের দুই সেমি-ফাইনালিস্ট আর্জেন্টিনা ও চিলি। দ্বিতীয় সর্বোচ্চ ১৪ বারের চ্যাম্পিয়ন আর্জেন্টিনার সঙ্গে 'এ' গ্রুপে আছে রেকর্ড ১৫ বারের চ্যাম্পিয়ন উরুগুয়ে, অস্ট্রেলিয়া, বলিভিয়া, চিলি ও প্যারাগুয়ে। 'বি' গ্রুপে ৯ বারের শিরোপা জয়ী ব্রাজিলের সঙ্গী কলম্বিয়া, কাতার, ভেনেজুয়েলা, একুয়েডর ও পেরু। এদের মধ্যে অস্ট্রেলিয়া ও কাতার অতিথি দল। চিলির বিপক্ষে ম্যাচের পর ১৫ জুন উরুগুয়ে, ১৯ জুন প্যারাগুয়ে, ২২ জুন অস্ট্রেলিয়া এবং ২৭ জুন বলিভিয়ার বিপক্ষে খেলবে আর্জেন্টিনা। ১২ জুন কলম্বিয়া-একুয়েডর ম্যাচ দিয়ে শুরু হবে 'বি' গ্রুপের খেলা। গত আসরের চ্যাম্পিয়ন ব্রাজিল নিজেদের প্রথম ম্যাচ খেলবে ১৩ জুন; ভেনেজুয়েলার বিপক্ষে। এরপর ১৭ জুন পেরু, ২১ জুন কাতার, ২৪ জুন কলম্বিয়া ও ২৮ জুন একুয়েডরের বিপক্ষে মাঠে নামবে তিতের দল।

৭ জন দুই জায়গায় পজিটিভ, ৩ জনকে ঘিরে পজিটিভ-নেগেটিভ ধোঁয়াশা

২৪ ফুটবলারের মধ্যে ১৮জনই ছিলেন করোনাভাইরাসে আক্রান্ত। পরীক্ষা করা হয়েছিল বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ে (বিএসএমএমইউ)। খবরটা দেশের ফুটবল ছাপিয়ে সবার কাছেই ছিল চমকে ওঠার মতো। এত বেশি সংখ্যক ফুটবলার করোনায় আক্রান্ত দেখে তিন দিনের মাথায় আবার পরীক্ষার উদ্যোগ নেয় বাংলাদেশ ফুটবল ফেডারেশন (বাফুফে)।এবার দুটি হাসপাতালে ৩০ জন ফুটবলারের করোনা পরীক্ষা হয়েছে। দুই জায়গাতেই ২০ জন ফুটবলারের করোনা নেগেটিভ এসেছে। ৩ জনের এক জায়গায় পজিটিভ আরেক জায়গায় নেগেটিভ এসেছে (রিয়াদুল হাসান, রায়হান হাসান ও রাকিব হোসেন)। বাকি ৭ জন দুই জায়গাতেই পজিটিভ। তাঁরা হলেনএসএম বাবলু, রবিউল হাসান, ফয়সাল আহমেদ, টুটুল হোসেন, শহিদুল আলম, আনিসুর রহমান ও বিশ্বনাথ ঘোষ।বাংলাদেশ ফুটবল

ফেডারেশন আজ এই তথ্য জানিয়েছে। বাফুফে আরও জানায়, নেগেটিভ ও পজিটিভ দুরকম ফল আসা ৩ ফুটবলারকে বিশেষ পর্যবেক্ষণে রাখা হবে। চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হবে করোনাক্রান্ত ৭ জনের। তবে সেটি গাজীপুরের সারাহ রিসোর্টে নয়। জাতীয় দলের ক্যাম্প আপাতত স্থগিত করা হয়েছে। আগামীকাল সবাই ক্যাম্প থেকে ফিরে যাবেন যে যাঁর ঠিকানায়।বিশ্বকাপ ও এশিয়ান কাপের খেলা অক্টোবর-নভেম্বরে হচ্ছে না বলেই ক্যাম্প বন্ধ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে বাফুফে। মূলত কোভিড-১৯ পরিস্থিতিতে বিমান যাতায়াতে সমস্যার কারণ দেখিয়ে খেলা পিছিয়ে দিয়েছে এশিয়ান ফুটবল কনফেডারেশন (এএফসি)। আগামী বছরের শুরুর দিকে হতে পারে বিশ্বকাপ ও এশিয়ান কাপের যৌথ বাছাইপর্বের বাকি ৪ রাউন্ড।বাফুফের সাধারণ সম্পাদক আবু নাইম বলেছেন, 'জাতীয় দলের ক্যাম্প পুনরায় কবে শুরু হবে, সে ব্যাপারে সময়মতো সিদ্ধান্ত নেবে বাফুফে। আপাতত করোনা আক্রান্ত ফুটবলারদের চিকিৎসার বিষয়টি বাফুফে দেখভাল করবে।'

'দলবদ্ধ হয়ে আটকাতে হবে মেসিকে'

বার্সেলোনাকে রুখতে হলে বিশেষ করে আটকাতে হবে লিওনেল মেসিকে। কিন্তু কাজটি কারো একার পক্ষে যে মোটেও সম্ভব নয়, তা মানছেন বায়ার্ন মিউনিখ কোচ হান্স ফ্লিক ও দলটির ফরোয়ার্ড টমাস মুলার। দুজনেরই মনে হচ্ছে, আর্জেন্টাইন ফরোয়ার্ডকে চেপে ধরতে হবে দলবদ্ধভাবে।চ্যাম্পিয়ন্স লিগ কোয়ার্টার-ফাইনালে শুক্রবার বাংলাদেশ সময় রাত ১টায় মুখোমুখি হবে দুই দল। চেলসিকে দুই লেগেই হারিয়ে ৭-১ অগ্রগামিতায় শেষ আটে ওঠে বায়ার্ন। আর মেসির নৈপুণ্যে নাপোলির বিপক্ষে ৪-২ অগ্রগামিতায় শেষ ষোলোর বৈতরণী পার হয় বার্সেলোনা।দুই দলের লড়াইকে অনেকে বায়ার্ন বনাম মেসি তকমা লাগিয়ে দিচ্ছেন। তবে বুন্ডেসলিগা চ্যাম্পিয়নদের কোচ ফ্লিকের ভাবনা অন্যরকম। বার্সেলোনা ফরোয়ার্ডের প্রশংসা করলেও লড়াইটা শেষ পর্যন্ত দুই দলের মনে করেন তিনি।''বার্সেলোনার প্রতি আমাদের অনেক শ্রদ্ধা আছে। কেননা, কয়েক দশক ধরে তারা ইউরোপের সেরা দলগুলোর মধ্যে আছে। বছরের পর বছর ধরে মেসি সেরা খেলোয়াড়। একজন ব্যতিক্রমী খেলোয়াড়।''''তবে, ম্যাচটা কেবল বায়ার্ন বনাম মেসি নয়। এটা বায়ার্ন বনাম বার্সেলোনা। মেসি বিশ্বমানের খেলোয়াড় এবং অবশ্যই তার বিপক্ষে কিভাবে খেলতে হবে, সেটা আমরা ভেবে রেখেছি।''চ্যাম্পিয়ন্স লিগে ১১৫ গোল করা মেসিকে আটকাতে দলীয় প্রচেষ্টায় গুরুত্ব দেওয়ার কথা ম্যাচের আগের দিন জানান ফ্লিক।''দলগত ভাবে তাকে আটকাতে হবে। তার বিপক্ষে বুদ্ধিদীপ্ত ফুটবল খেলাটা গুরুত্বপূর্ণ। জায়গাগুলো নজরে রাখতে হবে, 'ওয়ান-অন-ওয়ান' পরিস্থিতিতে তাকে চাপে ফেলতে হবে এবং এই লড়াইগুলোতে তার বিপক্ষে জিততে হবে আমাদের।''মেসিকে রুখতে কোচের সুরে সুর মিলিয়েছেন মুলার। জার্মানির এই ফরোয়ার্ডও মনে করেন, কারো একার চেষ্টায় রেকর্ড ছয়বারের বর্ষসেরা ফুটবলারকে আটকানো সম্ভব নয়।''যেহেতু মেসি বর্তমানে দারুণ অবস্থায় আছে, তাকে একক প্রচেষ্টায় আটকে রাখা যাবে না। আমার অভিজ্ঞতা বলে, শুধুমাত্র দলীয় প্রচেষ্টা তার বিপক্ষে কাজ করে। যদি প্রথম খেলোয়াড় তার কাছ থেকে বল ছিনিয়ে নিতে না পারে, তাহলে পরের জনকে এগিয়ে আসতে হবে, যতক্ষণ না প্রথম খেলোয়াড়টি ফিরে আসে জায়গা মতো। তার ব্যক্তিগত সামর্থ্যকে আমাদের দলীয়ভাবে মোকাবেলা করতে হবে।"

পিএসজিকে নিয়েও 'পরিকল্পনা' আছে লাইপজিগের

যাত্রা শুরুর ১১ বছরেই ক্লাব ফুটবলের শীর্ষ পর্যায়ে দাপট দেখাতে শুরু করেছে লাইপজিগ। অন্যতম শক্তিশালী দল আতলেতিকো মাদ্রিদকে হারিয়ে চ্যাম্পিয়ন্স লিগের সেমি-ফাইনালে ওঠার পর তাদের সাফল্যের ক্ষুধা যেন আরও বেড়ে গেছে। তাইতো দলটির কোচ ইউলিয়ান নাগেলসমান কোনোরকম জড়তা ছাড়াই জানিয়ে দিলেন, এবার তাদের মনোযোগ পিএসজিকে ঘিরে, লক্ষ্য ফাইনাল। পর্তুগালের লিসবনে বৃহস্পতিবার রাতে কোয়ার্টার-ফাইনালে ২-১ গোলে জেতে লাইপজিগ। দ্বিতীয়ার্ধের শুরুতে দানি ওলমোর হেডে তারা এগিয়ে যাওয়ার পর স্পট কিকে সমতা টানেন জোয়াও ফেলিক্স। তবে নির্ধারিত সময় শেষের দুই মিনিট আগে সৌভাগ্যপ্রসুত গোলে জয় নিশ্চিত হয় জার্মান দলগটির; টেইলর অ্যাডামসের শট আতলেতিকোর এক খেলোয়াড়ের পায়ে লেগে দিক পাল্টে জালে জড়ায়। ২০০৯ সালে নতুন নামে-রূপে, নতুন মালিকানায় যাত্রা শুরু করা লাইপজিগ পঞ্চম বিভাগ থেকে ৯ বছরের মধ্যে জার্মানির শীর্ষ লিগে ওঠে ২০১৬ সালে। চার বছরের মধ্যে দ্বিতীয়বার চ্যাম্পিয়ন্স লিগে খেলতে এসে প্রথমবার নকআউটে উঠেই সেমি-ফাইনালে জায়গা করে নিল দলটি। শেষ চারে তাদের প্রতিপক্ষ পিএসজি। আগের দিন আতালান্তাকে একই ব্যবধানে হারিয়ে সেমি-ফাইনালে ওঠে ফরাসি চ্যাম্পিয়নরা। ক্লাব ঐতিহ্য বা সাফল্যের ইতিহাস-সব দিক বিবেচনাতেই অনেক এগিয়ে প্যারিসের দলটি। তবে এতটা কঠিন পথ পাড়ি দেওয়ার পর এখানে থামতে চান না লাইপজিগ কোচ। ম্যাচ শেষে আত্মবিশ্বাসী কণ্ঠে সে কথাই বললেন তিনি। ''পরের রাউন্ডে ওঠার পর স্বাভাবিকভাবেই চাওয়া বাড়বে। আজ আমরা আনন্দিত। আগামীকাল(শুক্রবার) আমরা পিএসজির দিকে নজর দিব। সেটা আরেকটি কঠিন ম্যাচ হবে, তবে আমাদের একটা পরিকল্পনা আছে।'' ''এটাই স্বাভাবিক যে আমরা এখন ফাইনালে উঠতে চাই। লক্ষ্য পরিষ্কার। যখন সেখানে পৌঁছাব তখন আবার কথা হবে।'' শেষ ষোলোয় গতবারের রানার্সআপ টটেনহ্যাম হটস্পারকে হারানোর পর এবার ২০১৪ ও ২০১৬ সালের ফাইনালিস্ট আতলেতিকোকে হারাল লাইপজিগ। আগামী মঙ্গলবার ফাইনালে ওঠার লড়াইয়ে পিএসজির মুখোমুখি হবে তারা।

তিন বছরের চুক্তিতে আর্সেনালে উইলিয়ান

গত কয়েক দিন ধরে চলা গুঞ্জন সত্যি হলো; ব্রাজিলিয়ান মিডফিল্ডার উইলিয়ানকে দলে টেনেছে আর্সেনাল। ৩২ বছর বয়সী এই ফুটবলারের সঙ্গে তিন বছরের চুক্তি করেছে ইংলিশ ক্লাবটি। চেলসির সঙ্গে চুক্তির মেয়াদ শেষ হয়ে যাওয়ায় উইলিয়ানকে 'ফ্রি ট্রান্সফার'-এ পেয়েছে আর্সেনাল। তাকে নতুন চুক্তির প্রস্তাব দিয়েছিল চেলসি। কিন্তু ক্যারিয়ারে নতুন চ্যালেঞ্জের আশায় রাজি হননি তিনি। ২০১৩ সালে তিন কোটি পাউন্ড ট্রান্সফার ফিতে স্ট্যামফোর্ড ব্রিজে যোগ দেওয়ার পর ক্লাবটির হয়ে সাত বছরে সব প্রতিযোগিতা মিলে ৩৩৯ ম্যাচ খেলেন উইলিয়ান। জেতেন দুটি প্রিমিয়ার লিগ ও একটি ইউরোপা লিগসহ মোট পাঁচটি শিরোপা। মাঝমাঠে এমন এক খেলোয়াড়কে পেয়ে ভীষণ খুশি আর্সেনাল কোচ মিকেল আর্তেতা।''আমি বিশ্বাস করি, সে (উইলিয়ান) এমন একজন খেলোয়াড়, যে সত্যিই আমাদের জন্য পার্থক্য গড়ে দিতে পারবে। অ্যাটাকিং মিডফিল্ডার ও উইঙ্গারের পজিশনে শক্তি বাড়ানোর লক্ষ্য ছিল আমাদের।''

বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা PMAY(G) প্রকল্পের অপেক্ষমান তালিকাভুক্ত (Annexture-C) নিম্নলিখিত বেনেফিসারীদের অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে, ২০১৮-২০ অর্থ বৎসর PMAY(G) প্রকল্পের অধীন আপনাদের নামে ঘরের অনুমোদন দেওয়ার জন্য জেলাশাসক ও সমাহর্তা (দক্ষিণ ত্রিপুরা) এর অনুমোদনক্রমে ব্লক থেকে নোটিশ জারি করা হয়। কিন্তু তদন্তক্রমে আপনাদেরকে নিজ নিজ ঠিকানায় সশরীরে পাওয়া যায়নি। অতএব আপনার যদি উপরিউক্ত প্রকল্পের অধীন ঘর পেতে ইচ্ছুক হন তবে এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ৭ (সাত) দিনের মধ্যে নিজ নিজ যথাযত প্রমানপত্র সহ Hrishyamukh R.D. ব্লকের PMAY(G) সেকশনে যোগাযোগ করার জন্য বলা হচ্ছে। অন্যথায় আপনাদের নাম PMAY(G) এর অপেক্ষমান তালিকা (Annexture-C) থেকে বাদ যেতে পারে। PMAY(G) অনুযায়ী আপনারদের নাম ও অন্যান্য তথ্য যে ভাবে Waiting list এ আছে তা নিম্নে দেওয়া হল ঃ-

Sl No.	Name of Beneficiary	PMAY (G) ID	Name of GP/VC	Sl No	Name of Beneficiary	PMAY (G) ID	Name of GP/VC
1.	REKHA NAMA	1030620	Abhoynagar GP	18	KANCHARANG TRIPURA	1016880	Gaburcharra ADC vill
2.	AGADIUM MIA	1061565	Baspadua GP	19	ANGIAFROU MOG	1090418	Gaburcharra ADC vill
3.	KRISHNADHAN SHIL	1057524	Dehipur GP	20	Mangehajai Mag	1072702	Gaburcharra ADC vill
4.	SUBRAT NAMA	1090386	Hrishyamukh GP	21	ASTA KUMAR TRIPURA	1080125	Kailashnagar ADC Vill
5.	KRISHNA MOHAN CHOWDHURY	1047113	Hrishyamukh GP	22	MACHANTI TRIPURA	1017215	Kailashnagar ADC Vill
6.	SHUKRAM MUNDA	1027551	Joykatpur GP	23	TAPAN TRIPURA	1089645	Kailashnagar ADC Vill
7.	PADMLAXMI TRIPURA	1048965	Matai GP	24	BHAGYA CHANRAN TRIPURA	1122110	Kailashnagar ADC Vill
8.	SARASWATI DAS	1048713	Matai GP	25	GIRENDRA TRIPURA	1053728	Kailashnagar ADC Vill
9.	EABANYA PRABHA DATTA	1051076	Matai GP	26	GARMENDRA TRIPURA	1085675	Kailashnagar ADC Vill
10.	LAXMAN DEBNATH	1055613	Sarasima GP	27	ARSAD TRIPURA	1070939	Kailashnagar ADC Vill
11.	HARADHAN TRIPURA	1102929	Dhunanjoynagar ADC Vill	28	KAMAL TRIPURA	1122097	Kailashnagar ADC Vill
12.	PRIYA LAI	1072626	Gaburcharra ADC vill	29	SHIBAN MOHAN TRIPURA	1044934	Maniranpur ADC vill
13.	KRISHNA KUMAR TRIPURA	1112520	Gaburcharra ADC vill	30	LAXMIRUNG	1024187	Maniranpur ADC vill
14.	ANDA AMAL CHKMA	1051003	Gaburcharra ADC vill	31	AMNCHOWDHURY TRIPURA	1032724	Maniranpur ADC vill
15.	SANJIT	1031407	Gaburcharra ADC vill	32	JAMI PATI	1021376	Maniranpur ADC vill
16	SIMA	1078880	Gaburcharra ADC vill	33	SHANTI CHOWDHURI TRIPURA	1021462	Shibpur ADC Vill
17	TRAIYA CAKMA	1072517	Gaburcharra ADC vill	34	PINA RANO TRIPURA	1050765	Shibpur ADC Vill

ICA/D/379/20

নিবেদক
স্বাঃঅস্পষ্ট
সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক
ঋষমুখ আর ডি ব্লক, দক্ষিণ ত্রিপুরা

জাগরণ 15 August, 2020, Saturday আগরতলা ১৫ আগস্ট, ২০২০ ইং, ■ ৩০ শ্রাবণ, ১৪২৭ বঙ্গাব্দ, শনিবার
■ Phone : 0381- 2384984, e-mail : jagarandaily@gmail.com
■ Postal Regd. No. AGT/NE-928/2018- 2020

সোয়াগত ওয়েব পোর্টালের উদ্বোধন করেন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব।

শিল্পপতিদের টানতে আইনে ছাড় অর্ডিন্যান্সে অনুমোদন মন্ত্রিসভার

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৪ আগস্ট।। শিল্পপতিদের রাজ্যে টানতে আইনে ছাড় দিয়েছে রাজ্য সরকার। রাজ্য মন্ত্রিসভার গত বৈঠকে দ্যা ফ্যাক্টরিজ (ত্রিপুরা অ্যামেণ্ডমেন্ট) অর্ডিন্যান্স ২০২০ জারির সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে। আজ সচিবালয়ের প্রেস কনফারেন্স হলে আয়োজিত সাংবাদিক সম্মেলনে মন্ত্রিসভায় অনুমোদিত এ সিদ্ধান্তের কথা জানান শিক্ষামন্ত্রী রতনলাল নাথ। তিনি বলেন, রাজ্যে অর্থনৈতিক কার্যকলাপকে বাড়ানোর পাশাপাশি শিল্প গড়ে তোলার মধ্য দিয়ে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করার লক্ষ্যে এই অর্ডিন্যান্স আনার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। এই অর্ডিন্যান্স অনুসারে দ্যা ফ্যাক্টরিজ অ্যাক্ট-১৯৪৮ ত্রিপুরায় জারি করার ক্ষেত্রে একটি নতুন ধারা '৫ এ' যুক্ত করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

সিদ্ধান্ত অনুসারে নতুন শিল্প স্থাপনের পর বাণিজ্যিক উৎপাদন শুরু হওয়ার পর থেকে এক হাজার দিন পর্যন্ত শ্রম আইন ও ফ্যাক্টরিজ অ্যাক্ট আংশিক বা সম্পূর্ণ শিথিল করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। ফ্যাক্টরিজ অ্যাক্ট ১৯৪৮ ত্রিপুরায় লাগু করার ক্ষেত্রে ২নং ধারার ক্লজ এম - এর সংশোধন করা হয়েছে। ক্লজ এম-এর সাবক্লজ-এক এবং সাবক্লজ-দুই সংশোধন করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। বিধানসভার পরবর্তী অধিবেশনে এই অর্ডিন্যান্স সংক্রান্ত বিল আনা হবে বলে আইনমন্ত্রী জানান। তিনি আরও জানান, বর্তমান রাজ্য সরকার গঠিত হওয়ার পর থেকে নতুন ২৪৩টি শিল্পের জন্য রেজিস্ট্রেশন দেওয়া হয়েছে।

সহ চালক-কে পিটিয়ে জখম করল লরির চালক

নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ১৪ আগস্ট।। লোহার রড দিয়ে পিটিয়ে সহ চালককে জখম করলেন লরির চালক। ঘটনার আকস্মিকতায় স্থানীয় জনগণ আতঙ্কিত হয়ে পড়েছেন। পুলিশে খবর দেওয়া হলেও কেউ আসেননি বলে অভিযোগ উঠেছে। স্থানীয় জনগণ ওই সহ চালক-কে হাসপাতালে পাঠিয়েছেন।

শুক্রবার দুপুর আনুমানিক সাড়ে বারটা নাগাদ তেলিয়ামুড়া থানাধীন করইলং তেলিয়ামুড়া দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয় সংলগ্ন এলাকায় ওই ঘটনা ঘটেছে। মোহরছড়া এলাকার বাসিন্দা অরবিন্দ দেবনাথ এএস০১জিসি-১৬৬৫ নম্বরের লরির চালক। তার গাড়ির সহ চালক নারায়ন দেবনাথ। পণ্য পরিবহনের জন্য অরবিন্দ তার সহ চালককে লরিটি মোহড়ছড়া থেকে এনে করইলং এলাকায় রাখার নির্দেশ দেন। সে অনুযায়ী সহ চালক নারায়ন দেবনাথ মোহড়ছড়া থেকে করইলং এলাকার তেলিয়ামুড়া দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয়ের সন্নিকটে ব্রিজের সামনে এনে লরিটি দাঁড় করান। কিছুক্ষণ পর অরবিন্দ দেবনাথ লরি থেকে লোহার রড নিয়ে সহ চালক নারায়ন দেবনাথকে পিটিয়ে জখম

ছয়ের পাতায় দেখুন

জলেবাসায় নিশিকুটুম্ব আটক

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৪ আগস্ট।। উত্তর ত্রিপুরা জেলার পানিসাগর থানা এলাকার জলেবাসা এলাকা থেকে এক চোরকে আটক করে বেদম প্রহার করেছেন স্থানীয় জনগণ।জানা যায় এক ব্যক্তির বাড়ি থেকে একটি জল উত্তোলনের মোটর চুরি করে নিয়ে যায় ওই যুবক। মোটরটি অপর এক ব্যক্তির কাছে বিক্রি করে দেয়। এই খবর জানতে পেরেই অভিযুক্ত যুবককে আটক করা হয়। অভিযুক্ত যুবকের নাম যতীন্দ্র দত্ত। তাকে উত্তম মধ্যম দিয়ে পানিসাগর থানার পুলিশের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে। তার বিরুদ্ধে মামলা গৃহীত হয়েছে। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে ওই এলাকা থেকে গত কয়েকমাসে এক শতাধিক জলের মোটর চুরি হয়েছে। চোর চক্রটিকে পাকড়াও করার জন্য এলাকার জনগণ দীর্ঘদিন ধরেই ওত পেতে বসে আছেন। শেষ পর্যন্ত জালে উঠেছে এক চোর। তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করে বহু তথ্য উদ্ধার করা সম্ভব হবে বলে স্থানীয় জনগণ মনে করেন।এলাকা থেকে চুরি যাওয়া অন্যান্য মটর গুলি উদ্ধার করার জন্য জনগণের তরফ থেকে পুলিশের কাছে দাবি জানানো হয়েছে।

শিবনগরে তিন নাবালককে উদ্ধার করল চাইল্ড লাইন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৪ আগস্ট।। রাজধানী আগরতলা শহরের শিবনগর লোটাস ক্লাব সংলগ্ন এলাকার একটি বাড়ির তিন তলা থেকে তিন নাবালককে উদ্ধার করেছে চাইল্ড লাইনের কর্মীরা। বাড়ির মালিকের নাম পীযূষ রায়।জানা যায় গত কয়েক মাস আগেই পিযুষ রায় নামে ওই ব্যক্তি মফস্বল এলাকা থেকে তিন নাবালককে তার বাড়িতে আনেন। তখনো চাইল্ড লাইনের কর্মীরা তার বাড়িতে হানা দিয়েছিল।কিন্তু নাবালকদের সেখান থেকে উদ্ধার করতে সক্ষম হয়নি চার লাইনের কর্মীরা। পিযুষ রায় একজন সরকারি কর্মচারী। একজন দায়িত্বশীল ব্যক্তি হয়েও তিনি নাবালক ছেলেদের বাড়িতে এলে বিভিন্ন কাজে লাগানোর চেষ্টা করছিলেন বলে জানা গেছে।এ বিষয়ে চাইল্ড লাইনের কর্মীরা পীযুষের কাছে জানতে চাইলে তিনি নাকি তাদেরকে বলেছিলেন তাদেরকে লেখাপড়া করানোর জন্যই তিনি গ্রাম এলাকা থেকে তার বাড়িতে নিয়ে এসেছেন। বিষয়টি নিয়ে পীযূষ রায়ের সঙ্গে কর্মীদের মতভেদ দেখা দিয়েছিল।কিন্তু নাবালকদের হাতেনাতে আটক করতে না পারায় চাইল্ড লাইনের কর্মীরা কিছুটা সময় অপেক্ষায় ছিল।আজ সুনির্দিষ্ট খবরের ভিত্তিতে চাইল্ড লাইনের কর্মীরা আগরতলা পূর্ব থানার পুলিশ এবং মহারাজগঞ্জ আউটপোস্ট পুলিশকে সঙ্গে নিয়ে শিবনগর লোটাস ক্লাব সংলগ্ন এলাকায় পীযূষ বাড়িতে হানা দেয়। তিন নাবালককে পীযূষ বাবু তিন তলার ছাদে আটকে রেখেছিলেন। পুলিশকে সঙ্গে নিয়ে তিন তলার ছাদে হানা দিয়ে তিন নবালককে উদ্ধার করতে সক্ষম হয়েছে চাইল্ড লাইনের কর্মীরা।পীযূষ বাবু ও তাঁর যুক্তি এর স্বপক্ষে কোন ধরনের কাগজপত্র দেখাতে পারেননি। চাইল্ড লাইনের কর্মীরা ৩ নাবালককে উদ্ধার করে হোমে পাঠিয়েছে ।এদিকে সরকারি কর্মচারী পীযূষ রায়ের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে চাইল্ড লাইনের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে।রাজধানী আগরতলা শহরের প্রাণকেন্দ্রে ৩ নাবালককে দীর্ঘদিন ধরে আটকে রাখার ঘটনাকে কেন্দ্র করে তীব্র চাঞ্চল্য সৃষ্টি হয়েছে। এ ধরনের ঘটনায় জড়িতদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি উঠেছে।

১৭ আগস্ট কালো দিবস পালন করবে চাকমা জনগোষ্ঠী, করোনা প্রকোপে হবে সাংকেতিক

আগরতলা, ১৪ আগস্ট (হি. স.): আগামী ১৭ আগস্ট কালো দিবস পালন করবে চাকমা জনগোষ্ঠী। তবে, করোনা-র প্রকোপে এবার সাংকেতিক কালো দিবস পালনের সিদ্ধান্ত নিয়েছে তাঁরা। ১৯৪৭ সালে দেশ বিভাগের সময় ৯৮.৫০ শতাংশ অমুসলিম অধ্যুষিত পার্বত্য চট্টগ্রাম-কে অন্যায় ভাবে পাকিস্তানে অন্তর্ভুক্তি দেওয়ার প্রতিবাদে প্রতি বছর উত্তরপূর্ব ভারতের অসম, অরুনাচল প্রদেশ, মিজোরাম ও ত্রিপুরায় বসবাসকারী চাকমা জনগোষ্ঠী ১৭ আগস্ট দিনটিকে কালো-দিবস হিসেবে পালন করছে। ২০১৬ সালের ২৪-২৫ মার্চ গৌহাটিতে অনুষ্ঠিত চাকমা ন্যাশনাল কাউন্সিল অফ ইন্ডিয়া-র বাৎসরিক জাতীয় অধিবেশনে ওই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল। কোলকাতা, নতুন দিল্লি, মুম্বাই, ব্যাঙ্গালুরু শহরে বসবাসকারী ছাত্রছাত্রী সহ কর্মজীবী চাকমা জনগোষ্ঠীর মানুষ ওই দিনটি পালন করছেন।

সংগঠনের রাজ্য কমিটির সাধারণ সম্পাদক উদয়জ্যোতি চাকমা বলেন, বহু আন্দোলন, ত্যাগ-তিতিক্ষা ও ঐক্যবদ্ধ সংগ্রামের ফলে দীর্ঘ প্রায় দু'শ বছর ব্রিটিশ পরাধীনতার শৃঙ্খল মুক্ত করে ভারতবর্ষের আপামর জনগণ ১৯৪৭ সালে ১৫ আগস্ট পরম আকাঙ্খিত স্বাধীনতা অর্জন করেছিল। ওই পবিত্র দিনে পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে চাকমা জনগোষ্ঠী ভারতের জাতীয় পতাকা স্বগর্বে উত্তোলন করেন। কিন্তু ১৯৪৭ সালের ১৭ আগস্ট সরকারিভাবে বেতারযগেগে জানা গেল ৯৮.৫০ শতাংশ অমুসলিম অধ্যুষিত পার্বত্য চট্টগ্রামকে অন্যায়ভাবে পাকিস্তানের আন্তর্ভূক্তি দেওয়া হয়েছে। তখনই নতুন করে কালো অধ্যায়ের হয়েছিল বলে আমরা মনে করি। তাই, আমরা প্রতীকী কালো দিবস পালনের সিদ্ধান্ত নিয়েছি।

তাঁর কথায়, প্রতি বছরের ন্যায় এ-বছরও ওই দিনটি কালো দিবস হিসাবে পালিত হবে। তবে, এ-বছর আনুষ্ঠানিক ভাবে মিছিল বা সমাবেশ করা হবে না। শুধুমাত্র সাংকেতিক হিসাবে পালিত হবে। কারণ, বর্তমানে করোনা অতিমারী ভারত সহ সমগ্র বিশ্বে মানব সভ্যতার উপর বিরাট ছমকি হয়ে দাড়িয়েছে। এই অতিমারী থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য সরকার বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ করেছে এবং নির্দেশিকা জারি করেছে। তাই, সাংকেতিক কালো দিবস পালনের সিদ্ধান্ত হয়েছে, বলেন তিনি।

স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষ্যে গন্ডাছড়ায় স্বচ্ছ ভারত অভিযান

নিজস্ব প্রতিনিধি, গন্ডাছড়া, ১৪ আগস্ট।। স্বাধীনতা দিবসকে সামনে রেখে ভারতীয় মজদুর সংঘ এবং মহিলা মোর্চার পৃথক পৃথক উদ্যোগে শুক্রবার গন্ডাছড়া মহকুমা এলাকায় স্বচ্ছ ভারত অভিযান করা হয়। এদিন মহিলা মোর্চার সদস্যারা সরমা চৌমনী বাজারে বাজার ব্যবসায়ীদের সাথে নিয়ে বাজার এলাকায় সাফাই সংগঠিত করে। সেখানে ৪৪ রাইমাভ্যালীর মহিলা মোর্চার কর্মী সমর্থকরা উপসিত ছিলেন। তাছাড়াও এদিন ভারতীয় মজদুর সংঘের পক্ষ থেকে গন্ডাছড়া মোটর স্ট্যান্ড এলাকায় পরিস্কার পরিচ্ছন্নতা করা হয়। সেখানে ভারতীয় মজদুর সংঘের কর্মীরা উপসিত ছিলেন। এদিনের পৃথক পৃথক সাফাই অভিযানকে কেন্দ্র করে সাধরন মানুষজনদের মধ্যে বেশ সাড়া পড়ে।

ছিনাইহানিতে আত্মীয়ের আক্রমণে আহত যুবক

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৪ আগস্ট।। সিধাই থানা এলাকার ছিনাই হানি এলাকায় নিকট আত্মীয়ের আক্রমণে আহত হয়েছেন এক যুবক। আহত যুবকের নাম রিতম ঘোষ। অভিযুক্ত যুবকের নাম লক্ষণ গোপ। তারা সম্পর্কে মামাতোতো পিসতুতো ভাই। নিজেদের মধ্যে মতভেদ এর জেরেই এ আক্রমণের ঘটনা সংঘটিত হয়েছে বলে জানা গেছে। পিসতুতো ভাইয়ের আক্রমণে আহত মামাতো ভাই রিতম ঘোষকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। এ ব্যাপারে অভিযুক্ত পিসতুতো ভাই লক্ষণ গোপের বিরুদ্ধে থানায় সুনির্দিষ্ট অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে। তবে এখনো পর্যন্ত অভিযুক্তকে গ্রেফতার এর সংবাদ নেই। ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় তীব্র ক্ষোভের সঞ্চার হয়েছে। নিকট আত্মীয়দের মধ্যে এ ধরনের হামলার ঘটনার তীব্র নিন্দা জানিয়েছেন পাড়া-প্রতিবেশীরা। এ ধরনের ঘটনার যাতে পুনরাবৃত্তি না ঘটে সেজন্য পুলিশকে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য এলাকাবাসীর তরফ থেকে দাবি জানানো হয়েছে।

কৃষির বিকাশ সরকারের অন্যতম অগ্রাধিকারের ক্ষেত্র ঃ কৃষিমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৪ আগস্ট।। রাজ্যের অর্থনৈতিক উন্নয়নে কৃষিক্ষেত্রের একটা উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রয়েছে। কৃষির বিকাশ সরকারের অন্যতম অগ্রাধিকারের ক্ষেত্র। এই লক্ষ্যে সরকার রাজ্যের বিভিন্ন কৃষি মহকুমায় কৃষকবন্ধু কেন্দ্র স্থাপনের উদ্যোগ নিয়েছে। আজ বড়জলার নতুননগরে কৃষকবন্ধু কেন্দ্র ও আঞ্চলিক কৃষি কার্যালয়ের উদ্বোধন করে কৃষিমন্ত্রী প্রণজিৎ সিংহরায় একথা বলেন। কৃষিমন্ত্রী আরও বলেন, রাজ্যে কৃষির উন্নয়নে বিভিন্ন পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। সব্জী ও ফল চাষে অধিক গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।

অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন পশ্চিম ত্রিপুরা জিলা পরিষদের সভাধিপতি অন্তরা সরকার দেব, বিধায়ক ডা. দিলীপ দাস ও বিধায়ক কৃষ্ণধন দাস। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন পশ্চিম ত্রিপুরা জিলা পরিষদের কৃষি বিষয়ক স্থায়ী কমিটির সভাধিপতি সমরেশ বিশ্বাস। স্বাগত বক্তব্য রাখেন কৃষি ও কৃষক কল্যাণ দপ্তরের অধিকর্তা ড. দেবপ্রসাদ সরকার।

স্বাধীনতা দিবস উদযাপনে থাকবে স্বল্প দৈর্ঘের তথ্যচিত্র 'আত্মনির্ভর ত্রিপুরা' এবং 'জার্নি টুওয়ার্ডস হিরা টু হিরা প্লাস'

আগরতলা, ১৪ আগস্ট (হি. স.) : বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে ত্রিপুরায় আগামীকাল শনিবার ৭৪ তম স্বাধীনতা দিবস উদযাপন করা হবে। এই উপলক্ষ্যে রাজধানীর আগরতলায় বিভিন্ন কর্মসূচি নেওয়া হয়েছে। তথ্য ও সংস্কৃতি দফতরের উদ্যোগে আয়োজিত অনুষ্ঠানে দেখানো হবে স্বল্প দৈর্ঘের তথ্যচিত্র 'আত্মনির্ভর ত্রিপুরা' এবং 'জার্নি টুওয়ার্ডস হিরা টু হিরা প্লাস'। স্বাধীনতা দিবসের অনুষ্ঠানের অঙ্গ হিসেবে আজ সরকারি অফিস, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, অন্যান্য সংস্থা পরিস্কার পরিচ্ছন্ন করা হয়েছে। ১৫ আগস্ট স্বাধীনতা দিবসের মূল অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে আসাম রাইফেলস ময়দানে। অনুষ্ঠানে ৯টা ১০ মিনিটে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করবেন এবং অভিবাদন গ্রহণ করবেন মুখ্যমী বিপ্লব কুমার দেব। এরপর মুখ্যমন্ত্রী বিভিন্ন ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অবদানের জন্য পুরস্কৃত করবেন। এদিন তিনি ৯টা ৫০ মিনিটে রাজ্যবাসীর উদ্দেশ্যে বক্তব্য রাখবেন।

মুখ্যমীর বক্তব্যের পর তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের পক্ষ থেকে সংক্ষিপ্ত সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে। অনুষ্ঠানে দেখানো হবে স্বল্প দৈর্ঘের তথ্যচিত্র 'আত্মনির্ভর ত্রিপুরা' এবং 'জার্নি টুওয়ার্ডস হিরা টু হিরা প্লাস'। আগামীকাল সকালে সূর্যোদয়ের সাথে সাথে সমস্ত বেসরকারি বাসভবনে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করা হবে। সকাল ৭টায় সচিবালয় প্রাঙ্গণে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করবেন শিক্ষামন্ত্রী রতনলাল নাথ। সকাল ৮টা ১ মিনিটে তিনি সার্কিট হাউস সংলগ্ন মূর্তি প্রাঙ্গণে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করবেন এবং মহাত্মা গান্ধীর মূর্তিতে মাল্যদান করে শ্রদ্ধা জানাবেন। সকাল ৮টা ১৫ মিনিটে গান্ধীঘাটে গান্ধী বেদীতে মাল্যদান করে শ্রদ্ধা জানাবেন তিনি। এরপর ৮টা ২৭ মিনিটে পোস্ট অফিস চৌমুহনীতে শহীদ মিনারে পুষ্পস্তবক অর্পণ করে শহীদদের প্রতি তিনি শ্রদ্ধা নিবেদন করবেন।

বিলোনিয়ায় জঙ্গলে দশটি গবাদি পশু উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৪ আগস্ট।। দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলার বিলোনিয়া থানার পুলিশ এলাকার জঙ্গল থেকে দশটি গবাদিপশু উদ্ধার করেছে। সুনিদৃষ্ট খবরের ভিত্তিতে বিলোনিয়া থানার পুলিশ ওই এলাকার জঙ্গলে হানা দেয়।পুলিশের কাছে খবর ছিল সীমান্তবর্তী এলাকায় জঙ্গলে বেশ কিছুসংখ্যক গরু পাচারের উদ্দেশ্যে বেঁধে রেখেছে পাচারকারীরা। সেই খবরের ভিত্তিতে বিলোনিয়া থানার পুলিশ সীমান্তবর্তী বটুয়া বাড়ি এলাকায় তল্লাশি চালায়।

ছয়ের পাতায় দেখুন

কাটাতারের ওপাড়ে ভারতীয় ভুখণ্ডে ফসল নিয়ে বিপাকে চাষীরা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৪ আগস্ট।। বড়জলা বিধানসভা কেন্দ্রের দক্ষিন নারায়নপুর এলাকার কয়েকটি পরিবার এখনো সীমান্তে কাঁটাতারের বেড়ার ওপারে বসবাস করছেন। সীমান্তে কাঁটাতারের বেড়ার ওপারে বসবাসকারী ভারতীয় নাগরিকরা চাষবাস করে জীবিকা নির্বাহ করে চলেছেন। কিন্তু লক ডাউন ঘোষণার পর থেকে কাঁটাতারের বেড়ার ওপারে বসবাসকারী ভারতীয় নাগরিকরা জটিল সমস্যার সম্মুখীন। কাঁটাতারের বেড়ার ওপারে ভারতীয় ভূখণ্ডে ছয়ের পাতায় দেখুন

তুলাশিখরে আগুনে পুড়ল দোকান

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৪ আগস্ট।। খোয়াই জেলার তুলাশিখর হাসপাতাল সংলগ্ন এলাকার একটি দোকান অগ্নিকাণ্ডে সম্পূর্ণভাবে ভষ্মিভূত হয়ে গেছে। দোকানের মালিকের নাম অরুণ দেববর্মা। মধ্যরাত নাগাদ দোকানে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটে। স্থানীয় লোকজনরা আগুনের লেলিহান শিখা দেখে বেরিয়ে আসেন। তারা ছুটে এসে আগুন নেভানোর চেষ্টা করেন খবর পাঠানো হয় দমকল বাহিনীকে। খবর পেয়ে দমকল বাহিনীর জওয়ানরা ঘটনাস্থলে ছুটে আস দমকল বাহিনী ঘটনাস্থলে পৌঁছার আগেই দোকানটি অগ্নিকাণ্ডের সম্পূর্ণভাবে পুরে ছারখার হয়ে যায়। প্রাথমিকভাবে ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ ২ লক্ষাধিক টাকা বলে জানা গেছে।প্রশাসনের তরফ থেকে ক্ষতিগ্রস্ত দোকানের মালিককে আপৎকালীন আর্থিক সাহায্য প্রদানের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। কিভাবে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা সংঘটিত হয়েছে সে সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য জানা যায়নি। প্রাথমিকভাবে আশঙ্কা করা হচ্ছে বৈদ্যুতিক শর্ট সার্কিট থেকে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটেছে। তবে পুলিশ ও দমকল বাহিনী ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে। অগ্নিকাণ্ডে দোকান পুড়ে ছারখার হয়ে যায়।দোকান মালিক সম্পূর্ণ ভাবে বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছে।ক্ষতিগ্রস্ত দোকানের মালিককে উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ দেওয়ার জন্য স্থানীয় তরফ থেকে দাবি উঠেছে।

স্বাধীনতা দিবস উদযাপন, ব্যাপক নিরাপত্তা ব্যবস্থা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৪ আগস্ট।। স্বাধীনতা দিবস অবাধ ও শান্তিপূর্ণভাবে অতিবাহিত করার লক্ষ্যে প্রশাসনের তরফ থেকে যাবতীয় সব ধরনের পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। এবছর ত্রিপুরাসহ উত্তর-পূর্বাঞ্চলের বেশ কয়েকটি নিষিদ্ধ ঘোষিত জঙ্গী সংগঠন স্বাধীনতা দিবসের অনুষ্ঠান বানচাল করার জন্য হুমকি দিয়েছে।এরই পরিপ্রেক্ষিতে প্রশাসনের তরফ থেকে নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করা হয়েছে। রাজধানী আগরতলা শহর সহ রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে যাতে সন্ত্রাসবাদীরা কোন ধরনের বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করতে না পারে সে জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ

ছয়ের পাতায় দেখুন

কমন সার্ভিস সেন্টারের আওতায় নতুন পরিষেবা অন্তর্ভুক্ত করতে মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশ

আগরতলা, ১৪ আগস্ট (হি. স.): অনলাইন পরিষেবা স্থানীয়ভাবে আরও সহজ ও শক্তিশালী হোক, চাইছেন ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব। তাই, কমন সার্ভিস সেন্টারের আওতায় আরও নতুন নতুন পরিষেবাকে অন্তর্ভূক্ত করার নির্দেশ দিয়েছেন তিনি। সচিবালয়ে অনুষ্ঠিত তথ্য ও প্রযুক্তি দফতরের এক পর্যালোচনা সভায় এই নির্দেশ দিয়ে মুখ্যমন্ত্রী যুবক-যুবতীদের আই টি স্টার্ট-আপ স্থাপনে উৎসাহিত করেন এবং কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির লক্ষ্যে বিপিও পরিষেবা বাড়ানোর উপর জোর দিয়েছেন। তিনি রাজ্যে ইন্টারনেট পরিষেবার পরিসর বৃদ্ধিতে জোর দেন। কারণ, মানুষ অনলাইন পরিষেবার সহজেই সুযোগ নিতে পারেন, চাইছেন তিনি। বিভিন্ন বিল প্রদানের ক্ষেত্রে অনলাইন পরিষেবার বিকাশে বিজ্ঞাপন, ইনসেনটিভ দেওয়ার জন্য সংশ্লিষ্ট দফতরগুলিকে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিতে তিনি নির্দেশ দিয়েছেন।

আই টি দফতরের সচিব এদিন বিস্তারিত তথ্য তুলে ধরে বলেন, রাজ্যে নতুন ড্যাটা সেন্টার স্থাপন করা হবে। হাই স্পিড ইন্টারনেট পরিষেবা প্রদানের লক্ষ্যে স্টেট ওয়াইড এরিয়া নেটওয়ার্ককে আরও শক্তিশালী করা হবে। নাগরিকদের সুবিধার্থে আরও অনেক সরকারি পরিষেবাকে অনলাইন করা হবে। মুখ্যমন্ত্রী যুব যোগাযোগ যোজনার আওতায় (এম ওয়াই ওয়াই ওয়াই) কমন সার্ভিস সেন্টার, ই-ডিস্টিক্ট, ই-অফিস ইত্যাদির উপর জোর দেওয়া হয়েছে। তিনি বলেন, মুখ্যমন্ত্রী যুব যোগাযোগ যোজনায় মোট ৭২৮৬ জন ছাত্রছাত্রীকে স্মার্ট ফোন দেওয়ার জন্য জনপ্রতি ৫০০০ টাকা অনুমোদন করা হয়েছে। শীগ্রই তা কার্যকর করা হবে। তিনি আরও বলেন, সমস্ত কল্যাণমূলক প্রকল্পের জন্য সিঙ্গল উইন্ডো ভিত্তিক ড্যাটাবেস তৈরির লক্ষ্যে নতুন বেনিফিসিয়ারির ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম (বি এম এস) বানানোর উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। রাজ্যে আই টি / আই টি ই এস স্টার্টআপ-এ উৎসাহিত করতে বিভিন্ন ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। সরকারি অনলাইন পরিষেবাকে সহজতর করতে একটি মোবাইল অ্যাপ এবং একটি অনলাইন প্ল্যাটফর্ম তৈরি করা হবে। এ বিষয়ে কথা বলতে গিয়ে মুখ্যসচিব সরকারি অফিসগুলিতে ই-অফিস বাস্তবায়নের প্রস্তাব দেন। এই পর্যালোচনা সভায় অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন বিশেষ সচিব প্রশান্ত কুমার গোয়েল, আগরতলা স্মার্ট সিটি প্রকল্পের সি ই ও ড় শৈলেশ যাদব, পশ্চিম ত্রিপুরার জেলাশাসক ড় সন্দীপ মাহাত্মে, এন আই সি-র ডিডিজি ও এস আই ও চয়ন কান্তি ধর এবং আই টি দফতর ও এন আই সি-র অন্যান্য আধিকারিকগণ।

স্বত্বাধিকারী পরিতোষ বিশ্বাস কর্তৃক রেনবো প্রিন্টিং ওয়ার্কস আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল এন বাড়ী লেইন, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক-পরিতোষ বিশ্বাস।